পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com
কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 68 Friday, 7 February, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ৬৮ সংখ্যা ❋ ২৪ মাঘ ১৪৩১, শুক্রবার, ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

বাণিজ্য সম্মেলনে সাড়ে ৪ লক্ষ কোটির বিনিয়োগ প্রস্তাব এসেছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারিঃ অষ্টম বাণিজ্য সম্মেলনে বাংলায় সাড়ে চার লক্ষ কোটি টাকার লগ্নি প্রস্তাব এসেছে বলে বৃহস্পতিবার ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাণিজ্য সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে বি টু বি তথা ব্যবসায়িক সংগঠনের মধ্যে এবং বি টু জি তথা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ও সরকারের প্রতিনিধিদের মধ্যে বেশ কিছু পার্শ্ব বৈঠক হয়। সেই সঙ্গে মউ সাক্ষর হয়। তার পর এদিন বাণিজ্য সম্মেলনের মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''আমি জানি সবাই একটাই কথা জানার অপেক্ষায় রয়েছেন। তা হল, কত কোটি টাকার লগ্নি প্রস্তাব এল। সাংবাদিকরা তা শুনতেই এখানে বসে আছেন।'' তাঁর কথায়, ''বাণিজ্য সম্মেলনের প্রথম দিন অর্থাৎ গতকাল শিল্পপতিরা যে সব অঙ্গীকার করেছেন, তা আমি এখনই হিসাবে ধরছি না। মুকেশ আম্বানি নিজেই বলেছেন, ১ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ করবেন। মুকেশজি ও সজ্জন জিন্দলের সঙ্গে পৃথক ভাবে আমার কথা হয়েছে। সজ্জন জিন্দল আরও একটি বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনের কথা জানিয়েছেন। অন্ডাল বিমানবন্দরের ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্টেও তাঁদের আগ্রহ রয়েছে।'' এ প্রসঙ্গে বাণিজ্য সম্মেলন থেকে বাংলার এখনও পর্যন্ত প্রাপ্তির প্রসঙ্গ তুলে আনেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, গত সাতটি বাণিজ্য সম্মেলনে মোট ১৯.৫ লক্ষ কোটি টাকা লগ্নির প্রস্তাব এসেছে। তার মধ্যে

ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

১৩ লক্ষ কোটি টাকার কাজ ইতিমধ্য সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। আরও ৬ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে। তার পর এবারও বাণিজ্য সম্মেলনে মোট ৪ লক্ষ ৪৪ হাজার ৫৯৫ কোটি টাকার লগ্নির প্রস্তাব এসেছে। মুখ্যমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, এবারের বাণিজ্য সম্মেলনে মোট ২১২টি মৌ সাক্ষর হয়েছে। ৫ হাজার লগ্নিকারী এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে সামিল হয়েছিলেন ২০টি দেশের প্রতিনিধি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এও বলেন, ''আগামীদিনে দেশ তথা বিশ্বের অন্যতম বিনিয়োগ ক্ষেত্র হয়ে উঠবে বাংলা। গত ১৪ বছর ধরে শিল্পের অনুকুল পরিবেশ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে বাংলা। এখানে এখন আর একটিও কর্মদিবস নষ্ট হয় না।'' বস্তুত, এক সময় কথায় কথায় বাংলায় বনধ হত। এখন সেই কালচারের সমাপ্তি ঘটেছে। এদিন বিশ্ববাংলা সম্মেলনের পরে হস্তশিল্প মেলা ঘুরে দেখলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্মেলনস্থলের পাশেই বাংলার বিভিন্ন শিল্প কলা নিয়ে হস্তশিল্প মেলার আয়োজন করা হয়েছে। ৫০টিরও বেশি স্টল রয়েছে সেখানে। তাঁতের শাড়ি থেকে বেতের ঝুড়ি, কী নেই সেখানে! মেলায় প্রতিটি স্টল ঘুরে দেখেন মমতা। সেখান থেকে বেতের বোনা ঝুড়ি এবং ইলেকট্রিকের একটি হ্যারিকেনও কেনেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। এভাবে আরও ভাল ভাল জিনিস তৈরির জন্য হস্তশিল্পীদের উৎসাহ দিতেও দেখা যায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। সেখান থেকে মুখ্যমন্ত্রী যান বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টারের অ্যানেক্স বিল্ডিংয়ে। ঘুরে দেখেন থ্রি ডি হল। যেখানে কলকাতা থেকে বাংলার বিভিন্ন বিষয়, যেমন সুন্দরবনের বাঘ থেকে জঙ্গলমহলের খেজুর গুড়, দিঘা থেকে দার্জিলিং, লাইটিংয়ের মাধ্যমে বাংলার সব কিছু ঐতিহ্যই তুলে ধরা হবে। নাম রাখা হতে পারে, 'বাংলা দেখো'। এদিন থ্রি ডি হল পরিদর্শনের পর এই নামেকরণের কথা জানান মুখ্যমন্ত্রীই। প্রতিবারের মতো এবারও ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি বিশ্ব বাংলা সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। দু'দিনে ৪৬টি দেশের প্রায় দু'হাজার বিনিয়োগকারী উপস্থিত হয়েছিলেন।

রাজ্যসভায় জবাবি ভাষণ প্রধানমন্ত্রীর পরিবারতন্ত্রের অভিযোগ তুলে কংগ্রেসকে দুষলেন মোদি

নয়াদিল্লি, ৬ ফেব্রুয়ারিঃ রাজ্যসভায় কড়া সুর মোদীর গলায়। প্রতি কথায় নিশানা কংগ্রেসকে। প্রায় বরাবরের মতো এদিনও রাজ্যসভায় ভাষণ দেওয়ার সময় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে পরিবারতন্ত্রের অভিযোগ তুললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এদিন জবাবি ভাষণে দেশের সবচেয়ে পুরনো জাতীয় দলের বিরুদ্ধে তোপ দেগে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ''কংগ্রেসের থেকে সবকা সাথ, সবকা বিকাশ আশা করাই উচিত নয়। এটা যেমন ওদের ধারণার বাইরে, ঠিক তেমনই ওদের দলের আর্দশের মধ্যে পড়ে না। কারণ গোটা দলটাই টিকে আছে পরিবারতন্ত্রের উপর ভিত্তি করে।'' সকাল থেকেই সংসদ চত্বরে 'পুশব্যাক' ইস্যুতে সুর চড়িয়েছিল কংগ্রেস। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির নেতৃত্বে মোদির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে নেমেছিল

অন্যান্য সাংসদরা। মূলত, আমেরিকা থেকে অবৈধ ভারতীয় অভিবাসীদের ফেরানোর পদ্ধতিকে 'অমানবিক' বলে তকমা দিয়েছিলেন তিনি। গতকালই এই অবৈধ অভিবাসীদের দেশের ফেরানোর একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয় সোশ্যাল মিডিয়ায়। যেখানে দেখা যায়, হাতে-পায়ে কার্যত শিকল পরিয়ে সেদেশে বসবাসকারী ভারতীয় অভিবাসীদের নির্দিষ্ট প্লেনে তুলছে ট্রাম্পের প্রশাসন। আর সেই নিয়েই এদিন ক্ষোভ চড়ান রাহুল। তিনি প্রশ্ন তোলেন, এমন কাণ্ডের পরও কেন চুপ কেন্দ্র? প্রসঙ্গত, জবাবি ভাষণে কংগ্রেসকে বিঁধে দেওয়া ছাড়াও তিনি বলেন, ''গত বেশ কয়েকবছর ধরে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর আওতাভুক্ত সাংসদরা দাবি করছেন, যেন ওবিসি কমিশনকে সাংবিধানিক মর্যাদা দেওয়া হয়। কিন্তু বারংবারই সেই আবেদন খারিজ হয়ে এসেছে। অবশেষে আমরা সেই সম্প্রদায়ের দাবিকে সম্মান জানিয়ে তাদের আবেদন রাখতে চলেছি।''

স্যালাইনে 'বিষ' ছিল না! হাইকোর্টে ল্যাব রিপোর্ট দিয়ে ক্লিনচিট রাজ্যের, কাঠগড়ায় কারা?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারিঃ মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে প্রসূতি মৃত্যুতে উঠে এসেছিল স্যালাইন বিভ্রাটের অভিযোগ। কিন্তু স্যালাইন প্রস্তুতকারী সংস্থাকে ক্লিনচিট দিল রাজ্য সরকার। রিঙ্গার ল্যাকটেটের স্যালাইনে খারাপ ছিল না। ল্যাব রিপোর্ট দিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলার শুনানিতে জানাল রাজ্য। ৮ জানুয়ারিতে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে এক প্রসূতির মৃত্যু হয়। ৯ জানুয়ারি সকাল থেকে উত্তপ্ত হয় রাজ্য। অভিযোগ ওঠে, মেয়াদ উত্তীর্ণ স্যালাইন দেওয়ার কারণেই মৃত্যু হয়েছে প্রসূতির। ততক্ষণে অবশ্য ওই একই দিনে একই সময়ে সিজার হওয়া আরও তিন প্রসূতির অবস্থা আশঙ্কাজনক হয়ে পড়ে। রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা চরম প্রশ্নের মুখে পড়ে। তিন প্রসূতিকে গ্রিন করিডর করে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। তাঁদের সারা শরীরে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়েছিল। দীর্ঘ চিকিৎসার পর তাঁদের সুস্থ করে বাড়ি পাঠানো হয়েছে। কিন্তু বিতর্কের অবসান হয়নি। রাজ্য সরকার প্রথম থেকেই স্যালাইন বিভ্রাটের তত্ত্ব খারিজ করে চিকিসার গাফিলতির অভিযোগকেই খাড়া করেছিল। ১২ জন চিকিৎসককে সাসপেন্ডও করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে জল গড়ায় আদালতে। জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়। সেই মামলায় রাজ্যের কাছে রিপোর্ট তলব করে আদালত। বৃহস্পতিবারই সেই রিপোর্ট জমা করে রাজ্য। রাজ্যের তরফে স্পষ্ট বক্তব্য, যে স্যালাইন নিয়ে বিতর্ক দানা বেঁধেছিল, সেই লিঙ্গার ল্যাকটেটের স্যালাইনে কোনও সমস্যা ছিল না। সেই স্যালাইনের নমুনা পরীক্ষার রাজ্যের ল্যাবরেটরিতে পাঠানো হয়েছিল। সেখানে ক্লিনচিট পেয়েছে এই সংস্থা। একই সঙ্গে সূত্রের খবর, ওই রিপোর্টে আরও লেখা রয়েছে, ৮ জানুয়ারি পাঁচ প্রসূতির একই সঙ্গে চিকিৎসা চলছিল, পাঁচ জনের নজরদারি নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। সিআইডি তদন্ত করছে। এদিকে, স্যালাইন কোম্পানির তরফে এদিন আদালতে বলা হয়, তাদের স্যালাইনে সমস্যা নেই। রাজ্যের সঙ্গেই সহমত পোষণ করে তারা। এদিন মামলার শুনানি চলাকালীন প্রধান বিচারপতি স্যালাইন প্রস্তুতকারী সংস্থার কাছে জানতে চান, কীভাবে এই ঘটনা ঘটল? ওই সংস্থা তখন জানায়, রাজ্যের স্যালাইন কেন্দ্রীয় ল্যাবে পাঠানোর পরেও ক্লিনচিট এসেছে। স্যালাইন প্রস্তুতকারক সংস্থার দাবি, স্যালাইন রাজ্যে পৌঁছে যাওয়ার পর তাদের আর কিছু করার থাকে না। এরপর রাজ্যকে কিছু গাইডলাইন মানতে হয়। তখন রাজ্যের তরফে এজি কিশোর দত্ত বলেন, ''রিপোর্টে রাজ্যও একই কথা উল্লেখ করেছে। স্যালাইনে সমস্যা ছিল না।'' প্রধান বিচারপতি রাজ্যের কাছে জানতে চান, ''আপনারা কি নিজেদের স্যালাইন ব্যবহার করতে পারেন না? এমন ইন্ডাস্ট্রি করতে গেলে কত খরচ হতে পারে? আদৌ কি কোন ওষুধ কোম্পানি আছে এ রাজ্যে?'' এজি জানান, এ বিষয় জেনে বলতে পারবেন। সূত্রের খবর, রিপোর্টে রাজ্য জানিয়েছে, ৮-৯ জানুয়ারি রাতে, অর্থাৎ মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে প্রসূতি মৃত্যুর ঘটনা ঘটে, সেই রাতে কোনও সিনিয়র ফ্যাকাল্টি ছিলেন না। আর এমও ছিলেন না। পাঁচ জন প্রসূতির সি-সেকশনে সব জায়গায় সমান নজরদারি করা সম্ভব হয়নি। এই নিয়ে সিআইডি তদন্ত করছে।

আরজি কর মামলায় বিচারপতির বিশাল বড় পর্যবেক্ষণ

'সঠিক পদ্ধতিতে বিচারপ্রক্রিয়া করতে গিয়ে যাতে দেরি না হয়, সেটা আদালত দেখবে'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারিঃ আরও বিপাকে সন্দীপ ঘোষ। এবার কলকাতা হাইকোর্টের কড়া নজরদারিতে চলবে আরজি করের আর্থিক দুর্নীতির বিচার প্রক্রিয়া। জানিয়ে দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি। এক্ষেত্রে বিচারপতির তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য, সঠিক পদ্ধতি মেনে বিচার প্রক্রিয়া করতে গিয়ে যাতে বিচারপ্রক্রিয়াই বিলম্বিত না হয়, সেটা আমরা দেখব। এদিকে, আরজি করের দুর্নীতি মামলা থেকে অব্যাহতি চেয়ে সন্দীপ ঘোষ, সুমন হাজরা, আশিস পাণ্ডের দায়ের করা মামলার শুনানি শুক্রবার সকাল সাড়ে দশটায়। বিচারপতি জানিয়ে দেন, সিবিআইয়ের আইনজীবীদের সঙ্গে আলোচনায় বসবেন অভিযুক্তদের আইনজীবীরা। প্রয়োজনীয় নথি হাতে পাওয়ার পর থেকে চার্জগঠন এবং ডিসচার্জ পিটিশনের জন্য একটা গ্রহণযোগ্য সময় দিতে হবে অভিযুক্তদের। তবে বিচারপতি এও জানিয়ে দেন, ১ ফেব্রুয়ারি অভিযুক্তরা নথি হাতে পেয়েছেন, আর ৪ ফেব্রুয়ারি চার্জগঠন। সেক্ষেত্রে এই সময়সীমা বৃদ্ধি করার প্রয়োজন রয়েছে। তাঁর তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য, ন্যায়বিচার দ্রুত করতে গেলে ন্যায়বিচার নাও হতে পারে। উল্লেখ্য, আরজি কর দুর্নীতি মামলা থেকে অব্যাহতি চেয়ে সিঙ্গল বেঞ্চে আগেই ধাক্কা খেয়েছেন সন্দীপ ঘোষ। এখন ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি। সেই মামলার শুনানির আগেই হাইকোর্টের গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ। প্রসঙ্গত, আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে প্রথমে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ আনেন আরজি করেরই নন মেডিক্যাল প্রাক্তন ডেপুটি সুপার আখতার আলি। তিলোত্তমা ধর্ষণ খুন কাণ্ডের পর সেই অভিযোগ আরও মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। প্রকাশ্যে আসে একের পর এক ভয়ঙ্কর দুর্নীতির অভিযোগ। চিকিৎসার সরঞ্জাম থেকে শুরু করে টেন্ডার দুর্নীতি, এমনকি মর্গে ডেড বডি নিয়েও দুর্নীতি, বর্জ্য পাচারেরও অভিযোগ ওঠে। এই মামলায় গ্রেফতার হন সন্দীপ ঘোষ। সঙ্গে গ্রেফতার হন সুমন হাজরা, আফসার আলি, বিপ্লব সিংহরাও।

এই সপ্তাহেই ফিরতে চলেছে শীত!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারিঃ ফের কমবে তাপমাত্রা। শীতের ঝোড়ো ব্যাটিং শুরু হবে আগামীকাল অর্থাৎ শুক্রবার থেকেই। এক ধাক্কায় নেমে যেতে পারে অনেকটা পারদ। জানিয়ে দিল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। যদিও ভালবাসার সপ্তাহে সেই মতো উষ্ণতার খোঁজ করতে হবে না। আবহাওয়া উষ্ণই থাকবে। আপাতত কয়েকদিন উত্তর-পশ্চিমের শীতল হাওয়া ঢুকবে রাজ্যে। শুক্রবার ও শনিবার ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা নামতে পারে। পরবর্তী দু'দিন অর্থাৎ রবিবার ও সোমবার তাপমাত্রার তেমন কোনও বড় পরিবর্তন হবে না। ১১ ফেব্রুয়ারি থেকে তাপমাত্রা ক্রমশ বাড়বে। অর্থাৎ মঙ্গলবার ও বুধবার থেকে ২-৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়তে পারে। আগামীকাল সামান্য তাপমাত্রা কমবে। শনিবার বেশ খানিকটা ঠান্ডা পড়বে দক্ষিণবঙ্গে।

'ম্যাডামদের বলা হচ্ছে জেন্টস টয়লটে যান', ৩০০ শিক্ষককে তুলে নিয়ে যাওয়া হল লালবাজারে, শহরের রাস্তায় জুটল ঘাড়ধাক্কা!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারিঃ রাজ্যের শিক্ষা ক্ষেত্রে ফের এক বেনজির ছবি। রাস্তা থেকে টেনে টেনে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের তোলা হচ্ছে বাসে। দেওয়া হচ্ছে ঘাড়ধাক্কা! বিক্ষোভ দেখাতে রাস্তায় নেমে, কেন এমন হেনস্থার শিকার হতে হল? প্রশ্ন তুলছে শিক্ষক মহল। ৩০০-র বেশি শিক্ষক-শিক্ষিকাকে বাসে করে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় লালবাজারে। সেখানেও চূড়ান্ত অব্যবস্থার ছবি ধরা পড়ছে বলে অভিযোগ। যোগ্য ও অযোগ্য শিক্ষকদের পৃথকীকরণ করা যাচ্ছে না বলে হাজার হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকার চাকরি নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। অবিলম্বে যাতে পৃথকীকরণ করা হয়, তার জন্য বৃহস্পতিবার ডোরিনা ক্রসিং-এ ধরনায় বসেছিলেন শতাধিক শিক্ষক। কালীঘাটে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল তাঁদের। তার আগেই বাধা দেওয়া হয়। এরপর একে একে বাসে তুলে নেওয়া হয় তাদের। পুলিশের দাবি, প্রায় ১ ঘণ্টা ধরে ট্রাফিক বন্ধ ছিল। বিক্ষোভকারীরা নিজেরা কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না। তাই জায়গাটা পরিষ্কার করার জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের তুলে দেওয়া হয়েছে। পুলিশের বক্তব্য, ৫০০ জন জোর করে চলে এসেছে। প্রায় ৩০০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকাকে লালবাজারের মধ্যে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং সেখানে নানারকমভাবে অত্যাচার শুরু করা হয়েছে বলে অভিযোগ বিক্ষোভকারীদের একাংশের। তাঁরা বলছেন, ''ম্যাডামদেরকে বলা হচ্ছে, আপনারা জেন্টস টয়লেটে যান। টিচারদেরকে বলা হচ্ছে আপনারা এখানে বসে জল খেতে পারবেন না।'' এই পরিস্থিতিতে বিক্ষোভকারীরা বলছেন, মুখ্যমন্ত্রী দেখা না করলে, তাঁরা আসন্ন মাধ্যমিক পরীক্ষায় 'ডিউটি' করবেন না। এই ঘটনায় তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে শিক্ষা মহল। প্রধান শিক্ষক সংগঠনের সভাপতি চন্দন মাইতি বলেন, ''লজ্জার, অমানবিক ছবি। কলকাতা শহরে এমন ঘটনা ঘটবে, এটা মেনে নিতেও কষ্ট হচ্ছে। শিক্ষকদের যারা লাঠিপেটা করল, তাদের বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। যোগ্য-অযোগ্য আলাদা করা উচিত অবিলম্বে।''

বাড়িতে বৃদ্ধা মা, মেডিক্যাল বিল আটকে দিয়েছে ওরা! তাই ছুরি নিয়েই কোপ

দুরন্ত বার্তা, নিউটাউন, ৬ ফেব্রুয়ারিঃ নিউটাউনের রাস্তায় হাঁটছেন এক ব্যক্তি। স্ফীত চেহারা। টাক মাথা। রাস্তা দিয়ে চলে যাচ্ছে গাড়ি। কিন্তু হুঁশ নেই কিছুই। সাংবাদিকরা কেউ কাছে যেতে পারছেন না তাঁর। কারণ হাতে রয়েছে ধারাল ছুরি। নিজেই বলছেন, ''একদম এগোবেন নাচালিয়ে দেব।'' অভিযোগ, উঠছে ছুটি নিয়ে বিবাদের জেরে ইতিমধ্যেই তিনি কয়েকজন পুলিশ ও নিরাপত্তারক্ষীকে আঘাত করেছেন। জানা গিয়েছে, ওই ব্যক্তি কারিগরি ভবনের কর্মী। রক্তমাখা ছুরি নিয়ে প্রকাশ্যে রাস্তায় ঘুরছেন তিনি। অভিযোগ, ছুটি নিয়ে বিবাদের জেরে তিন সহকর্মীর উপর হামলা চালিয়েছেন কারিগরি ভবনের ওই কর্মী। শুধু তাই নয়, তারপর কয়েকজন পুলিশের নিরাপত্তা রক্ষী কর্মীকে ছুরি দিয়ে আঘাত করেন বলেন বলেও অভিযোগ। এরপর রক্তাক্ত ছুরি হাতেই বেরিয়ে পড়েন

রাস্তায়। খবর জানাজানি হতেই তাঁর প্রতিক্রিয়া তুলতে এগিয়ে যান সাংবাদিকরা। তবে কেউ কাছে যেতে পারেননি। সাংবাদিকদের মধ্যে একজন বলেন, ''দাদা মাথা ঠান্ডা করুন...।'' পাল্টা হামলাকারী বলেন, ''আমার মাথা ঠান্ডাই ছিল। ওরা বলেছিল তোর কোন বাবা...।'' এরপরই তিনি বলেন, ''কাছে আসবেন না একদম...।'' তবে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই ব্যক্তি মানসিক সমস্যা রয়েছে। এ প্রসঙ্গে মনোবিদ অনন্যা ভট্টাচার্যের বক্তব্য, ''এখন প্রচণ্ড পরিমাণে অসহিষ্ণুতা বাড়ছে। মানুষের মধ্যে এখন একটা ব্যাপার তৈরি হচ্ছে, আমার এটা এখনই চাই। এখনই লাগবে। তার থেকেই এই ঘটনা বাড়ছে।'' পরে পুলিশ জেরা করার পর জানতে পেরেছে, বৃদ্ধা মা অসুস্থ থাকায় ছুটি নিতে চেয়েছিলেন ওই ব্যক্তি। কিন্তু সেই ছুটি দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ অমিত চক্রবর্তী নামে ওই ব্যক্তির। তিনি পুলিশকে জানিয়েছেন, বাড়িতে বৃদ্ধা মায়ের চিকিসা চলছে। সেই সংক্রান্ত বিলও আটকে রাখা হয়েছে। তিনি আরও অভিযোগ করেছেন, ডিপার্টমেন্টের কয়েকজন ওই মেডিক্যাল বিল আটকে রেখেছে। তিন মাস তিনি যাতে কোনও রকম বেতন না পান, সেই সমস্ত ব্যবস্থাও করা হয়েছিল বলে অভিযোগ।

বুথ ফেরত সমীক্ষা ভুল আবার সঠিকও হতে পারেঃস্বাতী মালিওয়াল

নয়াদিল্লি, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃদিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে যে বুথ ফেরত সমীক্ষা বুধবার সামনে এসেছে, তা পুরোপুরি মানতে পারছেন না রাজ্যসভার সাংসদ স্বাতী মালিওয়াল। তাঁর মতে, বুথ ফেরত সমীক্ষা ভুল আবার সঠিকও হতে পারে। বুধবার দিল্লিতে বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ হয়েছে, ৮ ফেব্রুয়ারি গণনা। বৃহস্পতিবার সংসদ ভবন চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে স্বাতী মালিওয়াল বলেছেন, দিল্লির জনগণ ভাল করেই জানেন এবং আমিও সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাসী যে, তাঁরা এমন কাউকে ভোট দিয়েছেন যারা আসলেই দিল্লির জন্য কাজ করতে পারে। আমাদের ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করা উচিত, এক্সিট পোল সঠিক অথবা ভুল হতে পারে। আমি আশা করছি, যে কেউই ক্ষমতায় আসবে দিল্লির জন্য কাজ করবে, কারণ দিল্লি এখন সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় রয়েছে।

পরাজয়ের হতাশায় বিজেপি মরিয়া হয়ে উঠেছে ঃগোপাল রাই

নয়াদিল্লি, ৬ফেব্রুয়ারি ঃ বিজেপিকে কটাক্ষ করলেন আম আদমি পার্টির নেতা গোপাল রাই। কটাক্ষ করে তিনি বলেছেন, পরাজয়ের হতাশায় বিজেপি মরিয়া হয়ে উঠেছে। দিল্লির বাবরপুর বিধানসভা আসন থেকে এএপি গোপাল রাই বুধবার সকালে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন।ভোট দেওয়ার পর জনগণকে বিপুল সংখ্যায় ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে গোপাল রাই বলেছেন, আমি জনগণকে বিপুল সংখ্যক ভোট দেওয়ার এবং কাজের জন্য ভোট দেওয়ার জন্য আবেদন করছি। পরাজয়ের হতাশার কারণে বিজেপি মরিয়া। তাঁরা সমস্ত ধরনের নিষিদ্ধ কাজ করছে, সাংবাদিক ও মহিলাদের আক্রমণ অথবা অর্থ বিতরণ। এই সব দেখায় যে বিজেপি মরিয়া।

স্কুলে ছাত্রীকে গণধর্ষণ তিন শিক্ষকের! তামিলনাড়ুতে ধৃত অভিযুক্তরা

কৃষ্ণাগিরি, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃবছর ১৩-র এক ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল তামিলনাড়ুর কৃষ্ণাগিরি জেলায়। ধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্ত ৩ শিক্ষক, সবাইকে পকসো আইনে গ্রেফতার করা হয়েছে। কৃষ্ণাগিরির কালেক্টর সি দীনেশ কুমার বৃহস্পতিবার সকালে জানিয়েছেন, কৃষ্ণাগিরি জেলার একটি সরকারি স্কুলে ১৩ বছরের ছাত্রীকে শারীরিক নিগ্রহে অভিযুক্ত ৩ শিক্ষক। অভিযুক্ত ৩ শিক্ষককে সাসপেন্ড করা হয়েছে এবং পকসো আইনে গ্রেফতার করা হয়েছে। অভিযুক্ত শিক্ষকদের ১৫-দিনের জন্য পুলিশ হেফাজতে পাঠানো হয়েছে।প্রায় মাসখানেক ধরেই স্কুলে আসছিল না ওই ছাত্রী। কেন আসছে না তার কারণ খোঁজার চেষ্টা করেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক। ছাত্রীর বাড়িতেও খবর পাঠানো হয়। তখনই তিনি জানতে পারেন ঘটনাটি। ছাত্রীর মা প্রধান শিক্ষককে গোটা ঘটনার কথা জানান। তার পরই প্রধান শিক্ষক ছাত্রীর মাকে তিন শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করার পরামর্শ দেন। জেলা শিশু সুরক্ষা দফতরেও একটি অভিযোগ জানান ছাত্রীর মা।ছাত্রীকে ধর্ষণের ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই স্কুলে গিয়ে অভিভাবকেরা বিক্ষোভ দেখান বুধবার। অভিযুক্ত শিক্ষকদের কঠোর শাস্তির দাবি তোলেন তাঁরা। এরপরই গ্রেফতার করা হয় অভিযুক্ত ৩ শিক্ষককে।

মুর্শিদাবাদে যুবকের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার

মুর্শিদাবাদ, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলায় এক যুবকের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল। বৃহস্পতিবার ভোরে ভগবানগোলা থানার অন্তর্গত সুবর্ণমৃগী গ্রাম থেকে দেহটি উদ্ধার করেছে পুলিশ। মৃতের নাম রনি শেখ (৩২)। পরিবারের অভিযোগ, রনিকে খুন করা হয়েছে। যদিও প্রতিবেশীদের দাবি, মদ্যপ অবস্থায় ছাদ থেকে পড়েই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।পুলিশ সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার ভোরে রনিকে তাঁর বাড়ির পিছন দিকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা।

ভোট দেওয়া সাংবিধানিক অধিকার ও নৈতিক দায়িত্বঃরামনাথ কোবিন্দ

নয়াদিল্লি, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করলেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। গত বুধবার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে ভোট দিয়েছেন রামনাথ কোবিন্দ। তিনি সংসদ মার্গের পালিকা কেন্দ্রের

এনডিএমসি স্কুল অফ সায়েন্স অ্যান্ড হিউম্যানিটিস-এর একটি ভোট কেন্দ্রে ভোট দিয়েছেন।ভোট দেওয়ার পর রামনাথ কোবিন্দ বলেছেন, এটি দিল্লির জনগণের জন্য গণতন্ত্রের উৎসব এবং আমি প্রত্যেক ভোটারকে তাদের ভোট দেওয়ার জন্য আবেদন করতে চাই। ভোট দেওয়া আমাদের সাংবিধানিক অধিকার ও নৈতিক দায়িত্ব।ভোটের মাধ্যমে আমরা নিজেদের পছন্দের প্রতিনিধি নির্বাচন করে আমাদের পছন্দের সরকার গঠন করতে পারি। তাই প্রত্যেক ভোটারকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলি শিল্পপতিদের হাতে দেওয়ার ষড়যন্ত্র নতুন শিক্ষানীতিঃঅখিলেশ যাদব

নয়াদিল্লি, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ নতুন জাতীয় শিক্ষানীতির তীব্র সমালোচনা করলেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব। তাঁর মতে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি শিল্পপতিদের হাতে দেওয়ার ষড়যন্ত্র হল নতুন শিক্ষানীতি। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) খসড়া নিয়মের বিরুদ্ধে ডিএমকে ছাত্র সংগঠন বৃহস্পতিবার যন্তর মন্তরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশ নেন অখিলেশ যাদবও।সপা প্রধান অখিলেশ যাদব এদিন বলেছেন, কেন্দ্রীয় সরকার যে নতুন শিক্ষানীতি নিয়ে আসছে তার বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদকে সমর্থন করে সমাজবাদী পার্টি। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী একবার বলেছিলেন, আপনি যদি শিল্পপতিদের সমর্থন করতে থাকেন, তবে একদিন আসবে যখন আপনি শিল্পপতিদের সেবক হয়ে যাবেন। অখিলেশ যাদব আরও বলেছেন, এই নতুন শিক্ষানীতি বিশ্ববিদ্যালয়গুলি শিল্পপতিদের হাতে দেওয়ার ষড়যন্ত্র। তাঁরা রাজ্য সরকারের সমস্ত ক্ষমতা দখল করতে চায়। তাঁরা রাজনীতি ও রাজনীতিবিদদের শিল্পপতিদের সেবক বানাতে চায়। আমরা কখনই নতুন শিক্ষানীতি সমর্থন করব না।

দিল্লিতে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার গঠন হবে, আশাবাদী চিরাগ পাসওয়ান

নয়াদিল্লি, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ দিল্লিতে বিজেপিই জিতবে, আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চিরাগ পাসওয়ান। একইসঙ্গে তাঁর দাবি, ৮ ফেব্রুয়ারি ফলাফলের পরে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ দিল্লিতে সরকার গঠন করছে। বৃহস্পতিবার সংসদ ভবন চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি

চিরাগ পাসওয়ান বলেছেন, আমার অভিজ্ঞতায় আমি বলতে পারি, এবার দিল্লির জনতা প্রধানমন্ত্রী মোদীর ডাবল ইঞ্জিন সরকারকে বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।চিরাগ পাসওয়ান আরও বলেছেন, এর নেপথ্যের কারণ হল, গত ৫ বছরে আমরা শুধু অজুহাত শুনেছি, অরবিন্দ কেজরিওয়াল যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন - তিনি বলেছিলেন যে তিনি যমুনা নদী পরিষ্কার করতে না পারলে তাঁকে ভোট দেবেন না। সুতরাং, জনতা তা মেনে নিয়েছে। ৮ ফেব্রুয়ারি ফলাফলের পরে, আপনারা দেখতে পাবেন বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ দিল্লিতে সরকার গঠন করছে।

উৎকন্ঠা দূর হল, আগরতলাস্থিত বাংলাদেশ সহকারি হাইকমিশনে পুনরায় চালু ভিসা প্রদান

আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ সমস্ত জল্পনার অবসান। উৎকন্ঠা দূর হল। আগরতলাস্থিত বাংলাদেশ সহকারি হাইকমিশনে পুনরায় চালু হল ভিসা প্রদান। বুধবার বেশ কিছু ভিসা প্রদান করা হয়েছে। এদিন সকাল থেকেই লোকজন সহকারি হাইকমিশনের অফিসে পৌঁছেন ভিসার আবেদন জানাতে। তবে দেখা গিয়েছে অধিকাংশই ট্যুরিস্ট ভিসার জন্য আবেদন করেছেন।প্রসঙ্গত, গত বছরের ৫ আগস্ট বাংলাদেশে হাসিনা সরকারের পতনের পর এক অস্থির পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। দেশের অভ্যন্তরে হিন্দু নির্যাতনের গুরুতর অভিযোগ উঠে। সংখ্যালঘুদের দেবলায়গুলিতে আক্রমণ সংগঠিত করা হয়। বিনা অপরাধে অনেক সংখ্যালঘু ধর্মগুরুদের আটক করা হয়। এর প্রতিবাদে আগরতলায় সরব হয় বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠন ও সাধারণ জনগণ।গত ৩ ডিসেম্বর রাজধানী আগরতলা শহরে বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠনের উদ্যোগে বাংলাদেশের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিক্ষোভ আন্দোলন সংগঠিত করা হয়েছিল। সেদিন শহরের কুঞ্জবন এলাকায় বাংলাদেশ সহকারি হাইকমিশনে প্রবেশ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। সেদিনের অনভিপ্রেত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সহকারি হাইকমিশনের অফিসের কাজকর্ম জনসাধারণের জন্য বন্ধ রাখা হয়। কিছু কর্মচারীকেও স্বদেশে ফিরিয়ে নেওয়া হয়। প্রায় দুই মাস দুইদিন বন্ধ থাকার পর আগারতলাস্থিত বাংলাদেশ সহকারি হাইকমিশনে ভিসা প্রদান প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বুধবার।

ওন্দা ব্লকের মানডিহা ফাইভ স্টার ক্লাবের রজত জয়ন্তী বর্ষ উদ্‌যাপন

দুরন্তবার্তা,বাঁকুড়াঃবাঁকুড়া জেলার ওন্দা ব্লকের মানডিহা ফাইভ স্টার ক্লাবের রজত জয়ন্তী বর্ষ উদ্‌যাপন কে কেন্দ্র করে ক্লাব কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে গ্রামের বিশেষ সম্মানীয় ব্যক্তিদের সম্মান প্রদর্শন করা হয়। সম্মান জানানো হয় মাননীয় দিলীপ কুমার দে মহাশয় কে।তিনি ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রাক্তন সৈনিক। মানডিহা গ্রামের প্রথম ব্যক্তি যিনি ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যথাযথ মর্যাদার সাথে কাজ করে ভারত মাতার সেবা করেছেন। সম্মান জানানো হয় মাননীয় শিক্ষক মধুসূদন দে মহাশয় কে। তিনি মানডিহা গ্রামের প্রথম ছাত্র হিসাবে সর্বপ্রথম মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ করেন। তিনি গ্রামের প্রথম প্রাথমিক শিক্ষক।এছাড়া সম্মান জানানো হয় তরণীসেন দে মহাশয় কে। তিনি যাত্রা জগতের একজন দক্ষ অভিনেতা।মানডিহা গ্রামের প্রাথমিক শিক্ষক নিমাই চন্দ্র পাল ও শিক্ষা অনুরাগী ব্যক্তি বাসুদেব দে মহাশয় কে বিশেষভাবে সম্মান জানানো হয়।মানডিহা ফাইভ স্টার ক্লাবের পক্ষ থেকে রজত জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষ্যে মানডিহা গ্রামের মোট ৪০ জন বৃদ্ধা মায়ের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দেওয়া. হয়।এছাড়াও তিন দিনব্যাপী খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিকন্ড প্রতিযোগিতায়.অংশগ্রহণকারী সকল ছাত্র-ছাত্রীর হাতে পুরস্কার তুলে দিয়ে. আগামী প্রজন্মকে উসাহিত করা হয়। আর প্রতিটি ইভেঙেট যারা প্রথম, দ্বিতীয়.ও তৃতীয়.স্থান দখল করেছিল তাদের হাতে বিশেষ আকর্ষণীয়. প্রাইজ তুলে দিযে. প্রতিভার বিকাশে সাহায্য করে চলেছে মানডিহা ফাইভ স্টার ক্লাব।

লতা মঙ্গেশকরের প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি যোগী আদিত্যনাথের

লখনউ, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ সুর সম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকরের মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানালেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। যোগী আদিত্যনাথ সোশ্যাল মিডিয়ায় লতা মঙ্গেশকরের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে লিখেছেন, মা সরস্বতীর একনিষ্ঠ ভক্ত, সুর সম্রাজ্ঞী, ভারতরত্ন লতা মঙ্গেশকরের মৃত্যুবার্ষিকীতে বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি। আপনার সুর সাধনা সঙ্গীত জগতের এক অমূল্য ঐতিহ্য।উল্লেখ্য, ভারতীয় সঙ্গীত জগতের কিংবদন্তি গায়িকা লতা মঙ্গেশকর ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ এ প্রয়াত হন। সঙ্গীতের স্বর কোকিলা হিসেবে পরিচিত লতা মঙ্গেশকরের মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁকে স্মরণ করে

শ্রদ্ধা জানিয়েছেন বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি।অন্যদিকে সুর সম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকরের মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গ।করি। নীতিন গড়করি সোশ্যাল মিডিয়া পেজে লতা মঙ্গেশকরকে স্মরণ করে লিখেছেন, স্বর কোকিলা ভারতরত্ন শ্রদ্ধেয় লতা দিদি মঙ্গেশকর জি-কে তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি।

দিল্লির জনগণ পরিবর্তন চায়, জয় নিয়ে আশাবাদী বীরেন্দ্র সচদেবা

নয়াদিল্লি, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগণনা। দিল্লিতে এবার জয় নিয়ে প্রবল আশাবাদী দিল্লি বিজেপির সভাপতি বীরেন্দ্র সচদেবা। তাঁর কথায়, দিল্লির জনগণ পরিবর্তন চায়। বুধবারই বুথ ফেরত সমীক্ষা আভাস দিয়েছে দিল্লিতে এবার সরকার গঠন করতে পারে বিজেপি। এ প্রসঙ্গে বৃস্পতিবার বীরেন্দ্র সচদেবা বলেছেন, আমি আশা করছি, এক্সিট পোলগুলি সঠিক ভোটে রূপান্তরিত হবে। দিল্লির জনতা প্রধানমন্ত্রীর কাজকে সম্মান করেছেন। দিল্লির মানুষ পরিবর্তন চেয়েছিল। তাঁরা পরিবর্তনের পক্ষে ভোট দিয়েছেন। পরশু ফলাফল

আসতে দিন।নির্বাচন কমিশন সম্পর্কে সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদবের বিতর্কিত মন্তব্য প্রসঙ্গে বীরেন্দ্র সচদেবা বলেছেন, আমি মনে করি এই মন্তব্যটি অপ্রয়োজনীয়। সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান নিয়ে এই ধরনের মন্তব্য তাঁরাই করে, যারা এখন আর গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না। তিনি যদি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করা বন্ধ করে থাকেন, তাহলে প্রথমে অখিলেশ যাদবের পদ থেকে সরে দাঁড়াতে হবে।

বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও কর্মসূচির ১০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আগরতলায় স্কুটি র‍্যালি

আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও কর্মসূচির দশ বছর পূর্তি উপলক্ষে দেশব্যাপী নানা কর্মসূচির আযোজন করা হচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে মঙ্গলবার আগরতলায় অনুষ্ঠিত হল মহিলাদের নিয়ে স্কুটি র‍্যালি। ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশের মেয়েদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও কর্মসূচি চালু করেছিলেন। চালু হওয়ার পর থেকে এই কর্মসূচির মাধ্যমে কন্যা সন্তানদের শিক্ষার হারে ব্যাপক উন্নতি হযেছে। ইতিমধ্যে এই কর্মসূচি সফলতার সঙ্গে ১০ বছর পূর্ণ করেছে।ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশনের পশ্চিম জেলা অফিসের উদ্যোগে আয়োজিত এই র‍্যালিটি রাজধানীর উমাকান্ত একাডেমির মাঠ থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। র‍্যালির আগে মাঠে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক মেঘা জৈন, সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের পশ্চিম জেলা অফিসের দুই পরিদর্শক যথাক্রমে বিপ্লব ঘোষ এবং দীপক লাল সাহা, পশ্চিম জেলা অফিসের সুপারভাইজার নারায়ণ দেব সহ অন্যান্যরা।মাঠে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পশ্চিম জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক মেঘা জৈন বলেন, দেশের শিশুকন্যাদেরকে বাঁচানো এবং তাদের পরিপূর্ণ বিকাশ ও শিক্ষিত করে তোলার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও কর্মসূচি চালু করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। দশ বছর এই কর্মসূচি সফলতার সঙ্গে শিশু কন্যাদের বিকাশের জন্য কাজ করছে। সেইসঙ্গে অতিরিক্ত জেলা শাসক গ্রামীণ জীবিকা মিশনের এই কর্মসূচির প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, এই মিশন মূলত মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে কাজ করছে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে মহিলারাও এই বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও কর্মসূচি সম্পর্কে আরও বেশি করে অবগত হবেন।তিনি বক্তব্য রাখতে গিয়ে আরও বলেন, যারা এদিনের এই কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন তারা যেন মেয়েদের সুরক্ষার বিষয়ে সমাজের অন্যান্য মানুষদেরকেও সচেতন করেন। অতিরিক্ত জেলাশাসকসহ উপস্থিত অতিথিরা সবুজ পতাকা নেড়ে কর্মসূচির সূচনা করেন। প্রায় ৫০ জন মহিলা স্কুটি নিয়ে র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন।

শনিবার মহম্মদ আজহার উদ্দিনের জন্মদিন

কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ অন্ধ্র প্রদেশের হায়দরাবাদের নিজাম শহরে ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৩ সালে জন্মগ্রহণকারী আজহার ব্যাট হাতে ছিলেন অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী। তিনি জহির আব্বাস, গ্রেগ চ্যাপেল এবং বিশ্বনাথের মতো কিংবদন্তিদের মতো লেগ সাইডে তাঁর কব্জির স্ট্রোকের জন্য বিশ্বখ্যাত ছিলেন।১৯৮১-তে হায়দরাবাদের হয়ে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে অভিষেকের পর ১৯৮৪ সালে ইডেন গার্ডেন্সে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে তাঁর টেস্ট অভিষেক। অভিষেকেই সেঞ্চুরি করেছেন এবং প্রথম ৩ টি টেস্টের প্রতিটিতে সেঞ্চুরি করার অনন্য গৌরব অর্জনকারী কয়েকজন ক্রিকেটারের মধ্যে তিনি একজন।আজাহার একজন মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান। তিনি খেলার পরিস্থিতি নির্বিশেষে তাঁর আক্রমণাত্মক ক্রিকেট ব্র্যান্ড এবং স্লিপ কর্ডন এবং আউটফিল্ডে তাঁর

দুর্দান্ত ক্যাচিংয়ের জন্য পরিচিত ছিলেন। তিনি ভারতের সেরা ফিল্ডার ছিলেন। যদিও শর্ট বলের বিরুদ্ধে তাঁর কৌশল কিছুটা দুর্বল ছিল, তবুও তিনি এর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সহজাত স্ট্রোক-প্লে ব্যবহার করতেন।১৯৯০ সালে নিউজিল্যান্ড সফরে শ্রীকান্তের জায়গায় তিনি ভারতীয় দলের অধিনায়ক হন। নব্বইয়ের দশকের বেশিরভাগ সময় ধরে তিনি একদিনের আন্তর্জাতিক এবং টেস্টে ভারতকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। পরিসংখ্যানগতভাবে ভারতের সফল অধিনায়কের একজন তিনি। তিনি অধিনায়ক হিসেবে ১০৩টি একদিনের আন্তর্জাতিক এবং ১৪টি টেস্ট জিতেছেন।কেরিয়ারে তিনি টেস্ট খেলেছেন ৯৯ টি। রান করেছেন ৬২১৬। রযেছে ২২টি সেঞ্চুরি। আর একদিনের ক্রিকেট খেলেছেন ৩৩৪টি। রান করেছেন ৯৩৭৮। সেঞ্চুরি রযেছে ৭টি, অর্ধশত রান ৫৮টি। সর্বোচ্চ রান ১৫৩ অপরাজিত। বল হাতে উইকেট নিয়েছেন ১২টি।তাঁর ক্রিকেট কেরিয়ারের শেষটি ছিল খুবই অপমানজনক। ২০০০ সালে, তাঁর কেরিয়ারের শেষের দিকে, দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক হ্যান্সি ক্রোনিয়ে ম্যাচ ফিক্সিংযের স্বীকারোক্তিতে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে আজহারউদ্দিন তাঁকে কিছু বুকির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। ভারতের শীর্ষস্থানীয় তদন্ত সংস্থা, কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো একটি তদন্ত পরিচালনা করে এবং বিশ্ব ক্রিকেটের পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি জঘন্য প্রতিবেদন প্রকাশ করে, যার মধ্যে আজহারউদ্দিনের নাম শীর্ষে ছিল। নির্দোষ দাবি করা সত্ত্বেও, বিসিসিআই ২০০০ সালে তাঁকে আজীবনের জন্য ক্রিকেট থেকে নিষিদ্ধ করে।দীর্ঘ ৯ বছর ক্রিকেট থেকে দূরে সরে থাকার পর ২০০৯ সালে রাজনীতিতে আসেন। যোগ দেন কংগ্রেসে। পরে নির্বাচনে পশ্চিম উত্তর প্রদেশের মোরাদাবাদ আসন থেকে জয়লাভ করে সংসদ হন। ২০১২ সালে অন্ধ্র প্রদেশ হাইকোর্ট আপিলের পর আজীবন নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে। ২০১৮ সালে তিনি তেলঙ্গানা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নিযুক্ত হন। ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বরে, তিনি হায়দরাবাদ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি নির্বাচিত হন।

মহাকুম্ভের ২৫-দিন, ত্রিবেণী সঙ্গমে ভক্তদের পুণ্যস্নান অব্যাহত

প্রয়াগরাজ, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজে বৃহস্পতিবার ২৫-তম দিনে পড়ল মহাকুম্ভ মেলা। গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর মিলনস্থল, ত্রিবেণী সঙ্গমে বৃহস্পতিবারও পুণ্যস্নান করলেন অসংখ্য ভক্ত। গত ১৩ জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়া কুম্ভমেলা চলবে আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত, টানা ৪৫-দিন ধরে।এখনও পর্যন্ত মহাকুম্ভের সঙ্গমে পুণ্যস্নান করেছেন ৩৯ কোটির বেশি ভক্ত। মহাকুম্ভে

ইতিমধ্যেই দু'টি অমৃতস্নান সম্পন্ন হয়েছে। পরবর্তী পুণ্যস্নান হবে ১২ ফেব্রুয়ারি (মাঘি পূর্ণিমা) এবং ২৬ ফেব্রুয়ারি (মহা শিবরাত্রিতে)।

এই বছর নতুন বিন্যাসে আসছে পরীক্ষা পে চর্চা, থাকবেন দীপিকা-সহ অনেকেই

নয়াদিল্লি, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ এই বছর নতুন বিন্যাসে আসছে পরীক্ষা পে চর্চা অনুষ্ঠান। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তো থাকছেনই, তাছাড়া এবার এই অনুষ্ঠানে অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোন-সহ অনেকেই। পরিক্ষা পে চার্চা এই বছর একেবারে নতুন বিন্যাসে ফিরে আসছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পাশাপাশি আরও বিশেষজ্ঞরা থাকবেন।পরীক্ষা পে চর্চা অনুষ্ঠানে থাকবেন সদগুরু, দীপিকা পাড়ুকোন, মেরি কম, অবনী লেখারা, রুজুতা দিবেকর, সোনালি সবরওয়াল,

ফুডফার্মার, বিক্রান্ত ম্যাসি, ভূমি পেডনেকার, টেকনিক্যাল গুরুজি এবং রাধিকা গুপ্তার মতো ব্যক্তিত্ব, শিক্ষার্থীদের ক্ষমতায়নই এই অনুষ্ঠানের প্রধান লক্ষ্য।

নির্বাসন ইস্যুতে উত্তাল সংসদ, দিনের মতো মুলতুবি লোকসভার অধিবেশন

নয়াদিল্লি, ৬ ফেব্রুয়ারিঃ আমেরিকা থেকে ভারতীয়দের নির্বাসন ইস্যুতে বৃহস্পতিবার সারাদিনই উত্তাল হল সংসদ। বৃহস্পতিবার বেলা এগারোটা নাগাদ অধিবেশন শুরু হওয়ার পর থেকেই এই ইস্যুতে বারবার উত্তাল হয় লোকসভা, এদিন নিম্নকক্ষে নির্বাসন ইস্যুতে বক্তব্য রাখার কথা ছিল বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্করের।তখন বিরোধী সাংসদরা আপত্তি জানিয়ে স্লোগান তোলেন যে, এই বিষয়ে বিদেশমন্ত্রীর বিবৃতি প্রথমে লোকসভায় দেওয়া উচিত ছিল। বিরোধীদের বিক্ষোভের কারণে দিনের মতো মুলতুবি হয়ে গিয়েছে লোকসভার অধিবেশন। পুনরায় অধিবেশন শুরু হবে ৭ ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার বেলা এগারোটা নাগাদ।

বুথ ফেরত সমীক্ষা মানছেন না রাউত, বললেন চূড়ান্ত ফল আসবে ৮ ফেব্রুয়ারি

নয়াদিল্লি, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে বুথ ফেরত সমীক্ষা মানতে নারাজ উদ্ধব ঠাকরে শিবিরের নেতা সঞ্জয় রাউত। তাঁর মতে, চূড়ান্ত ফলাফল জানা যাবে ৮ ফেব্রুয়ারি। বৃহস্পতিবার সকালে দিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সঞ্জয় রাউত বলেছেন, বুথ ফেরত সমীক্ষা আসবে ও যাবে। আমরা মহারাষ্ট্র এবং হরিয়ানাও বুথ ফেরত সমীক্ষা দেখেছি, মনে হয়েছিল আমরাই সরকার গঠন করবো। ৮ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০টায় সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে।সাংবাদিক সম্মেলনের পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সঞ্জয় রাউত বলেছেন, আগামী ৮

ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ফল আসবে।বুথ ফেরত সমীক্ষায় বলা হয়েছিল মহারাষ্ট্রে এমভিএ এবং হরিয়ানায় কংগ্রেস জিতবে, আমরা নিশ্চিত দিল্লিতে বিজেপি জিততে পারবে না এবং আম আদমি পার্টি ক্ষমতায় আসবে। উল্লেখ্য, অধিকাংশ বুথ ফেরত সমীক্ষা আভাস দিয়েছে, দিল্লিতে এবার ক্ষমতায় আসতে চলেছে বিজেপি এবং হারবে আম আদমি পার্টি।

নির্বাচন কমিশন মৃত! সাদা কাপড় উপহার দিতে হবে, তোপ অখিলেশের

নয়াদিল্লি, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃনির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে সরব হলেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব। তিনি বিজেপিকেও তীব্র আক্রমণ করেছেন। নির্বাচন কমিশনের সমালোচনা করে অখিলেশ বৃহস্পতিবার বলেছেন, নির্বাচন কমিশন মৃত! তাদের সাদা কাপড় উপহার দিতে হবে।বুধবার উত্তর প্রদেশের মিল্কিপুর বিধানসভা আসনে উপ-নির্বাচন ছিল। এই উপ-নির্বাচনকে ঘিরে একগুচ্ছ অভিযোগ জনিয়েছে সমাজবাদী পার্টি। এরই প্রেক্ষিতে অখিলেশ যাদব বলেছেন, এটাই বিজেপির নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ধরণ। নির্বাচন কমিশন মৃত, আমরা তাদের সাদা কাপ। উপহার দেব।

উদয়পুরে যান দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত দুই

উদয়পুর (ত্রিপুরা), ৬ ফেব্রুয়ারিঃ সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন দুইজন। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে গোমতী জেলার উদয়পুরের ক্যানেল চৌমুহনী এলাকায়। আহতরা গোমতী জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। জানা গিয়েছে, গোমতী জেলার উদয়পুর মহকুমার গর্জি মেলার মাঠে শুরু হয়েছে নোয়াতিয়া হদা ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির লম্পরা ওয়াথপ উৎসব। এই উৎসব ও মেলা থেকে ফিরে আসার সময় টিআর ০১ এএন ০৪৩১ নম্বরের একটি মারুতি ভ্যান উদযপুর ফুলকুমারীর ক্যানেল চৌমুহনী এলাকায় উল্টে যায়। দুর্ঘটনাটি ঘটে বৃহস্পতিবার ভোরে।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে এলাকার লোকজন। খবর দেওয়া হয় অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে। প্রথমে একটি ছোট গাড়ি ঘটনাস্থলে

দামপাল ভাগিরথীর পারে নতুন করে আবার শুরু হয়েছে ভাঙন

প্রসেনজিৎ দেবনাথ,পূর্বস্থলীঃএই শীতের মরসুমে পূর্বস্থলী ২ নম্বর ব্লকের পাটুলি পঞ্চায়েতের অন্তর্গত দামপাল ভাগিরথীর পারে নতুন করে আবার শুরু হয়েছে ভাঙন। আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন এলাকার মানুষজন। নতুন করে আবার ভাঙ্গন শুরু হওয়ায় মাথায় হাত পড়েছে এলাকাবাসীর। ভাঙনের ফলে নদী পারের প্রায় ২০ মিটার এলাকা জুড়ে ভাঙন দেখা দিয়েছে। এর ফলে আতঙ্ক বেড়েছে নদী তীরবর্তী এলাকায়। ভাঙনের ফলে নদী ক্রমশ এগিয়ে আসছে জনবসতিপূর্ণ এলাকার দিকে এমনটাই জানাচ্ছেন এলাকার মানুষজন। গ্রামে যাতাযাতের রাস্তাটিও ভাঙ্গনের কবলে পড়েছে। আর কিছুটা ভাঙলেই গ্রামের রাস্তাটি ও চলে যাবে নদী গর্ভে। ফলে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম সেটিও যাবে বন্ধ হয়ে। এদিন সেচ দপ্তরের তরফে এলাকা পরিদর্শন করেন তারা। এ প্রসঙ্গে স্থানীয় পঞ্চায়েতের উপপ্রধান দেবব্রত রায় তিনি বলেন বিষয়টি বিডিও কে জানানো হয়েছে খুব শিগগিরই যাতে ভাঙ্গনের কাজ শুরু হয় তার জন্য আবেদন জানাচ্ছি।

তুষারপাত কনকনে শীতে কাঁপছে কাশ্মীর

নয়াদিল্লি, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ শীতের শিরশিরানি এখনও অব্যাহত জম্মু ও কাশ্মীরে। বৃহস্পতিবারও শীতে কেঁপেছে ভূস্বর্গের বিভিন্ন প্রান্ত। শ্রীনগরে এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস মাইনাস ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আইএমডি জানিয়েছে, শ্রীনগরে এদিন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ১৪.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ঠান্ডায় কাঁপছে গুলমার্গ, কার্গিলও।কাশ্মীরে তুষারপাতও হয়েই চলেছে, বুধবারই নতুন করে তুষারপাত হয়েছে জম্মু ও কাশ্মীরের ডোডা জেলায়।

আবহাওয়া

আবহাওয়া খামখেয়ালিপনা চলছেই! কখনও বা।ছে, আবার কোনও দিন কমছে তাপমাত্রা। বিগত বেশ কিছু দিন হালকা শীতেই খুশি থাকতে হয়েছে শহর ও শহরতলিকে। গ্রাম বাংলায় মোটামুটি শীত অনুভূত হলেও, ঠান্ডা অনুভূত হয়নি মহানগরীতে। বৃহস্পতিবারও কলকাতায় ঊর্ধ্বমুখী তাপমাত্রা। এদিন কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২২.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৫.৭ ডিগ্রি বেশি।আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, চলতি মাসের মাঝামাঝি সময়েই রাজ্য থেকে বিদায় নেবে শীত। আপাতত তাপমাত্রা হ্রাসের কোনও সম্ভাবনা নেই। তবে, সপ্তাহান্তে ফের সামান্য কমতে পারে তাপমাত্রা। তবে হালকা শীতের আমেজ অনুভূত হলেও জাঁকিয়ে শীত পড়ার আর কোনও সম্ভাবনা নেই।একের পর এক পশ্চিমি ঝঞ্ঝাই এ বার জাঁকিয়ে শীতের পথে বাধা হয়ে বসেছে। উত্তর-পশ্চিম ভারতে একটি পশ্চিমি ঝঞ্ঝা ঢুকেছে। আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি আরও একটি পশ্চিমি ঝঞ্ঝা ঢুকবে। এ ছাড়াও পূর্ব বাংলাদেশ এবং রাজস্থানে রয়েছে জোড়া ঘূর্ণাবর্ত। এ সবের জেরেই কনকনে শীত উধাও। আপাতত বঙ্গের সর্বত্র শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে।জোয়ার-সকাল ১১ টা ৫২ মিনিট এবং রাত ১১টা ৫২ মিনিট। ভাটা-সকাল ৮ টা ৫২মনিট এবং রাত ২ টা ৫২মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৬টা ১৫মিনিট এবং অস্ত ৫টা ২০মিনিট

পূর্ণাঙ্গ পাঞ্জিকা

২৪মাঘ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার, ইংরেজীঃ৬ফেব্রুয়ারী ২০২৫, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ২৩ মাঘ, চান্দ্রঃ ৬ গোবিন্দ মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২১ মাঘ ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ১৫ মাঘ ১৯৪৬, মৈতৈঃ৬ ফাইরেন, আসামঃ২১ মাঘ, মুসলিমঃ৫-শা'বান-১৪৪৬ হিজরী।শীতলা ষষ্ঠী সূর্য উদয়ঃসকাল ০৬ঃ১৬ঃ৫০ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ২৩ঃ৫৯।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ০৪ঃ০৮(৪) এবং অস্তঃরাত্রি ১১ঃ২৫ঃ২১(৪)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) শেষ রাত্রি ঘ ০৫ঃ১৬ঃ৩৩ দং ৫৭৩০১২.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃঅশ্বিনী রাত্রিঃ১২ঃ৪৬ঃ১২ দং ৪৬১৪২০ পর্যন্ত পরে ভরণীকরণঃগর রাত্রিঃ ০৬ঃ২৭ঃ২৮ দং ৩০২৬২২.৫ পর্যন্ত পরে বণিজযোগঃশুভ শেষ রাত্রি ঘ ০৩ঃ০৬ঃ৫৭ দং ৫২৬১২.৫ পর্যন্ত পরে শুক্রঅমৃতযোগঃদিন ০৮ঃ৩০ঃ২১ থেকে - ১০ঃ৪৩ঃ৪৭ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৭ঃ১৩ থেকে - ০২ঃ২৬ঃ১০ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ১০ঃ৩৯ থেকে - ০৪ঃ৩৯ঃ৩৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৫ঃ২৪ঃ০৪ থেকে - ০৬ঃ১৫ঃ৩৬ পর্যন্ত, তারপর ০৮ঃ৫০ঃ১০ থেকে - ১১ঃ২৪ঃ৪৪ পর্যন্ত, তারপর ০১ঃ৫৯ঃ১৮ থেকে - ০৩ঃ৪২ঃ২১ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃ দিন ১২ঃ৫৭ঃ১৩ থেকে - ০১ঃ৪১ঃ৪১ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ১২ঃ১৬ঃ১৬ থেকে - ০১ঃ০৭ঃ৪৭ পর্যন্ত।বারবেলাঃদিন ০৭ঃ৪০ঃ১৯ থেকে - ০৯ঃ০৩ঃ৪৩ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ০১ঃ১৩ঃ৫৪ থেকে - ০২ঃ৩৭ঃ১৭ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ ০৭ঃ০০ঃ৪১ থেকে - ০৮ঃ৩৭ঃ১৭ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ৯২২০৩৩ (২২) ৪ পদচন্দ্রঃ ০১৫৫০২১ (২) ১ পদমঙ্গলঃ ২২৬২২০ (৭) ২ পদবুধঃ ৯২১৫১৪৫ (২২) ৪ পদ বৃহস্পতিঃ১১৭৪২১৯ (৪) ৩ পদ শুক্রঃ১১৩৩৮১৮ (২৬) ১ পদ শনিঃ১০২০৪৪৩২ (২৫) ১ পদ রাহুঃ১১৭৪৩৪৩ (২৬) ২ পদকেতুঃ ৫৭৪৩৪৩ (১২) ৪ পদমঙ্গল বক্রি বৃহস্পতি বক্রি।লগ্নঃমকর রাশি সকাল ০৬ঃ৪৭ঃ২৭ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি সকাল ০৮ঃ২০ঃ৫০ পর্যন্ত। মীন রাশি সকাল ০৯ঃ৫১ঃ৫৪ পর্যন্ত। মেষ রাশি সকাল ১১ঃ৩২ঃ২৭ পর্যন্ত। বৃষ রাশি দুপুর ০১ঃ৩০ঃ৫২ পর্যন্ত। মিথুন রাশি দুপুর ০৩ঃ৪৪ঃ১০ পর্যন্ত। কর্কট রাশি বিকাল ০৫ঃ৫৯ঃ৫৪ পর্যন্ত। সিংহ রাশি সন্ধ্যা ০৮ঃ১১ঃ১৩ পর্যন্ত। কন্যা রাশি রাত্র ১০ঃ২১ঃ২৪ পর্যন্ত। তুলা রাশি রাত্রি ১২ঃ৩৫ঃ৩৫ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি শেষ রাত্রি ০২ঃ৫১ঃ২০ পর্যন্ত। ধনু রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ৫৬ঃ৩৭ পর্যন্ত।

ব্যবসায়ীকে অস্ত্রের কোপ মেরে ডাকাতি করে পালালো দূস্কৃতিরা

বারুইপুর, ৬ ফেব্রুয়ারিঃ ভর দুপুরে এক ব্যবসায়ীকে অস্ত্রের কোপ মেরে ডাকাতির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়।ভর দুপুরে এক ব্যবসায়ীকে ধারালো অস্ত্রের কোপ মেরে দোকান থেকে টাকা পয়সা লুট করার অভিযোগ উঠলো এবার। বৃহস্পতিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে বারুইপুর থানার বিশালক্ষীতলায়।ওই এলাকায় নিজের বাড়িতেই একটি আসবাবপত্রের দোকান রয়েছে জাকির হোসেন মোল্লা নামে এক ব্যক্তির। অভিযোগ এদিন দুপুরে বাইকে করে চারজন ক্রেতা সেজে দোকানে ঢোকেন। এরপর ওই ব্যবসায়ীকে বেঁধে রেখে মারধর ও ধারালো অস্ত্রের কোপ মেরে বাড়ি ও সংলগ্ন দোকান থেকে টাকা পয়সা নিয়ে পালায়।গুরুতরজখম ওই ব্যবসায়ীকে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান এলাকার মানুষজন।পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বারুইপুর থানার পুলিশ।তবে এই ঘটনায় যুক্ত দূস্কৃতীদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

আগ্নেয়াস্ত্র সহ জয়নগরে গ্রেফতার এক

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ৬ ফেব্রুয়ারিঃ বারুইপুর পুলিশ জেলায় তৎপরতায় একের পর এক এলাকা থেকে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হচ্ছে। ক্যানিং,বাসন্তীর পর এবার জয়নগর থেকে উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র। গ্রেফতার একজন । বুধবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথিপালের নির্দেশে এস এই শুভঙ্কর করণ ও তাঁর দল জয়নগর কাঁসারী পাড়ার কাছ থেকে আনসারউদ্দীন মল্লিক নামে এক ব্যক্তিকে আটক করে প্রথমে জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং তাঁরপরে পুলিশ তল্লাশি করে ওই ব্যাক্তির কাছ একটি দেশীয় আগ্নেয়াস্ত্র ও এক রাউন্ড গুলি বাজেয়াপ্ত করে। এর পরে পুলিশ ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে যায়। ধৃতের বাড়ি জয়নগর থানার উওর দূর্গাপুর পঞ্চায়েতের বিলপাড়া এলাকায়। ধৃতকে বৃহস্পতিবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে একটি স্ব-প্রণোদিত মামলা রুজু করেছে পুলিশ। তাঁর সাথে আর কজন ছিলো কোথায় তাঁরা অপারেশন করবে বলে ঠিক করেছিলো তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

মাধ্যমিক পরীক্ষা উপলক্ষ্যে বিশেষ বাস পরিষেবা দেওয়ার সিদ্ধান্ত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়রি ঃ আসন্ন মাধ্যমিক পরীক্ষা উপলক্ষ্যে পরিবহন দপ্তর বিশেষ বাস পরিষেবা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আজ এক নির্দেশে পশ্চিমবঙ্গ পরিবহন নিগম পরীক্ষার দিন গুলিতে দুটো শিফটে বেশি পরিমাণ বাস পরিষেবা দেওয়ার জন্য সমস্ত ডিপো ম্যানেজারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সকাল সাড়ে ৬ টা থেকে ১০ টা এবং দুপুর দুটো থেকে বিকেল ৫ টা পর্যন্ত এই বিশেষ বাস পরিষেবা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। বাসের সামনে লেখা বোর্ড বাসের সামনে লাগানো এবং সাধারন ভাড়া অনুসারে ভাড়া নেওয়া হবে বলে ওই নির্দেশিকায় উল্লেখ করা হয়েছে। এদিকে, পরীক্ষার দিন গুলিতে দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থাও অতিরিক্ত বাস চালাবে। এর পাশাপাশি বাসের সংখ্যা বাড়ানো হবে। নন স্টপ হিসেবে চলা বাস গুলি সমস্ত স্টপেজে দাঁড়াবে, স্টপেজ না থাকলেও কোনো পরীক্ষার্থী নামতে চাইলেও তাঁকে নির্দিষ্ট সেই স্টপেজে নামিয়ে দেওয়া হবে বলে নিগম সূত্রের খবর। মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী দের যাতায়াতের সুবিধার্থে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থাও পরীক্ষার দিন গুলিতে অতিরিক্ত বাস পরিষেবা দেবে। বাসের সংখ্যা বাড়ানোর পাশাপাশি নিয়মিত রুট ছাড়াও চা বাগান ও অন্যান্য অনিয়মিত রুট সহ মোট ৯৩ টি অতিরিক্ত বাস পরিষেবা দেওয়া হবে বলে র শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছেন।

নির্মাল্য বিশ্বাসের তিনটি ছবি পুরস্কৃত অণুছবি চলচ্চিত্র উৎসবে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়রি ঃ বাংলা ছবির জগতে খুশির খবর। কলকাতা ইন্টারন্যাশনাল মাইক্রো ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে রিজিওনাল ক্যাটাগরিতে পুরস্কৃত হল নির্মাল্য বিশ্বাস পরিচালিত তিনটি ফিল্ম। পঁচিশটি দেশের পঁচানব্বইটি চলচিত্র প্রদর্শনের জন্য মনোনীত হয় এই ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে। নির্মাল্য বিশ্বাস নিজে পেলেন দুটি এওয়ার্ড। হলুদ বসন্ত ফিল্মে অভিনয়ের জন্য তিনি পেলেন বেস্ট সাপোর্টিং এক্টর এওয়ার্ড। তাঁর কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনায় নির্মিত বৃষ্টি ভেজা আকাশ এর জন্য তিনি পেলেন বেস্ট স্ক্রিন-প্লে এওয়ার্ড। এছাড়াও তাঁর চিত্রনাট্য ও পরিচালিত জলতরঙ্গ জীবন এর জন্য রীতা ঘোষ পেলেন বেস্ট স্টোরি এওয়ার্ড। মৌলালী যুব কেন্দ্রে ফেস্টিভ্যালের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন

অভিনেতা অরিন্দম গাঙ্গুলী, দেবদূত ঘোষ, চিত্রপরিচালক শতরূপা সান্যাল, সাহিত্যিক চুমকি চট্টোপাধ্যায়, জয়তী রায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। ফেস্টিভ্যালের চেয়ারপার্সন নীলাঞ্জন ভৌমিক জানান, চলচ্চিত্র উৎসবে একে অন্যের ছবি দেখে পরস্পরকে উৎসাহ দিলেই তাঁদের এই প্রচেষ্টা সার্থক।

নৈহাটিতে তৃণমূল কর্মী খুনের ঘটনায় গ্রেপ্তার আরও এক

দুরন্ত বার্তা, নৈহাটি, ৬ ফেব্রুয়রি ঃ গত সপ্তাহে নৈহাটি তৃণমূল কর্মী সন্তোষ যাদব কে প্রকাশ্য রাস্তায় ইট দিয়ে থেতলিয়ে খুন করা হয়। খুনের ঘটনায় মোট ৮ জনের নামে মামলা দায়ের করে সন্তোষের পরিবার। ঘটনার প্রায় সাত দিন পর খুনের ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হলো আরো একজনকে। বিশেষ সূত্রে জানা গিয়েছে তৃণমূল কর্মী সন্তোষ কে খুন করে এক অভিযুক্ত রঞ্জিত সাউ লুকিয়ে পড়েছিলেন ভিন রাজ্যে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের বিশেষ দল রওনা দেয় উত্তরপ্রদেশে। সেখান থেকে রঞ্জিতকে গ্রেফতার করা হয়। আজ তাকে ব্যারাকপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়েছে।

ইএসআই এবং পিএফ এর সুবিধা ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে ধর্মঘটে ১৭০ জন কর্মী

দাবি মিটলে ধর্মঘট তুলে নেওয়ার আশ্বাস

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৬ ফেব্রুয়রি ঃ ইএসআই এবং পিএফ এর সুবিধা ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে ধর্মঘটের পথে ১৭০ জন সাফাই কর্মী, দাবি মিটলে ধর্মঘট তুলে নেওয়ার আশ্বাস। হঠাৎ করেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ইএসআই এবং পিএফ এর সুবিধা। এর প্রতিবাদে ধর্মঘটের পথে ১৭০ জন সাফাই কর্মী। এমনই অভিযোগ হাওড়ার বালি পৌরসভার অন্তর্গত বেলুড়ের চাঁদমারি ভাগাড়ে। দীর্ঘ বছর ধরে এই ১৭০ জন সাফাই কর্মী এখানে কাজ করে আসছেন। নিয়মিত তাদের বেতন ও নানা রকম সুযোগ-সুবিধা দিয়ে আসতো কনস্ট্রাকশন সংস্থা।

দুই সংস্থা যৌথভাবে কাজ করে আসছিলেন এই ১৭০ জন শ্রমিকদের নিয়ে। গত পয়লা ফেব্রুয়ারি আচমকা কনস্ট্রাকশন সংস্থার তরফে এক বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। তাতে কর্মরত শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে বলা হয়, আপনারা আর আমাদের আওতাধীন নন। আপনারা বালি পৌরসভার হয়ে কাজ করবেন। শ্রমিকরা তাতে রাজিও হন। কিন্তু, বালি পৌরসভার তরফে বলা হয় আপনারা আর কোনও ইএসআই এবং পিএফ পাবেন না। পরিবর্তে, রাজ্য সরকারি প্রকল্পের নির্মল বাংলার আওতায় পড়বেন। তার জন্য দুটি বই করতে হবে। প্রতিটি বইয়ের জন্য দিতে হবে ২০২ টাকা করে। এই ঘটনার প্রতিবাদে ধর্মঘটের পথে নেমেছেন ১৭০ জন শ্রমিক। তাদের দাবি না মেটা পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাবেন বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শ্রমিকরা।

এদিনের ধর্মঘট প্রসঙ্গে প্রশান্ত হাজারি বলেন, এত বছর ধরে যে সুযোগ-সুবিধা পেয়ে এসেছি, ইএসআই, পিএফ, সমস্ত জাতীয় ছুটি যে আছে সেগুলি পূরণ করে দিলে আমরা কাল থেকেই কাজ চালু করব। এই নিয়েই আমাদের ধর্মঘট। এখানে দুটো কন্ট্রাক্টর এর মোট ১৭০ জন শ্রমিক আছে। আগে একটা কন্ট্রাক্টর ছিল। এক বছর হল তা দুটো হয়েছে। বালি পুরসভা অর্ডার দিয়েছে কাজ করতেই হবে না হলে পুলিশ দিয়ে কাজ করানো হবে।

বালি পুরসভার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে ২০২ টাকা ঢুকবে স্ত্রীর অ্যাকাউন্টে। আর ২০২ টাকা ঢুকবে যে কাজ করবে তার অ্যাকাউন্টে। স্ত্রীর অ্যাকাউন্টে কেন টাকা ঢুকবে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়েছিল। কর্তৃপক্ষের উত্তর এমনভাবেই কাজ করতে হবে।

এমন নিয়ম আছে বলে জানা নেই। এমন ঘটনা নতুন শুনছি। যে যে সুযোগ সুবিধা আমরা পেয়ে আসছিলাম তা মেটাতে হবে। আমাদের পুলিশ দিয়ে জোর করে হুমকি দিয়ে কাজ করাতে পারবে না। সেই কারণে আমরা ধর্মঘটের পথে গিয়েছি। ইউনিয়নের তরফে অরুণ দাস বলেন, পুরসভার অধীনে যে সমস্ত কন্ট্রাক্টর কাজ করতো ইএসআই, পিএফ, লেবার কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী বেতন বৃদ্ধির মতো সুবিধে আমরা পেতাম। ১৬ বছর পর পয়লা ফেব্রুয়ারি হঠাৎ একটি নোটিশ দেওয়া হয়। সেখানে বলা হয়েছে আপনারা আর আমাদের অধীনে থাকবেন না। বালি পুরসভার অধীনে চলে যাবে। বালি পুরসভার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যারা ১৬ বছর ধরে যে পিএফ, ইএসআই পেতেন এখন থেকে তা আর পাবেন না। এখন থেকে একটা স্ত্রীর নামে অপরটা যে কাজ করছে তার নামে অ্যাকাউন্ট করা হবে।

১৬ বছর ধরে ইএসআই, পিএফ দেওয়ার পরে এমনভাবে নোটিশ দিতে পারেনা। আমাদের দাবি আগের মতো পিএফ, বোনাস, বেতন বৃদ্ধি সহ সরকারি নিয়ম অনুযায়ী যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা পায় সে সব দিলে ধর্মঘট তুলে দেওয়া হবে।

এখানে দুটো কন্ট্রাক্টর মিলিয়ে মোট ১৭০ জন শ্রমিক আছে। তারাই আন্দোলনে সামিল হয়েছে। আমাদের দাবি না মানলে বৃহত্তর আন্দোলনে যাওয়া হবে।

মৃতের পরিবার শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করতে গেলে বাধা বিজেপি কর্মীর

গ্রামবাসীদের মিছিল খুনিকে গ্রেফতারের দাবীতে বিক্ষোভ

সন্দেশখালি, ৬ ফেব্রুয়ারিঃ ২০২৪ সালে জানুয়ারি মাসের ১৯ তারিখ বিকেলবেলা বিজেপি নেতা ও তার ছেলে মধ্যব্য অবস্থায় কানে হেডফোন নিয়ে দ্রুত গতিতে মোটরবাইক ধাক্কা মারে এলাকার এক বধূকে। গুরুতর জখম হয় বধূ। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে সন্দেশখালি গ্রামীণ হাসপাতাল নিয়ে আসে। তার অবস্থার অবনতি হলে কলকাতা আরজি কর হাসপাতালে ভর্তির পর টানা ৯দিন মৃত্যু র সঙ্গে পাঞ্জা লড়ার পর ২৮ শে জানুয়ারি মৃত্যু হয় ওই বধূর। পরিবার পুলিশের দ্বারস্থ হতে চাইলে বাধা দেয়। পাল্টা হুমকি মারধরের অভিযোগ ওঠে বিজেপি নেতা ভবতোষ দাস পেশায় তিনি একজন হাই স্কুলের শিক্ষক। পাল্টা মৃতের পরিবারসহ সাতজনের বিরুদ্ধে সন্দেশখালি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন বিজেপি নেতা। উত্তর ২৪ পরগনা বসিরহাট মহকুমার সন্দেশখালি থানার খুলনা গ্রাম পঞ্চায়েতের খুলনা গ্রামের ঘটনা। তারপর ওই নেতা সালিশ সভা বসিয়ে মেটানোর চেষ্টা করলে শেষ পর্যন্ত রক্ষা হয়নি। মৃত গৃহবধূর স্বামী প্রশান্ত মৃধা সন্দেশখালি থানায় ভবতোষ দাস ও তার ছেলের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করতে, সেখানে বাধা প্রাপ্ত হয় এবং হুমকিও দেয়। পাশাপাশি পাল্টা তাদের বিরুদ্ধে অর্থাৎ মৃতের পরিবারসহ সাত জনের বিরুদ্ধে সন্দেশখালি থানায় অভিযোগ করেন। এই ঘটনায় মিথ্যা মামলায় তৃণমূল কর্মী ধ্রুবজ্যোতি সান্যাল জেল খাটেন। এই নিয়ে রীতিমতো ওই নেতার বিরুদ্ধে খুলনা বাজার ব্যবসায়ী সমিতি সহ গ্রামের মানুষ বিজেপি নেতার গ্রেপ্তারের দাবিদার ডাসা নদীর পাড়ে মিছিল করেন। অবিলম্বে তাকে গ্রেফতার করতে হবে। এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। এমন কি ক্ষতিপূরণও দিতে হবে। তারই প্রতিবাদে হাতে প্ল্যাকার ফেস্টুন নিয়ে মৃতের পরিবারের সদস্যসহ গ্রামের মানুষ খুলনা বাজারে তারা অবস্থান বিক্ষোভ মিছিল করেন।

ভবতোষ দাসের বাড়িতে গেলে তার ভাই বলরাম দাস বলেন, গত সাত দিন আগে বাড়ি থেকে চলে গেছেন তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না । তার একাধিক মোবাইল ফোনের সুইচ বন্ধ রয়েছে। ইতিমধ্যে মৃতের পরিবার গ্রামের মানুষ থেকে ব্যবসায়ীরা তাকে খুঁজে বের করে উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানিয়েছে।

সরস্বতী প্রতিমা বিসর্জনে বাঁধভাঙা উচ্ছাস

প্রকাশ মন্ডল, হরিপাল, ৬ ফেব্রুয়ারিঃ হরিপাল বড়বাজার এলাকার বাসিন্দাদের। ২০২১ সালে লক্ষী পূজার বিসর্জন কে কেন্দ্র করে ধুমধুমার বাঁধে হুগলির হরিপালে। তারপর থেকে তিন বছর কোনো প্রতিমা বিসর্জনে উচ্ছাস দেখা যায়নি এলাকার মানুষের মধ্যে। তবে এবছর সরস্বতী প্রতিমা বিসর্জনে আবার যেন প্রাণ ফিরে পেল হুগলির হরিপাল। ধুমধামে সরস্বতী প্রতিমা বিসর্জন ও শোভা যাত্রায় ধরা পড়লো বাঁধভাঙা উচ্ছাস। মঙ্গলবার শোভা যাত্রা ও প্রতিমা বিসর্জনে সন্ধ্যা থেকেই মানুষের ঢল নেমেছিল রাস্তায়, যেন আবার সেই পুরনো ছন্দে ফিরেছিল হরিপালের মানুষ। শোভা যাত্রা দেখতে এবং প্রতিমা বিসর্জনে অংশ নিয়েছিলেন এলাকার

মহিলারাও। ভিন্ন ধরনের বাদ্য যন্ত্র, লাইটিং সবকিছুই ছিল আকর্ষণীয়। আট থেকে আশি সকলেই শোভা যাত্রা ও প্রতিমা বিসর্জনের উচ্ছাসে মেতেছিলেন হরিপাল বড় বাজার এলাকার মানুষ। বরাবরই হরিপালের ঐতিহ্য ছিল লক্ষী পূজার সরস্বতী পূজার বিসর্জন। সেই ঐতিহ্য ধরা পড়লো তিন বছর পর। তবে ডিজে বক্স নিষিদ্ধ হওয়ার কারণে ছোট ছোট বক্স এবং ব্যান্ড ,ব্যাঞ্জো বাজিয়েই প্রতিমা বিসর্জনে মেতেছিলেন সকলেই।

অন্যদিকে প্রতিমা বিসর্জন ও শোভা যাত্রায় এত মানুষের ভিড় সামাল দিতে এবং কোনো অপ্রতিকর ঘটনা এড়াতে পুলিশ ভূমিকা ছিল যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

তরুণীদের কুপ্রস্তাব, গ্রেফতার ১

দুরন্ত বার্তা, গোবরডাঙ্গা,৬ ফেব্রুয়ারিঃ বান্ধবীকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে তরুণীদের পথ আটকে কুপ্রস্তাব ও দুর্ব্যবহার করার অভিযোগ উঠল দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে। ঘটনার সময়ে এক তরুণী অভিযুক্তদের একটি ভিডিও মোবাইল বন্দি করে। এমনকি রাতে দূর ব্যবহার কথা থানাতেও জানিয়ে এসেছিল। পরে ঘটনার বিবরণ তুলে ধরে সোশ্যাল মিডিদয়াতে সেই ভিডিও পোস্ট করা হয়। ঘটনার খবর চাউর হতেই তরুণীদের ডেকে থানায় জিজ্ঞাসাবাদ করে গোবরডাঙ্গা থানা। এরপর বুধবার তরুণীদের বয়ান হিসেবে গণ্য করে গোবরডাঙ্গা থানার পুলিশ তদন্তে নেমে এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করলো। ধৃতের নাম সঞ্জয় মল্লিক ,বাড়ি গোবরডাঙ্গার গন্ধর্বপুর এলাকায়। ভিডিওতে থাকা বাকি অভিযুক্তর খোঁজ চলছে।

দু তারিখ রাতে বান্ধবীকে নিয়ে গোবরডাঙ্গায় এক তরুণী বাড়ি ফেরার পথে অভিযুক্তরা তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে বলে অভিযোগ। তার একদিন বাদে সেই সময়ের একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় তারা পোস্ট করেন। এরপরেই নড়েচড়ে বসল প্রশাসন। বৃহস্পতিবার ধৃতকে তোলা হবে বারাসাত আদালতে।

কাকদ্বীপ থেকে গঙ্গাসাগর যেতে তৈরি হবে নয়া ব্রিজ, শুরু হলো তার প্রস্তুতি

কাকদ্বীপ, ৬ ফেব্রুয়ারিঃ শুরু হলো কাকদ্বীপ থেকে গঙ্গাসাগর যাওয়ার ব্রিজ তৈরীর প্রস্তুতি, এলেন বিভিন্ন প্রতিনিধি দল।১৪৫৯ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪৭৫৭মিটার লম্বা এই ব্রিজ, থাকছে চারটি লেন এবং ফুটপাত। দুদিকে গাড়িচলাচলের রাস্তা থাকছে ৮ মিটার চওড়া, ফুটপাত হবে ১.৫ মিটার চওড়া । আগামী চার বছরের মধ্যেই এই সেতুর কাজ শেষ হবে, জানিয়েছেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিম হাজরা।

উল্লেখ্য আগামী ৬ তারিখ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে সেতুর কাজ শুরু হবে চুলকানি সংস্থার আধিকারিকরা আজ সকাল থেকে কাকদ্বীপ এবংকচুবেড়িয়া এলাকায় ব্রিজের প্রস্তুতির সমস্ত জিনিস খুঁটিনাটি খতিয়ে দেখছেন। এতদিন পরেই খুশি এলাকার মানুষ। গঙ্গাসাগর থেকে কাকদ্বীপ বা কাকদ্বীপ থেকে গঙ্গাসাগর যেতে প্রায় এক থেকে দেড় ঘণ্টা নদী পথের ভেসেলেই অপেক্ষা করতে হতো তাও জল থাকলে, জল না থাকলে ঘন্টার পর ঘন্টা পারাপার বন্ধ যাত্রী থেকে তীর্থযাত্রীরা পড়তো মহা সমস্যায়, সেই সমস্যার কথা চিন্তা করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় কোটি কোটি টাকা ব্যয় সেতু করার কথা ঘোষণা করলেন।

স্টেশনে সাবওয়ে ও অতিরিক্ত টিকিট কাউন্টারের দাবিতে রেল অবরোধ

দমদম, ৬ ফেব্রুয়ারিঃ সাবওয়ে নির্মাণ ও অতিরিক্ত টিকিট কাউন্টারের দাবীতে শিয়ালদহ বনগাঁ শাখার দমদম ক্যান্টনমেন্ট রেল স্টেশনে বৃহস্পতিবার সকালে এক ঘন্টার ওপর যাত্রী বিক্ষোভ ও রেল অবরোধ হয়। যাত্রী বিক্ষোভের ফলে সকাল দশটা থেকে আপ ও ডাউন সমস্ত ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে শিয়ালদা বনগাঁ ও শিয়ালদা হাসনাবাদ শাখায়। নিত্যযাত্রী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি দীর্ঘদিন পূর্ব রেল ও মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে গন স্বাক্ষর সহ বিভিন্ন ভাবে আবেদন জানানো সত্বেও সাবওয়ে ও সুভাষনগরে অতিরিক্ত টিকিট কাউন্টার নির্মাণ হয়নি। ফলে স্টেশনের ৩নং রেললাইনের পারাপারের সময় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে লাইন পারাপার করে চলতে হয় স্থানীয় মানুষ এবং নিত্যযাত্রীদের। প্রায়সই সেই দুর্ঘটনা ঘটে এবং মৃত্যু হয় রেল লাইন পারাপারকারী মানুষের। রেললাইন পারাপারের সময় বহুলোকের প্রানহানি ঘটেছে কিংবা বহু পরিবার তাদের প্রিয়জনকে হারিয়েছেন বলে বাসিন্দাদের অভিযোগ। পাশাপাশি স্টেশনে ভগ্নপ্রায় সংকীর্ণ ওভারব্রীজের যাতায়াতের সময় ও ভীড়ের চাপে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা দেখা দেয় বলে দাবী যাত্রী দের। অবিলম্বে সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ করার জোরালো দাবি ওঠে এদিন। ঘটনার খবর পেয়ে দমদম ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে পৌঁছায় জিআরপি ও দমদম থানার পুলিশ। দমদম ক্যান্টনমেন্ট নাগরিক মঞ্চের দীর্ঘ প্রায় দুই ঘণ্টারও বেশি সময় রেল অবরোধ রয়েছে দমদম ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে। ফলে চরম দুর্ভোগের মধ্যে পড়েছেন নিত্যযাত্রীরা। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন পূর্ব রেলের উচ্চ পদস্থ আধিকারিক, অফিসার, জিআরপি ও আরপিএফ এর পুলিশরা। স্থানীয় যাত্রী দের সাথে কথা বলে এক ঘন্টা পরে অবরোধ ওঠে। দমদম ক্যান্টনমেন্ট নাগরিক মঞ্চের সভাপতি তাপস মজুমদার বলেন দীর্ঘ ২০ বছর আগে ২০০৪ সালে পূর্ব রেল ও বর্তমানে মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষের কাছে গণস্বাক্ষর সহ বিভিন্ন ভাবে আবেদন করা হয়েছিল সাবওয়ে ও স্টেশনের পশ্চিম দিকে সুভাষনগরে একটি অতিরিক্ত টিকিট কাউন্টারের। অজ্ঞাত কারনে পূর্ব ও মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে কোন রকম পদক্ষেপ নেয়নি। ভবিষ্যতে আদৌ নেবেকিনা সন্দেহ। শহরের নাগরিকদের বৃহত্তর স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ ভাবে পূর্ব ও মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বৃহত্তর আন্দোলন ছাড়া কোন উপায় নেই। এক ঘন্টার ওপর যাত্রী বিক্ষোভ ও অবরোধ চলে। রেল কর্তৃপক্ষ ঘটনাস্থলে এসে সাতদিনের মধ্যে তিনটি দাবি সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন।

মিনি কুম্ভে শাহীস্নান আগামী ১১ ই ফেব্রুয়ারি থেকে ব্যাপক ভিড়ের আশঙ্কা প্রশাসন প্রস্তুত

বনস্পতি দে, ত্রিবেণী হুগলি, ৬ ফেব্রুয়ারিঃ বাংলায় কুম্ভ মহোৎসবে'র মহাসূচনা হতে চলেছে ১১ ফেব্রুয়ারী থেকে। এবারে উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগে মহাকুম্ভে অনেকেই যেতে পারেননি, পশ্চিমবঙ্গের এই ত্রিবেনীর মহাসঙ্গমে একই পুণ্য ফল লাভ হবে বলে জানিয়েছেন সন্তরা। তাই হতে পারে প্রচুর ভিড়। জেলা প্রশাসন আগে থেকেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। হুগলির ত্রিবেণী ঘাটে তিন নদীর মহা সঙ্গমে ১২ ফেব্রুয়ারি হবে শাহীস্নান। ৭০০ বছর আগে মাঘ সংক্রান্তিতে এই ত্রিবেণী সঙ্গমে কুম্ভস্নান হত। বসত মেলা। গঙ্গাসাগর থেকে ফেরার পথে সাধুরা এই স্নানে যোগ দিতেন। কালের ফেরে পরে তা বন্ধ হলেও ফের শুরু করা হয়েছে। ত্রিবেণীতে গঙ্গার পারে ওই মেলা চলবে ১১-১৩ ফেব্রুয়ারি। বুধবার এখানকার সপ্তর্ষি ঘাট সংলগ্ন মাঠে ভূমিপুজোর মধ্যে দিয়ে 'বঙ্গীয় কুম্ভ মহোৎসবে'র সূচনা হয়। তার ব্যানারে শোভা পাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ছবি। তাঁকে অভিনন্দনও জানানো হয়েছে। জেলা প্রশাসন সূত্রের খবর, তাদের পক্ষ থেকে সেখানে ১০টি জৈব শৌচালয়ের ব্যবস্থা-সহ পরিষেবা সংক্রান্ত সব রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ভিড় সামলাতে থাকবে অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী। মহকুমাশাসক (সদর) স্মিতা সান্যাল শুক্লা জানান, বুধবার মেলা পরিচালনা সমিতি, পুরসভা এবং বিভিন্ন সরকারি দফতরকে নিয়ে সমন্বয় বৈঠক হয়েছে। তিনি বলেন, ''গঙ্গাসাগর মেলায় যেমন প্রশাসন পরিষেবা সংক্রান্ত সব রকম ব্যবস্থা নেয়, ত্রিবেণীর কুম্ভেও আমরা নেব।'' ত্রিবেণী কুম্ভ মহোৎসবের মুখ্য উপদেষ্টা এবং ২০২৫ বঙ্গীয় ত্রিবেণী কুম্ভ পরিচালনা কমিটির পক্ষে কাঞ্চন বন্দোপাধ্যায় বলেন, ''কয়েকশো সাধু ত্রিবেণীতে আসবেন। ১২ ফেব্রুয়ারি সকাল ১১ টায় হবে শাহি স্নান। প্রশাসনের কাছ থেকে সব রকম সহযোগিতা পাচ্ছি। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ আমাদের আবেদন মেনে আশপাশের স্কুলে মাধ্যমিক পরীক্ষা রাখেনি। আগামী ৫ বছর এই সময়ে মাধ্যমিক পরীক্ষা না হয়, অনুরোধ জানিয়েছি।'' কাঞ্চন বন্দোপাধ্যায় বলেন, অনুষ্ঠানে থাকছেন, বিভিন্ন মঠ, মিশন, মন্দির, আশ্রম-এর প্রতিনিধি, সাধু, সন্ন্যাসী, বৈষ্ণব ও সনাতন ধর্মালম্বী ও বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সম্মানীয় অতিথিবৃন্দ। কুম্ভ মেলা হওয়ায় পরীক্ষার্থীদের যাতে অসুবিধা না হয় তার জন্য মেলার চারপাশে কয়েক কিলোমিটারের মধ্যে পাঁচটি স্কুলে পরীক্ষার কেন্দ্র করা হচ্ছে না। বাঁশবেড়িয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রমের প্রধান স্বামী প্রেমাত্মানন্দজী মহারাজ জানিয়েছেন গত বছর তারাও প্রচুর সাধু সেবা করেছেন, এবারও তাঁরা মেলায় অংশগ্রহন করবেন এবং জুলসে ভাগ নেবেন। কল্যাণী মাঝের চর, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ঘাট, নদীয়ায় বঙ্গ কুম্ভ মেলা সাড়ম্বরে পালিত হবে বলে জানিয়েছেন রামকৃষ্ণ বেদান্ত মিশনের প্রধান এবং সভাপতি, বঙ্গ কুম্ভ মেলা, স্বামী শিবেশ্বরানন্দ মহারাজ। তিনি বলেছেন, সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে, ১০ ফেব্রুয়ারী থেকে ১৬ই ফেব্রুয়ারী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ঘাট, মাঝের চর, কল্যাণী, নদীয়াতে বঙ্গ কুম্ভ মেলার আয়োজন করা হয়েছে। তিনি বলেছেন আগামী ১৩ই ফেব্রুয়ারী শাহী স্নান, উৎসবের কয়দিন থাকছে, মহা রুদ্রাভিষেক, বিশ্ব শান্তি যজ্ঞ, গঙ্গা আরতি, পূজা-অর্চনা, বাউল সঙ্গীত, নামসংকীর্তন, সাধুপ্রবচন, সাধু সম্মাননা, সাধুভান্ডারা ও অন্যান্য অনুষ্ঠান। বুধবারই জেলাশাসক দফতরে একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক হয়। সেখানে মন্ত্রী, বিধায়ক, পুলিশ সুপার থেকে জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। মন্ত্রী বেচারাম মান্না জানান, ''প্রয়াগের অভিজ্ঞতা থেকে ত্রিবেণী কুম্ভের জন্য সতর্কতা নেওয়া হচ্ছে। পুণ্যার্থীরা যাতে নিরাপদে যাতায়াত করতে পারেন তার দিকে নজর দেওয়া হবে।''

নবম শ্রেণির এক ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে সোনারপুরে গ্রেফতার প্রতিবেশী এক দাদু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা,৬ ফেব্রুয়ারিঃ এবার নবম শ্রেণীর এক ছাত্রীর গোপন ছবি তুলে ব্ল্যাকমেল করে তাকে ধর্ষণ করার অভিযোগ প্রতিবেশী দাদুর বিরুদ্ধে। ঘটনায় সোনারপুর থানায় অভিযোগ দায়ের।আর সেই অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার মুল অভিযুক্ত।তাঁর বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা রুজু করেছে পুলিশ। ধৃতকে বৃহস্পতিবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। সোনারপুর থানা এলাকার বাসিন্দা বাপি মজুমদার (৫২)। নির্যাতিতা তারই প্রতিবেশী। নবম শ্রেণীর ছাত্রী। নির্যাতিতা দাদু ও ঠাকুমার কাছে থাকত।ধৃতের কাছে অ্যানড্রয়েড মোবাইল ছিল। তা মাঝেমধ্যে দেখতে চাইত নাবালিকা। সেই সুযোগে তাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে তার সাথে শারীরিক সম্পর্ক

করে ও গোপন ছবি তুলে। সেই ছবি সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে বারবার তাঁর সাথে সম্পর্ক তৈরি করত। বুধবার বিকেলে একই ঘটনা ঘটায়। বিষয়টি ঠাকুমা জানায়। তারপর তিনি প্রতিবেশীদের জানালে তাঁরা সবাই দৌড়ে আসে। অভিযুক্তকে চেপে ধরলে সে পুরো বিষয়টি স্বীকার করে। ঘটনাটি জানানো হয় থানায়। পুলিশ এসে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। ধৃতকে বৃহস্পতিবার আদালতে পেশ করা হয়। আর এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়।আর এইঘটনার তদন্তে নেমে অভিযুক্তের মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। অন্যদিকে নির্যাতিতা নাবালিকাকে বুধবার রাতেই পাঠানো হয় সোনারপুরের একটি হোমে। বৃহস্পতিবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে তাঁর গোপন জবানবন্দী নেওয়া হয় ।

নরেন্দ্রপুরে বৃদ্ধার ঘরে ঢুকে বৃদ্ধাকে মারধর, ভাঙচুরের ঘটনায় গ্রেপ্তার প্রতিবেশী এক যুবক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা,৬ ফেব্রুয়ারিঃ সিনিয়র সিটিজেন হয়েও ছাড় পেলেন না তিনি।বাড়িতে ঢুকে বৃদ্ধাকে বেধড়ক মার,তছনছ করা হলো ঘর,গ্রেপ্তার প্রতিবেশী এক যুবক।অভিযোগ,বৃদ্ধা ও তাঁর পরিবারের লোকজনকে উদ্দেশে করে প্রায়ই গালিগালাজ করতো। বুধবার নরেন্দ্রপুর থানার রানিয়ায় ওই ঘটনাটি ঘটে। অভিযোগের আঙুল প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে। অভিযোগ,বৃদ্ধাকে লাথি, থাপ্পড় মারা হয়।নরেন্দ্রপুর থানায় মারধরের অভিযোগ দায়েরের পরে তদন্তে নেমে পুলিশ বিশ্বজিৎ নস্কর নামে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে। ওই বাড়িতে বৃদ্ধা চঞ্চলা দাস তাঁর মেয়ে ও নাতনিকে নিয়ে থাকেন।দীর্ঘ দিন ধরেই অভিযুক্তের পরিবারের সঙ্গে তাঁদের বিবাদ।অভিযোগ, বৃদ্ধা ও তাঁর পরিবারের লোকজন কে উদ্দেশ্য করে প্রায়ই গালিগালাজ

করা হতো। বুধবার আচমকা হামলা চালায় অভিযুক্ত বিশ্বজিৎ। বৃদ্ধার অভিযোগ,তিনি বুধবার বাড়িতে একাই ছিলেন। উপরের ঘরে যাওয়ার সময় বাড়ির দরজার ইট মারার শব্দ শুনতে পান। চিৎকার করতেই প্রতিবেশী যুবক তাঁর উদ্দেশে কটূক্তি করেন। এর পরই অনবরত বাড়িতে ইট পড়তে থাকে বলে অভিযোগ। আর প্রতিবাদ করতেই তেড়ে আসে অভিযুক্ত। ঘরের দরজা ভাঙার পাশাপাশি বৃদ্ধার ঘরের যাবতীয় জিনিসপত্র তছনছ করা হয়। ভাঙচুর করা হয়। এর পরই বৃদ্ধাকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। বৃদ্ধার মেয়ের বক্তব্য, ভয়ে তাঁর মা বিছানার উপর উঠে তাঁকে ফোন করছিলেন। অভিযুক্ত ফোন কেড়ে নিয়ে বৃদ্ধাকে খাট থেকে টেনে নামিয়ে মারধর করে বলে অভিযোগ। বৃদ্ধার মেয়ের অভিযোগ,তাঁকে এবং তাঁর মেয়েকেও কুকথা বলা হয়। পুলিশ এ বার কড়া হাতে বিষয়টি দেখুক বলে আর্জি পরিবারের। বৃহস্পতিবার ধৃতকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ৬৮ সংখ্যা, শুক্রবার ২৪ মাঘ, ১৪৩১

সাধারণ থেকে অসাধারণ

সত্যজিতের 'মহানগর' তাঁরই গল্প অবলম্বনে তৈরি, শতবর্ষ পেরিয়ে বাঙালি ভুলে গেছে তাঁকে। বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার সদরদি গ্রামে ১৯১৭ সালের এক শীতের ভোরে জন্ম নিয়েছিল মহেন্দ্রনাথ মিত্র আর বিরাজবালা দেবী'র বড় ছেলের দুধের দাঁত পড়েনি তখনও, মাত্র চার বছর বয়সেই চলে গেলেন মা বিরাজবালা। সদ্য মা হারানো সেই ছোট্ট অভিমানী ছেলেটাকে সেদিন কোলে তুলে নিয়েছিলেন 'বড়মা' জগমোহিনী। স্নেহ যত্ন মমতায় ভুলিয়ে দিতে চেয়েছিলেন মা না থাকার যন্ত্রণা। একান্নবর্তী পরিবারে পিসিমা, ঠাকুমাদের কোলেপিঠে বেড়ে ওঠা পল্টু নামের সেই বালকই অনেক পরে লিখেছেন, তখনো কৈশোর পার হয়ে প্রথম যৌবনে, যখন মা নয়, নারীর মধ্যে মনোরমাদের আমি দেখতে পাচ্ছি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে তারুণ্যের সবুজ বাতাস ফিরে এসেছিল যে ক'জন নতুন ধারার লেখকের হাত ধরে, তাঁদের অন্যতম, নরেন্দ্রনাথ মিত্র। বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের হৃদস্পন্দনকে তিনি অবলীলায় তুলে এনেছিলেন সাদা পাতায়। ৪০ থেকে ৬০ দশকে বাংলার অন্যতম জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক তিনি। এরপর বাংলায় যত আধুনিক হয়েছে, যত আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা পড়েছে ভুবনজোড়া অন্তর্জালের ফাঁদে, ততই সে ভুলে গেছে নিজেদের ঘরের সুখদুঃখের চেনা গল্পগুলো, ভুলে গেছে সেসব গল্পের রূপকার নরেন্দ্রনাথ মিত্রকেও। নরেন্দ্রনাথের বাবা ছিলেন বিচিত্রকর্মা পুরুষ। ক্ষুরধার বিষয়বুদ্ধি, সাংসারিক দক্ষতা- এসব তো ছিলই, আবার সেই মানুষই ভোরবেলা ছেলেকে ঘুম থেকে তুলে শেখাতেন সংস্কৃত শ্লোক, ভক্তিগীতি। তবে আদতে যা হন নি বড়ছেলে, নরেন্দ্রনাথ ছিলেন একেবারে অন্য ধারার মানুষ। ছাত্র হিসাবে বরাবরই ভালো ছিলেন। প্রথমে বঙ্গ হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন আর তারপর ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ থেকে প্রথম ডিভিশনে আই. এ পাশ করেন। ১৯৩৯ সাল নাগাদ স্নাতকের পড়া শেষ করে স্বাধীন রোজগারের চেষ্টায় ছাত্র পড়ানোর কাজে যোগ দিলেন। তবে গৃহশিক্ষকতা করতে গিয়ে বেশ নাজেহাল হয়েছেন আনমনা, লাজুক, কিছুটা বিষণ্ণ প্রকৃতির এই তরুণ। ছেলেরা তাঁকে ভয় পাওয়া তো দূর, গ্রাহ্যই করত না। শাসন করতে পারতেন না নরেন্দ্রনাথ, চাইতেনও না। অগত্যা আবার জীবিকা বদল। কখনও অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরির চেকার, কখনও বা ব্যাঙ্কে কেরানির চাকরি। এভাবেই বারবার চাকরি বদল করতে করতে চলে এলেন খবরের কাগজে। একদিকে স্বাধীন লেখালিখি, আর অন্যদিকে 'কৃষক', 'স্বরাজ' বা সত্যযুগের মতো তখনকার দিনের একাধিক বিখ্যাত কাগজে সাংবাদিকের চাকরি। ধীরে ধীরে এই জীবনেই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন নরেন্দ্রনাথ। সাংবাদিকতাকে পেশা হিসাবে বেছে নিলেন। চাকরিজীবনে এই প্রথম থিতু হলেন নরেন্দ্রনাথ। মা হারানো ছেলে, কিছুটা অভিমানীও। কমবয়েসে একা একা চলে যেতেন জেলে, কুমোর, নমঃশূদ্রদের পাড়ায়। কখনও গল্প জুড়তেন সেইসব দিন আনি দিন খাই মানুষগুলোর সঙ্গে, কখনও ঘুরে বেড়াতেন একা একা। সমাজের শেষতলার সেই শোষিত, অবহেলিত মানুষগুলোর জন্য মন কাঁদত নরেন্দ্রনাথের।

ঈশপের গল্প কথার ইতিহাস

'ঈশপেরগল্প' গোটা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে আছে। কিন্তু কে ছিলেন এই Aesop? কী করে এই গল্পগুলো তৈরি হয়েছিল? এই প্রশ্নগুলো আমাদের অনেকের মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করে বহুদিন ধরে। আর অদ্ভুত কথা, যার তৈরি করা গল্পগুলো হাজার হাজার বছর ধরে জীবিত রয়েছে, তার সম্পর্কে খুবই কম জানা যায়। অনেকটাই ধোঁয়াশায় ভরা। মনে করা হয়, খ্রিস্টপূর্বাব্দ ৬২০ থেকে ৫৬০-এর মধ্যে বর্তমান ছিলেন ঈশপ। বর্তমান তুর্কির কাছাকাছি কোনো একটা অঞ্চলে জন্মেছিলেন তিনি। পরবর্তীকালে যখন ঈশপের জনপ্রিয়তা কিংবদন্তির আকার নিল, তখন অন্যান্য জায়গা থেকেও একই দাবি জানানো হল। কখনও আফ্রিকা, কখনও আবার জাপান, ইংল্যান্ড; সবাই চায় তাঁর জন্মস্থানের ভাগীদার হতে। তবে আদতে সেটি ঠিক কোথায়, তা নিয়ে অবশ্য আজও গবেষণা জারি আছে। হেরোডোটাস, অ্যারিস্টটলের মতো প্রাচীন দার্শনিক ও ঐতিহাসিকদের লেখা থেকে জানা যায়, ঈশপ আদতে ক্রীতদাস ছিলেন। আর সেই সময় ক্রীতদাসদের জীবন ঠিক কেমন ছিল, সেটা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। মনে রাখা দরকার, তখনও গ্রিস আর রোমের সভ্যতা অস্ত যায়নি। জ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস চর্চার মাঝে এমন অদ্ভুত রীতিও জারি ছিল। আর তারই দাস ছিলেন ঈশপ। কিন্তু কোথায় বলে না, জীবন সবাইকেই কিছু না কিছু সুযোগ দেয়। আর সঙ্গে দেয় প্রতিভাও। দ্বিতীয় বিষয়টি ঈশপের মধ্যে ভরপুর ছিল। তাঁর সহজাত বুদ্ধি, হাস্যরস, বিচক্ষণতার ঝলক প্রায়শই দেখা যেত। প্রকৃতির মাঝে বসে সেখান থেকেই গল্পের রসদ খুঁজে পেতেন। আর ছিল মানুষ। এই সবকিছু মিলেই তৈরি হত জাদু। তৈরি হত ঈশপের গল্প। কিন্তু ভাগ্য সঙ্গ না দিলে যা হয়। ক্রীতদাসের জীবন থেকে এত সহজে তো মুক্তি মিলছে না। এদিকে দেখতেও খুব একটা ভালো নন তিনি। তাঁর চেহারা দেখে আর গলার আওয়াজ শুনে বাকি লোকেরা ঠাট্টা-তামাশাও করত। সেই সঙ্গে ছিল মালিকরা। ইতিহাসবিদরা মনে করেন, নিজের জীবনে মোট দুজনের দাসত্ব করেছিলেন ঈশপ। প্রথম মনিবের কাছ থেকে অবহেলাই জুটেছে। কিন্তু দ্বিতীয় অভিজ্ঞতা তেমনটা নয়। ঈশপের বুদ্ধি দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন তাঁর দ্বিতীয় মনিব। এবং তারপরই তিনি দাসত্ব থেকে মুক্তি দিলেন তাঁকে। মুক্ত হলেন ঈশপ, একটা অন্য জগত যেন খুলে গেল তাঁর সামনে। নিজের জীবনকালে নানা জনের কাছে গল্প বলে বেরিয়েছেন ঈশপ। তাঁর বলার ধরণ এবং গল্পের জন্য অচিরেই লোকমুখে ছড়িয়ে পড়ল নাম। সাধারণ সব গল্প, কিন্তু সেই সহজতার মধ্যেই লুকিয়ে আছে জীবনের মানে।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

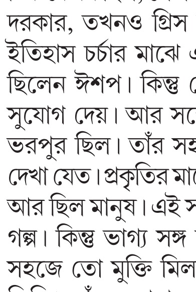

ভগিনী নিবেদিতা বলেছেন, জীব প্রেম ধর্মকে জানতে হবে। মানব প্রেম ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। এই ধর্ম সবাই গ্রহণ করতে পারে না। যিনি পারেন তিনি মহান। তিনি সবার মনকে জয় করতে পারেন। তিনি সর্বজয়ী হন। তিনি কোনও সময়ে পরাজিত হন না। মাকে শ্রদ্ধা করতে হবে। ভক্তি করতে হবে। মায়ের কাছ থেকে শক্তি নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার পথকে প্রস্তুত করতে হবে। যিনি যত বেশি মাতৃভক্ত তিনি তত বেশি মহান। তিনি তত বেশি বিশ্ব সেরা। তিনি কারোকে ভয় পান না। তার দেহের মধ্যে একটি শক্তি থাকে। সেই শক্তিকে পরাস্ত করা সহজ নয়।

ভগিনী নিবেদিতা

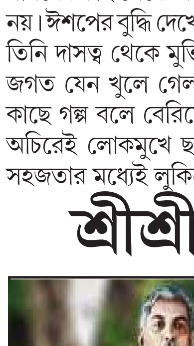

ভগিনী নিবেদিতা বলেছেন, মায়ের আর্শিবাদ লাভ করতে হবে। যিনি মায়ের আর্শিবাদ লাভ করেি তিনি জগতে আর কাউকে ভয় পান না। তিনি সবার কাছে প্রিয় হন। মা আছেন বলেই সবাই মাতৃভাবে ভাবিত। ভগবানকে মনে প্রাণে ডাকতে হবে। তিনি তবেই ভক্তের ডাকে সাড়া দিয়ে থাকেন। ঈশ্বর আছেন বলেই মানুষ শারীরিক এবং মানসিক শক্তি লাভ করে। ঈশ্বর আছেন বলেই মানব জগতটা একটি নিয়মে চলাফেরা করে। মানব ধর্মের প্রতিষ্ঠা চাই। মানবধর্মের জয় চাই। জগত মাতাই হচ্ছেন শক্তিদায়িনী। তিনি শক্তি দান করে থাকেন। দেবীর কাছ থেকে শক্তি নিয়ে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে। নিজের শক্তিকে জাগরিত করতে হবে। নিজেকে মানসিক শক্তি দিয়ে অপরকে পরাজিত করতে হবে। পরাস্ত করতে হবে অপশক্তিকে। শারীরিক এবং মানসিক শক্তির উত্থান করতে হবে। যে শক্তি হতে উৎপত্তি সেই শক্তিকে নিজের চলার পাথেয় করতে হবে। জাগতিক শক্তির উত্থান করতে হবে। দানের ওপরে বেশি করে জোর দিতে হবে। দান করা পূণ্য কাজ।

কলকাতা ইতিহাস বিশারদ পূর্ণেন্দু পত্রীর প্রতিভা শক্তি এত প্রবল ছিল যে ছবি আঁকা থেকে শুরু করে ছড়া লেখা ইত্যাদি বিষয়ে ছিলেন সব্যসাচী

রবীনন্দ্রকুমার শীল

পূর্ণেন্দু পত্রী কে ছিলেন? আপনি ভাবছেন আর পাঁচজন বিশিষ্ট বাঙালির মতো ইন্টারনেটের দুই ক্লিকেই বেশ একটা দু'লাইনের চটজলদি উত্তর পেয়ে যাবেন। সেই বুঝে করলেনও ক্লিক। কিন্তু আজ্ঞে হ্যাঁ। পূর্ণেন্দু পত্রীর পরিচয় বা বলা ভালো তাঁর বিপুল প্রতিভার পরিচয় ইন্টারনেটের অসীম পরিসরেও ধরা যায় না। তাঁকে এখনও খুঁজে পেতে হয় বইয়ের সাদা পাতার কালো অক্ষরে, প্রচ্ছদের তুলির টানে, পুরনো সাদা-কালো চলচ্চিত্রের আলো-আঁধারিতে। রঙিন বর্ণময় প্রাণবন্ত মানুষটি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছেন বাঙালিজীবনের শাশ্বত মননচিন্তা ও শিল্পভাববনার শরিক হয়ে, একান্তে, নীরবতায়।

পূর্ণেন্দু পত্রী কি কবি? হ্যাঁ, অবশ্যই। তাঁর প্রথম পরিচয়েই তিনি কবি। আসলে তাঁর প্রতিটি পরিচয়ই এতখানি স্বতন্ত্র যে প্রত্যেকটি সম্পর্কে লিখতে গেলেই মনে হয়, তাঁর সেই পরিচয়ই মুখ্য। এ এক বিড়ম্বনা। তবে কবি-পরিচিতি সম্ভবত তাঁকে বাঙালি মানসের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ করে তুলেছিল একসময়ে। তাঁর 'কথোপকথন' সিরিজের নায়ক-নায়িকা শুভঙ্কর ও নন্দিনী যে একদা বাঙালি প্রেমিকের খুব কাছের মানুষ হয়ে উঠেছিল, সে কথা অস্বীকার করার কোনও জায়গা নেই। তাঁর বিখ্যাত কবিতার সংখ্যাও গুণে শেষ করা যাবে না। তার মধ্যে একটি প্রিয় কবিতা তুলে দিলাম। বইয়ের নাম 'তুমি এলে সূর্যোদয় হয়।' যে টেলিফোন আসার কথা সে টেলিফোন আসেনি। প্রতীক্ষাতে প্রতীক্ষাতে, সূর্য ডোবে রক্তপাতে, সব নিভিয়ে একলা আকাশ নিজের শূণ্য বিছানাতে। একান্তে যার হাসির কথা হাসেনি। যে টেলিফোন আসার কথা আসেনি। অপেক্ষমান বুকের ভিতর কাঁসন ঘন্টা শাঁখের উলু একশ বনেরবাতাস এস একটা গাছে হুলুস্থুলু আজ বুঝি তার ইচ্ছে আছে ডাকবে আলিঙ্গনের কাছে দীঘির পড়ে হারিয়ে যেতে সাঁতার জলের মত্ত নাচে। এখনো কি ডাকার সাজে সাজেনি? যে টেলিফোন বাজার কথা বাজেনি। তৃষ্ণা যেন জলের ফোঁটা বাড়তে বাড়তে বৃষ্টি বাদল তৃষ্ণা যেন ধূপের কাঠি গন্ধে আঁকে সুখের আদল খাঁ খাঁ মনের সবটা খালি মরা নদীর চড়ার বালি অথচ ঘর দুয়ার জুড়ে তৃষ্ণা বাজায় করতালি। প্রতীক্ষা তাই প্রহরবিহীন আজীবন ও সর্বজনীন সরোবর তো সবার বুকেই, পদ্ম কেবল পর্দানশীন। স্বপ্নকে দেয় সর্বশরীর, সমক্ষে সে ভাসে না। যে টেলিফোন আসার কথা সচরাচর আসে না।" এই পঙক্তি যিনি লিখতে পারেন, তাঁকে কবি ছাড়া আর কোনওকিছুই বলাই শ্রেয় বোধ হয় না। তাঁর 'হে সময়, অশ্বারোহী হও', 'স্রোতস্বিনী আছে, সেতু নেই', 'জেগে আছি বীজে বৃক্ষে ফুলে' এবং অবশ্যই তাঁর 'কথোপকথন' সিরিজের চল্লিশটি কাব্যগ্রন্থ তাঁর বিস্ময়কর কবি প্রতিভার দলিল। সাহিত্যের অতীত -বর্তমান-ভবিষ্যতের কালসমুদ্রে কবি পূর্ণেন্দু পত্রী নাবিকের মতো দিকনির্দেশ করে চলেছেন, চলবেন। কবি পূর্ণেন্দু আধুনিক, প্রেমিক এবং আদ্যন্ত শহুরে। তাঁর কাব্যভাষা সহজ, গতিশীল এবং গভীর। মম চৌধুরীর ভাষা ধার করে বলতে পারি, 'প্রত্যয়ী কবির কাছে পূর্ণেন্দু পত্রীর কবিতাকে মনে হয় আলোয় গড়া জ্যোৎস্না। কেন না, এই কাব্যজ্যোৎস্নায় একটু প্রতিবাদ, একটু প্রেম আর একটু বিদ্রোহ আছে বলেই পূর্ণেন্দু পত্রী হয়ে আছেন নতুন আলোর আলোক কবি। তাঁর কবিতায় উঠে আসে সাহসের তলোয়ারের পাশাপাশি ভালো বাসার লাল গোলাপও।'

অথচ এই পূর্ণেন্দু পত্রীই যখন ছড়া লিখেছেন ছোটদের জন্য, সে ভাষা কৌতুকময়, প্রাণবন্ত, উচ্ছ্বল এবং চূড়ান্ত উইট-সমৃদ্ধ। তাঁর লেখা 'রাম-রাবণের ছড়া' পড়ে খুদেরা যত না হেসেছে, তাদের বাবা-মায়ের নিশ্চিত হেসেছেন তার চেয়ে অনেক বেশি। 'আতাগাছে তোতা পাখি, ডালিমগাছে মৌ/ রাবণরাজা দেখতে পেলেন একা রামের বৌ' সীতাহরণের এহেন প্রিলিউড পূর্ণেন্দু পত্রী ছাড়া কেউ রচনা করতে পারতেন কিনা, সন্দেহ থেকে যায়। বাচ্চাদের জন্য লেখা তাঁর আলটুং ফালটুং, ম্যাকের বাবা খ্যাঁক বা ইল্লিবিল্লি-র মতো বই বাংলা শিশু সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ স্থান করে নিয়েছে।

তবে এ লেখার গোড়াতেই যেমন বলেছি, কবি পূর্ণেন্দু পত্রী বা ছড়াকার পূর্ণেন্দু পত্রীর পাশাপাশিই রয়েছে তাঁর গদ্যকার তথা প্রাবন্ধিক সত্তা। পূর্ণেন্দু পত্রী এক সার্থক গদ্যকার, প্রাবন্ধিক এবং পুরনো কলকাতার ইতিহাসের প্রথম দিককার ক্রনিকলার। পুরনো কলকাতা সম্পর্কে প্রায় ডজনখানেক বই লিখেছিলেন তিনি। কলকাতার রাজকাহিনী, এক যে ছিল কলকাতা, কলকাতার আদিপর্ব, কী করে কলকাতা হল, পুরনো কলকাতার কথাচিত্র এমন একের পর এক বইতে তিনি ধরে রেখেছেন পুরনো কলকাতার ধুলোবালি, মানুষজন, গাড়িঘোড়া।

বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখা তাঁর প্রবন্ধ পরবর্তীকালে সংকলিত হয়ে বই আকারে প্রকাশিত হয়েছে, যার মধ্যে 'কালি কলম মন' বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। একটি সাময়িকপত্রে এই নামে ধারাবাহিক ফিচার লিখতেন পূর্ণেন্দুবাবু। দেশজ ভাষায় ভিনদেশি শিল্পী-সাহিত্যিকদের সৃষ্টি নিয়ে সে সব লেখায় তথ্য ও অনুভূতির মিশেল ঘটেছিল। চিত্র-ভাস্কর্য, চলচ্চিত্র, সাহিত্যের শিল্পরীতি নিয়ে তাঁর নিজস্ব পর্যবেক্ষণ ও অভিব্যক্তি ছিল

পাঠকের কাছে বাড়তি পাওনা। সঙ্গে অবশ্যই তাঁর চমৎকার গদ্য। জীবনের উপান্তে পৌঁছে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে গভীর গবেষণা করতে শুরু করেছিলেন পূর্ণেন্দুবাবু। ১৯৯৬ সালে, তাঁর প্রয়াণের বছরখানেক আগে প্রকাশিত হয় এই গবেষণালব্ধ বই 'বঙ্কিম যুগ'।

নতুন করে বঙ্কিমকে আবিষ্কার করতে করতে এক অন্য স্তরে নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। তাঁর সম্পর্কে সংবাদপত্রে এক আলোচনায় গৌতম চক্রবর্তী লিখেছিলেন, ' আমাদের পূর্বসূরিরা যাবতীয় তর্কশীলতা নিয়েও বিষয়ের প্রতি কী রকম শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, বৃহৎ বাঙালি কী ভাবে এক নিঃশ্বাসে রোদাঁ থেকে রিলকে হয়ে লোকশিল্পকে নিয়ে আসত আতপ্ত সংরাগে' তার প্রমাণ তিনি পেয়েছেন পূর্ণেন্দু পত্রীর প্রবন্ধ পড়েই। পূর্ণেন্দুবাবুর বঙ্কিম বিষক গবেষণা প্রসঙ্গে তিনি আরও লিখেছিলেন ঃ ১৮৭৫ সালে বঙ্গদর্শন-এ বঙ্কিম প্রবল ক্ষোভে লেখেন, যে আকবর বাদশাহের আমরা শতমুখে প্রশংসা করিয়া থাকি, তিনিই বাঙ্গালার কাল। টোডরমলের নীতিতে জমির রাজস্ব বেড়েছে, এবং বাড়তি টাকাটা বাংলার কাজে লাগছে না, সটান চলে যাচ্ছে দিল্লির রাজকোষে। হাল আমলের হোয়াটসঅ্যাপ বিশ্ববিদ্যালয় এ বার উক্তিটা কেটেছেঁটে বঙ্কিমকে সুবিধেমাফিক বাঙালি বা হিন্দু, যে কোনও জাতীয়তাবাদের পুরোধা ভাবতে পারে। কিন্তু পূর্ণেন্দু পাশাপাশি জানান, এই প্রবন্ধের ঢের পরে রাজসিংহ, সীতারাম লেখা হয়েছিল। তা হলে? পূর্ণেন্দুর সিদ্ধান্ত, গোটাটাই প্রতিভার স্ববিরোধিতা। নিজের চিন্তাকে নানা ভাবে সম্প্রসারণ করতে চাইতেন বলেই বঙ্কিম সাম্য প্রবন্ধ লিখেও তা ছাপার পর প্রত্যাহার করেন। কৃষ্ণচরিত্র-এর প্রথম ভাগে যা লিখেছিলেন, গ্রন্থাকারে তা আমূল পরিবর্তিত। স্বভাবসিদ্ধ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বঙ্কিম সেই বইয়ের ভূমিকায় লেখেন, জীবনে আমি অনেক বিষয়ে মত পরিবর্তন

করিয়াছি খ কে না করে ?দ বাঁধা গতের বাইরে, স্ববিরোধী পদচারণাতেই প্রতিভার সিদ্ধি।

এ থেকেই বোঝা যায় তাঁর লেখনীর, বিশ্বাসের, মতামতের, অনুভবের স্বচ্ছন্দ পদচারণা বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে, স্তর থেকে স্তরান্তরে। কখনও সেখানে তাঁর বহুকালের বন্ধু সত্যজিৎ রায়ের সুদীর্ঘ উপস্থিতি, কখনও শেক্সপিয়রের বাড়িতে দাঁড়িয়ে তাঁর সাহিত্যকৃতি নিয়ে কথোপকথন, কখনও 'আমার ছেলেবেলা' বলে স্মৃতিকথনের স্রোতে ভেসে যাওয়া, কখনও শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সেই বিখ্যাত এলেজি, তোকে আমরা কী দিইনি শক্তি?

ঝমাঝমম মাদল হয়ে বাজবি বলে তোকে দিয়েছি চাইবাসার প্রত্যেকটা ফ্লুরোসেন্ট রাত। যথেচ্ছারের সুখে মাতাল হাতির মতো ঘুরবি বলে তুলে দিয়েছি জলদাপাড়ার জঙ্গল। দেদার ঘুমের জন্যে গোটা জলপাইগুড়ি জেলাটাকেই বানিয়ে দিয়েছি তোর মাথার বালিশ। মুখে যাতে মাছি না-বসে, ভুবনেশ্বরের দুপুরগুলো চামর দুলিয়ে গেছে সারাক্ষণ। শুধু তোর জন্যই হাওড়া স্টেশনে জিরোতে দিইনি দূরপাল্লার কোনও ট্রেনকে। স্টিমারে স্টিমারে ভোঁ বাজিয়ে জাহাজ, যুদ্ধজাহাজ, সাবমেরিনদের বলেছি, সরে যাও, শক্তি এখন সাঁতার কাটবে সমুদ্রে। ভূমিকম্পের আগে সতর্কতা জানাতে কলকাতার সমস্ত সাইরেন উপুড় করে দিয়েছি তোর মুঠোয়। ভারতবর্ষের যে-কোনও ডাকবাংলোর কনকনে কালো রাতগুলোকে বলা ছিল, ও কখন আসবে ঠিক নেই, কিন্তু আসবেই, কেয়ারটেকার যেন লণ্ঠনটা জ্বালিয়ে রাখে।

তোকে আমরা কী দিইনি, শক্তি? মঞ্চে সবার আগে চেয়ার পেতে দিয়েছি তোকে। মাইকে সবার আগে তোর নাম। লিটল ম্যাগাজিনে সবার আগে তোর পদ্য। আড্ডায় সবার আগে তোর গান। যখন পা টলমল, জড়িয়েছি বুকে। যখন চোখ হারিয়েছে ঘরে ফেরার ঠিকানা, পৌঁছে দিয়ে এসেছি সদরঘরের দরজায়। যখন উদ্ধত, বলেছি ; শান্ত হ। যখন শান্ত, বলেছি ; শোনা তোর শঙ্খ স্বর। যখন স্বেচ্ছাচারী, বলেছি; তুই কিন্তু গৃহী। যখন গৃহস্থ, এগিয়ে দিয়েছি ট্যুরিজমের ম্যাপ। তোকে আমরা কী দিইনি, শক্তি? তুই নিখোঁজ। আমরা পাহাড়ে -মেঘে-জলস্তম্ভে বাজিয়ে দিয়েছি কাড়া-নাকাড়া। তুই বিপন্ন। আমরা প্রতিপক্ষের দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছি কামান-বন্দুকের মুখ। তুই পুরস্কৃত, আমরা ঝনঝনিয়ে উঠেছি রাগে। আমরা স্মৃতি-অ্যালবামে সাজিয়ে রেখেছি তোর একশো রকমের ছবি। আমাদের দৈনন্দিন হাসি -ঠাট্টা ভরাট হয়ে থাকত তোর দুশো রকমের দস্যিপনার গপ্পে। তুই কবিতা পড়বি। আকাশ ঝেঁটিয়ে জড়ো করেছি সমস্ত রঙের মেঘ। তুই নাচবি। সমস্ত আসবাব সরিয়ে বিছিয়ে দিয়েছি মোলায়েম মখমল। তোকে আমরা কী দিইনি, শক্তি? বাংলা আকাদেমির প্রাঙ্গণে সেদিন তোর কী বরবেশ! কপালে চন্দনের রাজটীকা। মনে হচ্ছিল, চশমা খুলে উঠে বসার আগে একটু গা-এলানো বিশ্রাম বুঝি। খানিক পরেই পড়বি শান্তিনিকেতনে লেখা নতুন কবিতা। তখনও ভাবছি চুল্লি ভয় পাবে আগুনকে। আগুন পড়ে নেবে শোকযাত্রীদের মুখরেখা। শেষ বিউগল কিছুতেই বাজাতে পারবে না কলকাতার কান্না। তখনও ভাবছি, দৈববাণীর মতো বলে উঠবি; যেতে পারি, কিন্তু কেন যাব? তবে এই সবকিছুর পরেও আরও অন্তত দু'জন পূর্ণেন্দু পত্রী থাকেন, যাঁদের উপযুক্ত মূল্যায়ন হয়তো বাঙালি এখনও করে উঠতে পারেনি। তাঁরা হলেন, শিল্পী পূর্ণেন্দু এবং চলচ্চিত্রকার পূর্ণেন্দু। শেষেরজনকে এখনও বাঙালি ঠিক বুঝে উঠতে পেরেছে কিনা, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ জাগে। ষাটের দশকে প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্প 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' অবলম্বনে করা পূর্ণেন্দু পত্রীর প্রথম ছবি 'স্বপ্ন নিয়ে' সে সময় বিদগ্ধমহলে যথেষ্ট সাড়া ফেললেও আমবাঙালির ছবিঘরে সেভাবে জায়গা পায়নি। এমনকী লেখকের নিজেরও সে ছবি নাকি পছন্দ হয়নি। অভিনয় করেছিলেন মাধবী মুখোপাধ্যায়, অরুণ মুখোপাধ্যায়, বিজন ভট্টাচার্য, রবি ঘোষ, চারুপ্রকাশ ঘোষ, শিউলি মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। পরের ছবি স্ত্রীর পত্র (১৯৭২)-এর জন্য জাতীয় পুরস্কার ছাড়াও পেয়েছিলেন তাসখন্দ চলচ্চিত্র উৎসবে।

অর্ধবঙ্গেশ্বরী রানী ভবানীর গঙ্গাবাস 'বাংলার কাশী' বড়নগরে, বর্তমানে সেরা পর্যটন গ্রাম সম্পর্কে জানা

বিশেষ প্রতিবেদক

চলুন ঘুরে আসি অর্ধবঙ্গেশ্বরী রানী ভবানীর গঙ্গাবাস 'বাংলার কাশী' বড়নগরে, বর্তমানে সেরা পর্যটন গ্রাম। রানাঘাট থেকে লালগোলা প্যাসেঞ্জার ধরে পৌঁছে গেলাম জিয়াগঞ্জে। সেখান থেকে একটি টোটো নিয়ে বিখ্যাত বালুচরি

গ্রামকে পাশ কাটিয়ে ঘাটে পৌছালাম। বেশ জমজমাট ঘাট ফেরি চলাচল করে ওপারে পৌঁছে গেলাম আজিমগঞ্জে। এই আজিমগঞ্জ হলো জৈনদের শহর, পৌরসভার নাম হল জিয়াগঞ্জ আজিমগঞ্জ। আজিমগঞ্জ থেকে যেতে হয় বাংলার কাশি রানী ভবানীর প্রিয় বড়নগরে। তবে তার আগে আজিমগঞ্জ শহরের নানা দর্শনীয় স্থান দেখা যেতে পারে। এখানেই রয়েছে নওলাক্ষা মন্দির নাহার কোঠারি দুধোরিয়া সহ জৈন ব্যবসায়ীদের প্রাসাদোপম বাড়িঘর। দেখা যেতে পারে মসজিদরূপী জৈন মন্দির বহু চূড়া ছবি তো নিম নাথজি মহারাজ মন্দির। তবে আজিমগঞ্জের সেরা দর্শনীয় স্থান অবশ্যই বড়নগর রানী ভবানী যতগুলি মন্দির তৈরি করেছিলেন সবগুলি এখন নেই তা সত্ত্বেও যতগুলি বেঁচে রয়েছে সেগুলি দেখতে গোটা দিন চলে যাবে। এই গ্রাম এখনও প্রাচীন বাংলার সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য বহন করছে। বর্তমানে যে মন্দিরগুলি সেই সময়ের ইতিহাস বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে তার মধ্যে অন্যতম 'চার বাংলা' মন্দির। এই গ্রামেই রয়েছে রানি ভবানীর প্যালেস এবং চার বাংলা মন্দির। এই দুই প্রাচীন স্থাপত্য মূলত বড়নগরের আকর্ষণ। টেরাকোটার কাজের জন্যই মূলত বিখ্যাত এই মন্দিরগুলি যা দেখতে দেশ বিদেশ থেকে মানুষ মুর্শিদাবাদের ছোট্ট এই গ্রামটিতে ভিড় করেন প্রতিবছর। অষ্টাদশ শতাব্দীতে নাটোরের রানী ভবানী এখানে বসবাস করেছিলেন, সেই সূত্রে গড়ে তুলেছেন একের পর এক মন্দির। নাটোরের রাজাদের গঙ্গাবাস ছিল বড়নগরে। রানী ভবানী ছিলেন অর্ধ বঙ্গেশ্বরী। বড়নগরে টেরাকোটা মন্দির কমপ্লেক্সের অধীনে চার বাংলা মন্দির ছাড়াও রয়েছে অন্যান্য মন্দির। শিব, কালী, বিষ্ণু প্রভৃতি বিভিন্ন হিন্দু দেবতার মন্দির এখানে রয়েছে। মন্দিরের গায়ে রয়েছে হিন্দু পুরাণের নানা ঘটনাবর্ণিত ছবি। রানি ভবানী স্বয়ং অষ্টাদশ শতকে এই মন্দিরগুলি তৈরি করিয়ে ছিলেন। তাঁর সময়ে এই বড়নগর গ্রামটি 'ভারতের বারাণসী' নামে পরিচিত ছিল। তিনি বড়নগরকে কাশীধামের সঙ্গে তুলনা করে একের পর এক মন্দির গড়েছিলেন প্রায় অর্ধ কিমি ব্যাসার্ধ জুড়ে। মন্দিরময় বড়নগর দেখতে হলে আজিমগঞ্জ ঘাট থেকে ডানদিকে একটি টোটো নিয়ে এগিয়ে চলুন। প্রথমেই পড়বে পঞ্চানন শিবের মন্দির। শিব ঠাকুরের এখানে পাঁচটি চোখ বা আনন তাই নাম পঞ্চানন শিব। সামান্য উত্তর দিকে এগিয়ে গেলে ১৭৬০ সালে নির্মিত একটি চার বাংলা মন্দিরের সামনে পৌঁছে যাবেন। মন্দিরটি তিন খেলানযুক্ত প্রবেশপথে চতুষ্কোণ চত্বরের মধ্যে অবস্থিত। ভিত্তিবেদির উচ্চতা প্রায় দেড় মিটার। এই চার বাংলা মন্দিরের মূল দেবতা শিব ঠাকুর। মন্দিরের গাত্রে টেরাকোটা নানা প্লেট রয়েছে, নানা অলংকরণের মধ্যেও রয়েছে বৈচিত্র্য। রামায়ণ এবং মহাভারতের বিভিন্ন ঘটনা টেরাকোটার কাজের মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, এ ছাড়া নানা পৌরাণিক আখ্যান এই চার বাংলার মন্দিরে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এক কথায় অপূর্ব এই মন্দিরটি গোটা বাংলায় নজর কাড়ে দর্শনার্থীদের ও গবেষকদের। জনশ্রুতি রয়েছে, রানির মেয়ে তারাসুন্দরীও ছিলেন অপূর্ব সুন্দরী। রানির মেয়ে নবাব সিরাজউদ্দৌল্লার নজরে চলে আসে। একদিন মেয়ে প্রাসাদের ছাদে চুল শুকোচ্ছিলেন। কথিত আছে, নবাব সিরাজউদৌল্লা তাঁর বাসভবনের সামনে ভাগীরথীতে দু'দিন বজরায় নোঙর ফেলে কাটিয়ে দেন। মেয়ের উপর সিরাজের নজর পড়েছে এই আতঙ্কে মেয়েকে নিয়ে বড়নগর ছাড়েন রানি ভবানী। এক আত্মীয়ের সাহায্যে মেয়েকে পাঠিয়ে দেন কাশীতে। সেখানেই বড়নগরকে বারাণসী বানানোর স্বপ্ন। সাজানো গোছানো এই গ্রামকে তুলনা করা হতো বারাণসীর সঙ্গে। এখনও ছবির মতো সুন্দর এই গ্রাম। বড়নগরের সঙ্গে ইতিহাসের বহু অধ্যায় জড়িত রয়েছে। এই মন্দির টি দেখে এবার এগিয়ে চলুন আরও একটু উত্তরের দিকে তারপর সামান্য পশ্চিমে গেলেই পড়বে অষ্টকোন বিশিষ্ট অভিনব আকৃতির ভবানীশ্বর শিল্প মন্ডিত একটি মন্দির। এই মন্দিরটিকে বলা হয় মুর্শিদাবাদে নিজস্ব শৈলীতে গড়া মন্দির। ১৭৫৫ সালে রানী ভবানী এই অনন্য কীর্তি সম্পন্ন ভবানীশ্বর মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যে মন্দিরের পঞ্চের কারু কাজ সকলের নজর কাড়ে। মন্দিরটির উচ্চতা ১৮ মিটার মন্দিরের চূড়া গম্বুজাকৃতি, দেখলে মনে হবে উল্টানো পদ্মফুল। এই মন্দিরের সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছে পদ্মের আটটি পাপড়ি আটদিকে বিকশিত আবার প্রবেশদ্বারও রয়েছে আটটি মন্দিরকে ঘিরে অলিন্দ রয়েছে চারিদিকে। মন্দির গুলি আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক সংরক্ষিত। রানী ভবানী এখানে তার কন্যা তারা সুন্দরীকে নিয়ে বাস করতেন। তারাসুন্দরীও ছিলেন মায়ের মত ধর্মপরায়ণা নারী। তিনি এখানে একটি গোপাল মন্দির তৈরি করেছিলেন, সেই গোপাল মন্দিরের পূজো অর্চনা নিয়েই তার সময় কাটতো। যদিও গোপাল মন্দিরটি আজ জীর্ণ দশা প্রাপ্ত, সংস্কারের প্রয়োজন। তাছাড়া গোপাল মন্দিরের দেবতাও রাজবাড়ীতে স্থানান্তরিত হয়েছে। এই গোপাল মন্দিরের দুদিকে দুটি শিব মন্দির রয়েছে কিন্তু সেগুলোরও ভগ্ন দশা অবস্থা, সংস্কারের প্রয়োজন। কিন্তু বহু বছর ধরেই হচ্ছে না বলে স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযোগ করেন। এই শিব মন্দির গুলির বামদিকেই রয়েছে রানী ভবানীর প্রতিষ্ঠিত রাজ রাজেশ্বরী মন্দির, যে মন্দিরে অষ্টধাতুর মূর্তি রয়েছে। দশভূজা মহিষমর্দিনীর মূর্তি রয়েছে পুত্রকন্যা সহ অর্থাৎ দেবী দুর্গা এখানে গণেশ কার্তিক ও লক্ষ্মী সরস্বতী সহ পূজিত হন। কারুকার্য দেখার মত। এছাড়া এখানে পুজিত হন দারুনির্মিত মদন গোপাল জয় দুর্গা করুণাময়ী মহালক্ষ্মী বিষ্ণু ইত্যাদি দেবদেবী। এখানেই বাসগৃহ রানী ভবানীর।

উত্তর কুমারের কাছে অভিনয় পেশা নয় নেশা

শঙ্করলাল কর্মকার

অগ্নিশ্বর সিনেমাটি তৈরীর আগে পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় সিনেমার চিত্রনাট্য উত্তমকুমারকে পড়ে শোনাবেন। সেইজন্যে সময় চাইলেন। উত্তমকুমার কয়েকদিন পর সন্ধ্যা ৭টায় সময় দিলেন। বর্ষা কাল। অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় নির্দিষ্ট দিনে গেলেন উত্তমকুমারের বাড়ি। চিত্র নাট্য পড়ে শোনাতে রাত ১০ টা বেজে গেল। ইতিমধ্যে প্রবল বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে।উত্তমকুমার বললেন, আজ আপনাকে বাড়ি যেতে হবে না। ফোনে বলে দিন। কাল সকালে ব্রেক ফাস্ট করে যাবেন। অরবিন্দ বাবু তাই করলেন। রাত ১১টায় উত্তমকুমার খাওয়া দাওয়ার পর অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় কে গেস্ট রুমে পৌঁছে দিয়ে বললেন, এই ঘরে কোনও অ্যাটাচ বাথরুম নেই। আপনাকে এই বারান্দার শেষে গিয়ে বাথরুমে যেতে হবে। উত্তমকুমার যাওয়ার আগে চিত্রনাট্যের খাতাটা অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে গেলেন।

এরপর রাত্রি ২টো নাগাদ অরবিন্দ বাবুর বাথরুম যাওয়ার দরকার পড়লো। বাথরুমে গেলে বারান্দার শেষে যেতে হবে উত্তমকুমারের ঘরের পাশ দিয়ে। অরবিন্দ বাবু বাথরুম যাওয়ার সময় দেখলেন যে উত্তমকুমারের ঘরে আলো জ্বলছে ও কথা বলার শব্দ ভেসে আসছে। বিষয় টা অরবিন্দ বাবুকে কিছুটা অবাক করল। বাথরুম থেকে ফেরার সময়ও অরবিন্দ বাবু দেখলেন উত্তমকুমারের ঘরের দরজা তখন ও একটু খোলা, ঘরে আলো জ্বলছে ও কথা বলার শব্দ ভেসে আসছে। কৌতূহল বশত অরবিন্দ বাবু দরজার ফাঁক দিয়ে ভেতরে দেখলেন। ওই ঘরটি ছিলো উত্তমকুমারের বেডরুম। পুরো ঘরের দেওয়াল গুলি জুড়ে বড়ো বড়ো আয়না লাগানো থাকতো আর উত্তমকুমার ওই আয়না গুলির সামনে দাঁড়িয়ে রিহার্সাল করতেন। অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় অবাক হয়ে শুনলেন যে উত্তমকুমার অগ্নিশ্বর সিনেমাতে তাঁর চরিত্রের সংলাপ গুলি বলছেন। অরবিন্দ বাবু কিছুই বুঝতে পারলেন না। উনি আবার গেস্টরুমে এসে শুয়ে পড়লেন। পরদিন সকালে উত্তমকুমারের সঙ্গে ব্রেকফাস্ট খেতে খেতে অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় আগের রাতের ঘটনার কথা উত্তমকুমারকে বললেন। উত্তমকুমার বললেন, ওটা সেরকম কিছু নয়। আমাকে অগ্নিশ্বর সিনেমাতে ডাক্তারের চরিত্রে অভিনয় করতে হবে। আমার এক জ্যাঠা মশায় ছিলেন ডাক্তার। আপনার চিত্রনাট্য শোনার সময় বিষয়টি আমার মাথায় আসে। সেইজন্যে রাত্রে ওই জ্যাঠা মশাইয়ের মত হাঁটা চলা, কথা বলে দেখছিলাম। আপনাকে পরে আমি দেখাবো সিনেমার শুটিংয়ের সময়। অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় অবাক হয়ে গেলেন। সবেমাত্র চিত্রনাট্যটি পড়ে শোনানো হয়েছে। কোনও চুক্তি পত্র সই হয়নি। প্রযোজক ঠিক হয়নি। কিন্তু উত্তমকুমার অগ্নিশ্বর সিনেমার নিজের চরিত্র নিয়ে ভাবতে শুরু করে দিয়েছেন। এই জন্যই হয়তো তিনি মহানায়ক হতে পেরেছেন। আসলে মহানায়ক উত্তক কুমার সব ব্যাপারে খুবই সিরিয়াস ছিলেন। তিনি সব কিছুকে গভীরভাবে গ্রহণ করতেন। অভিনয় করতে গিয়ে কী করে চরিত্রের সঙ্গে নিজেকে একেবারে মিলিয়ে ফেলতে হবে তা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতেন এটা স্বীকার করে গিয়েছেন বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী মান্না দে। অ্যান্টনী ফিরিঙ্গি ছবিতে মান্না দে যেসব গান গেয়েছিলেন তাতে লিপ দেওয়ার আগে অনবরত নিজের কণ্ঠে সেই সব গান গাইতেন এবং ভাবনা করতেন

পুলিশের তৎপরতায় ঘরে ফিরল নাবালিকা, খুশি পরিবার

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ বুধবার রাতে পূর্ব বর্ধমানের মেমারি গ্রামীণ হাসপাতালে ইতঃস্তত ঘোরাঘুরি করছিল এক নাবালিকা। কিছুক্ষন তার গতিবিধি পর্যবেক্ষন করে ডিউটিরত অস্থায়ী হোমগার্ড সুমন বাগ এবং রঞ্জিত টুডু। তারা লক্ষ্য করেন যে ওই নাবালিকা মেয়েটি রাতে হাসপাতালের প্রাঙ্গণে একা ঘোরাঘুরি করছে। বিষয়টি সন্দেহজনক মনে হওয়ায় তারা দ্রুত আর টি মোবাইল অফিসার এসআই শৈলেন্দ্রনাথ রায়কে অবহিত করেন। খবর পেয়ে এসআই শৈলেন্দ্রনাথ রায় দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান। মেয়েটির সাথে কথা বলে জানা যায়, তার বাড়ি কাছাকাছি এলাকায়। সে জানায়, বিকেলে বাবার বকাঝকায় অভিমান করে সে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পরেছে। পরে স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় এবং সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করে মেয়েটিকে উদ্ধার করে নিরাপদে তার পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেয় পুলিশ। মেয়েটির পরিবারের লোকজন মেমারি পুলিশের এই তৎপরতায় কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

নানান অভিযোগ তুলে রেশন ডিলারকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামবাসীরা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্য সরকার চালু করেছে দুয়ারে সরকার রেশন ব্যবস্থা। অথচ রেশন ডিলার গ্রামে গিয়ে ফিঙ্গার নিয়ে রেশন সামগ্রী বিলি বণ্টন করছেন নিজের বাড়ি থেকে। তাতেও আবার কারচুপি করছেন। কম পরিমাণে দিচ্ছেন বরাদ্দ রেশন সামগ্রী। এমনই নানান অভিযোগ তুলে রেশন ডিলারকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামবাসীরা। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে মালদার মানিকচকের নিরঞ্জনপুর এলাকায়। বিক্ষোভকারী গ্রাহকদের অভিযোগ, সরকারি নিয়মে দুয়ারে সরকার রেশন ব্যবস্থা চালু থাকলেও, তাদের রেশন ডিলার শুধুমাত্র গ্রামে গিয়ে গ্রাহকদের ফিঙ্গার নেন। এরপর তিনি নিজের বাড়ি থেকেই রেশন সামগ্রী বিলি বণ্টন করেন। তাও কম পরিমাণে। এছাড়াও কোন কোন গ্রাহককে প্রতিমাসে রেশন সামগ্রী দেওয়া হয়না। বিভিন্ন কৌশলে তাদের বরাদ্দ সামগ্রী রেশন ডিলার আত্মসা করেন। এর প্রতিবাদেই আজ তারা রেশন ডিলারকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান। এই বিষয়ে রেশন ডিলারকে ধরা হলে তিনি বলেন, নিরঞ্জনপুর গ্রাম রেশন দোকান থেকে দুশো মিটার দূরত্বের মধ্যে রয়েছে। তাই তিনি এই গ্রামের পরিবর্তে রেশন দোকান সংলগ্ন এলাকা থেকে রেশন সামগ্রী বিলি বন্টন করেন। তবে কম পরিমাণে রেশন সামগ্রী দেওয়া, গ্রাহকদের বঞ্চিত করার অভিযোগ সঠিক নয়। গ্রাহকরা মিথ্যা অভিযোগ করছেন।

দিনের পর দিন মহিলাদেরকে কুপ্রস্তাব, অভিযুক্ত পুলিস কর্মীর ভাইকে মারধর মহিলাদের

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ দেশের এ প্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত সর্বত্রই অহরহ দেখা মিলছে মহিলাদের ওপর হেনস্থার ছবি। এবার এমনই ঘটনার শিকার হলেন নদীয়ার শান্তিপুর থানার পৌর এলাকার মহিলারা এবং যিনি মহিলাদের কুপ্রস্তাব দিচ্ছেন তিনি একজন প্রাক্তন পুলিস কর্মী। দিনের পর দিন এলাকার মহিলাদেরকে কুপ্রস্তাব দেওয়ার অভিযোগে প্রাক্তন ওই পুলিস কর্মীর ভাইকে বেধড়ক মারধর করলেন এলাকার মহিলারা। ভাঙচুর করা হল পুলিসকর্মীর বাড়িও। পুলিস কর্মীর বিরুদ্ধে অভিযোগ, বিভিন্ন সময় এলাকার মহিলাদের তিনি কুপ্রস্তাব দিতেন শুধু তাই নয় এলাকার মানুষদেরকে প্রাক্তন পুলিস হওয়ার সুবাদে মিথ্যে মামলায় জড়িয়ে দেওয়াসহ পুলিসের প্রভাব খাটিয়ে এলাকাবাসীর সঙ্গে দুর্ব্যবহারও করতেন তিনি। এলাকার মহিলারা তাঁদের ক্ষোভ উগরে দিতে প্রাক্তন ওই পুলিস কর্মীর বাড়িতে ভাঙচুর করেন এবং ওই পুলিসকর্মীর ভাইকে বেধড়ক মারধর করেন তাঁরা। নদীয়ার শান্তিপুর পৌরসভার ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের রামনগর চর পুরাতন মাহাতো পাড়ার বাসিন্দারা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ওই পুলিস কর্মীর উপর। এলাকাবাসীর জানিয়েছেন, এক বছর আগে ওই পুলিস কর্মী এলাকাতে বাড়ি করে এবং তারপর থেকেই বিভিন্ন সময় এলাকাবাসীর সঙ্গে বাগবিতণ্ডা করতে থাকেন তিনি। শুধু তাই নয় পুলিসের প্রভাব খাটিয়ে তাঁদেরকে একাধিক মিথ্যে কেস করে ফাঁসান তিনি। তিনি প্রাক্তন পুলিস কর্মী হওয়ায় এলাকার মানুষদের ওপর প্রভাবশালী ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করতেই মূলত পুলিশকে দিয়ে রীতিমতো ভয় দেখিয়েছেন বলে জানাচ্ছেন এলাকাবাসী। এই ঘটনায় অতিষ্ঠ হয়ে বৃহস্পতিবার সকালে ওই প্রাক্তন পুলিস কর্মীর বাড়িতে চড়াও হন এলাকার প্রমীলা বাহিনীরা। হাতে লাঠি এবং ঝাঁটা নিয়ে তাঁর ভাইকে বেধড়ক মারধর করে তাঁরা। একই সঙ্গে ওই পুলিসকর্মীর বাড়িতেও ভাঙচুর চালান মহিলারা। ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন শান্তিপুর থানার পুলিস। এলাকাবাসীর অভিযোগের ভিত্তিতে ওই পুলিস কর্মীর পরিবারের চারজনকে আটক করে নিয়ে যায়। যদিও প্রাক্তন ওই পুলিস কর্মীর দাদা তপন মণ্ডল দাবি করেছেন, তারা বাড়ি কেনার পর থেকেই এলাকার লোকজন তাদের বাড়ির জায়গা থেকে মাটি কেটে নিয়ে যায় এবং বিভিন্ন সময় তাদের থেকে এলাকার মানুষ টাকা চায় এবং তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগ তুলে ফাঁসানো হচ্ছে বলেও দাবি করেন।

সিভিক ভলেন্টিয়ারকে মারধর, গ্রেপ্তার ২

দুরন্ত বার্তা, পূর্বস্থলী, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের নাদনঘাট থানার অন্তর্গত নসরতপুর এলাকায় কর্তব্যরত এক সিভিক ভলেন্টিয়ারকে মারধরের ঘটনায় গ্রেপ্তার ২। ধৃতদের এদিন বৃহস্পতিবার পাঠানো হলো কালনা মহকুমা আদালতে। ধৃতরা হলেন জালাহাটি ঘোষপাড়ার বাসিন্দা সুদীপ্ত ঘোষ ও আশীষ ঘোষ। জানা গেছে গতকাল রাতে সরস্বতী পূজো উপলক্ষ্যে ডিউটি করার সময়, গভীর রাতে মদ্যপ অবস্থায় কোথায় যাচ্ছেন এই কথা জিজ্ঞাসা করাতেই ওই দুই যুবক সিভিক ভলেন্টিয়ারের সাথে তর্কবিতর্ক তে জড়ায়। এরপরই সিভিক ভলেন্টিয়ার কে মারধর করে বলে অভিযোগ ধৃতকে ৭ দিনের পুলিশি হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানিয়ে এদিন তোলা হয় কালনা আদালতে।

উদ্‌যাপিত হলো নর্তেশ্বর কালচারাল সেন্টার এর ভগীরথ নৃত্য উৎসব ২০২৫

দুরন্ত বার্তা, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ নর্তেশ্বর কালচারাল সেন্টারের উদ্যোগে গত সম্প্রতি বেহালা শরৎ সদনে অনুষ্ঠিত হলো ভগীরথ নৃত্য উৎসব ২০২৫। সহযোগিতায় ছিলো ভারত সরকার সংস্কৃতি মন্ত্রক। অনুষ্ঠানের শুরুতে নর্তেশ্বর কালচারাল সেন্টারের প্রথম নিবেদন ছিলো ওডিসি নৃত্য আঙ্গিকে

নরসীমা - লক্ষী - ধ্যানম। ওডিসি নৃত্য গুরু ও নর্তেশ্বর এর কর্ণধার অধ্যাপিকা ড. পুস্পিতা মুখোপাধ্যায় এই নৃত্য পরিচালনায় বিশেষ কৃতিত্বের দাবি রাখে। নর্তেশ্বর এর ছাত্রছাত্রীদের সমবেত এই ওডিশি নৃত্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষন করে। এই নৃত্যানুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. স্বরুপ প্রসাদ ঘোষ, কলামণ্ডলম গুরু শঙ্কর নারায়ণন এবং চিত্রগ্রাহক তরুণ বোস। অনুষ্ঠানে মণিপুরী নৃত্য পরিবেশন করেন ড. পুখরামবাম লীলাবতী দেবী। কথাকলি পরিবেশন করেনগুরু শঙ্কর নারায়ণন এবং গুরু সুচেন্দ্রানাথন। তৃপর্ন নৃত্যে নজর কাড়েন ড. অর্পিতা ভেঙ্কটেশ, ড. দেবস্মিতা মুখার্জী এবং প্রান্তিকা মুখার্জী। কুচিপুরী নৃত্য পরিবেশন করেন ববি চক্রবর্তী ও শুভ জানা। কথক নৃত্য পরিবেশন করেন সন্দীপ মল্লিক এবং সোনারপুর নাদম। এই নৃত্য উৎসবে বিরল প্রতিভা পুরস্কারে সম্মানিত হলেন গুরু কলা মন্ডলম শঙ্কর নারায়ণন। সুচারু সংযোজন ছিলেন সমরর্পিতা চন্দ্র। সমগ্র এই নৃত্য উৎসব এর ভাবনা, পরিকল্পনায় ছিলেন অধ্যাপিকা ড. পুস্পিতা মুখোপাধ্যায়। ব্যবস্থাপনায় ছিলেন সুময়ী মুখার্জী। সব মিলিয়ে সমগ্র নৃত্যানুষ্ঠানটি সকলের নজর কাড়ে।

স্করপিও ও বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ, ঘটনাস্থলেই মৃত্যু যুবক সহ ২ জনের

দুরন্ত বার্তা, নবদ্বীপ, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ তীব্র গতির বাইকের সঙ্গে স্করপিও গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনায় মৃত্যু হল যুবক সহ দুজনের। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সন্ধ্যায় নবদ্বীপ কৃষ্ণনগর রাজ্য সড়কে কানাইনগর ভালুকা বটতলা পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন এলাকায়। ঘটনায় মৃত্যু হওয়া দুই বাইক আরোহীর নাম উজ্জ্বল ভাদুড়ী (২৮) ও অরূপ সেন (১৬)। মৃতদের বাড়ি নবদ্বীপ থানার অন্তর্গত মুকুন্দপুর ভাদুড়ীপাড়া এলাকায়। দুর্ঘটনার জেরে বেশ কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হয়ে যায় নবদ্বীপ কৃষ্ণনগর রাজ্য সড়ক। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানতে পারা যায়, বুধবার সন্ধ্যায় বিশেষ একটি কাজে মুকুন্দপুরের বাড়ি থেকে সম্পর্কে আত্মীয় যুবক সহ দুজন বাইকে চড়ে কোতোয়ালি থানার বিষ্ণুপুরের দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় কানাইনগর ভালুকা বটতলা পেট্রোল পাম্পের কাছে উল্টো দিক থেকে আসা একটি স্করপিও গাড়ির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটলে রাস্তায় ছিটকে পড়ে মারাত্মকভাবে জখম হন যুবক সহ দুজন। দুর্ঘটনার আকস্মিকতায় প্রাথমিকভাবে হতচকিত হয়ে গেলেও ঘটনাস্থলে ছুটে আসে স্থানীয় বাসিন্দারা। অন্যদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় নবদ্বীপ থানার পুলিশ। ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছাতেই দেহ দুটিকে রাস্তায় রেখে সাময়িকভাবে বিক্ষোভ দেখায় ক্ষুব্ধ জনতা। শেষ মেষ ক্ষুব্ধ জনতাকে বুঝিয়ে যুবক সহ দুজনের দেহ উদ্ধার করে শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে পাঠায় পুলিশ। জানা যায়, মৃত দুজনের মধ্যে অরূপ সেন শহরের অন্যতম প্রাচীন নবদ্বীপ হিন্দু স্কুলের দশম শ্রেণীর পড়ুয়া ছিল। বৃহস্পতিবার রাতে দেহ দুটি ময়নাতদন্তের পর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় নবদ্বীপ মহাশ্মশানে। ঘটনায় ঘাতক স্করপিও ও দুর্ঘটনাগ্রস্থ বাইকটিকে আটক করেছে পুলিশ। সামগ্রিক ঘটনায় স্কুল ও পরিবারে নেমে আসে গভীর শোকের ছায়া।

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/(জেনারেল), পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, পূর্ব রেলওয়ে, কলকাতা–৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই–টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **টেন্ডার নংঃ ইএলইজি–ওটি–১১৮৭–২০২৪–২৫, কাজের বিবরণঃ** তিন (০৩) বছরের জন্য আরএমপিইউ এসজিএসি কোচেস্থিত ২৫ কেভিএ ইনভার্টার (মেক–মেসার্স মেধা সার্ভো)–এর সামগ্রিক বার্ষিক প্রিভেন্টিভ এবং ব্রেকডাউন রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। **টেন্ডার মূল্যঃ** ১,১৮,৩১,৪২৪ টাকা। **বায়না মূল্যঃ** ২,০৯,২০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্যঃ** ০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ৩৬ মাস। **টেন্ডার প্রকাশের তারিখঃ** ৩১.০১.২০২৫। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ২৪.০২.২০২৫ তারিখ দুপুর ২ টো। **টেন্ডার বিড খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ২৪.০২.২০২৫ তারিখ দুপুর ২ টো। **টেন্ডার বিডিং শুরুর তারিখঃ** ১০.০২.২০২৫। বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং সময়ে সময়ে ইস্যুকৃত সংশোধনী **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

SDAH-347/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in –এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

উচ্ছেদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ডেউচা-পাঁচামিতে

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ অবশেষে কাজ শুরু হয়ে গেল ডেউচা-পাঁচামিতে। কিন্তু কাজ শুরুর আগে বৃহস্পতিবার সকালে তাল কাটে। স্থানীয়দের একাংশ উচ্ছেদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখান। পরে প্রশাসনের হস্তক্ষেপে তা মিটেও যায় বলে দাবি জেলা প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকদের। বীরভূমের ডেউচা-পাঁচামি প্রকল্প নিয়ে গোড়ার দিকে বেশ কিছু রাজনৈতিক দল, পরিবেশ ও সামাজিক সংগঠন বিরোধিতা দেখিয়েছিল। নাগরিকদের একজোট করারও চেষ্টা করেছিল তারা। কিন্তু সরকারের 'প্যাকেজ' সেই ক্ষোভকে দানা বাঁধতে দেয়নি বলেই অভিমত প্রশাসনিক মহলের অনেকের। যেমন জেলাশাসক বিধান রায় বলেন, ' মুখ্যমন্ত্রীর প্যাকেজের জন্যই সকলে সহমত হয়েছেন।'' মহম্মদবাজারের ওই এলাকা জনজাতি অধ্যুষিত। ফলে সেখান থেকে তাঁদের সরিয়ে প্রকল্প তৈরি করা সরকারের কাছেও 'চ্যালেঞ্জ' ছিল। কারণ, বিষয়টি ' গত তিন বছর ধরে রাজ্য সরকারও তাড়াহুড়ো না করে ধীরেসুস্থে এগিয়েছে ডেউচা-পাঁচামিতে। বিকল্প বাসস্থানের পাশাপাশি নগদ টাকা, পরিবারের একজনকে হোমগার্ডে চাকরিতে নিয়োগপত্র দিয়েছে নবান্ন। বীরভূমের পুলিশ সুপার আমনদীপ বলেন, 'সকালের দিকে কিছু মানুষ বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন। কিন্তু তা মিটে গিয়েছে। মা-বোনেরা খুশি। এখানে স্থানীয়েরাই কাজ পাবেন। ছোটখাট কোনও সমস্যা হলে সকলে মিলে সমাধান করব। আশা করি দ্রুত প্রকল্প এগোবে।'

মা বাবার স্মৃতির উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ের চত্বরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আবক্ষ মূর্তি ও মঞ্চ প্রদান

দুরন্ত বার্তা, খড়িবাড়ি, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি নারায়ণ চন্দ্র নাথ তার কর্মজীবনে শেষ দিন ! খড়িবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের করনী নারায়ণ চন্দ্র নাথের কর্মজীবনে ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ হল রবীন্দ্র মূর্তি উপস্থাপনের মধ্যে দিয়ে। বৃস্পতিবার খড়িবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের করণীক নারায়ণ চন্দ্র নাথ তার কর্ম জীবনের অবসরের আগে তার মা - বাবার স্মৃতির উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ের চত্বরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আবক্ষ মূর্তি ও মঞ্চ উপহার প্রদান করলেন। এই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আবক্ষ মূর্তি এবং মঞ্চ পেয়ে খুশি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সাধনা সাহা। এই মঞ্চ বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠান করার কাজে লাগাতে পারবে। দীর্ঘদিন ধরে এই মঞ্চের অভাব ছিল বিদ্যালয়ে। বিভিন্ন জায়গায় বলা হয়েছিল কিন্তু আশ্বাস পেলেও পাওয়া সম্ভব হয়নি। অবশেষে আজ এই মঞ্চ পেয়ে খুশি জানান প্রধান শিক্ষিকা। বিদ্যালয়ে এই মঞ্চ পেয়ে নারায়ণ চন্দ্র নাথকে ধন্যবাদ জানান প্রধান শিক্ষিকা। অন্যদিকে, এই বিদ্যালয়ের পড়াশোনা করেছি, এই বিদ্যালয়ে করনী কাজে নিযুক্ত আছি। তাই কর্মজীবনে শেষ হত্তয়ায় আগে মা-বাবার স্মৃতি উদ্দেশ্য এই উদ্যোগ নিয়েছে বলে জানান নারায়ণ চন্দ্র নাথ । উপস্থিত ছিলেন জেলা স্কুল পরিদর্শক রাজীব প্রমানিক , প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান দিলীপ কুমার রায় সহ খড়িবাড়ির সমাজসেবকরা।

A – Public Notice For Legal Heir of IPRS

This notice is hereby issued on behalf of **M/s. The Indian Performing Right Society Limited ("IPRS")** having its registered office at 208, Golden Chambers, New Andheri Link Road, Andheri (W), Mumbai-400053 for the information of the public at large that a Resolution has unanimously been passed in the Board Meeting of the IPRS dated 10th December, 2019 pertaining to the induction of the Legal Heirs of the deceased members as Legal Heir Members (LHM) of the IPRS on the basis of submission of Affidavits and Indemnity Bonds as per the prescribed format duly affirmed by oath officers / Notary Public / concerned Govt. officers along with an undertaking of providing Succession Certificate and / or Legal Heir Certificate issued by the competent court of law or the concerned Govt. authority to the IPRS within a period of four years from the date of their enrolment as legal heir members. In case anyone has any objection, they may email at admin@iprs.org or write to us on the above address within 15 days of this notice.

The Indian Performing Right Society Limited (IPRS) has, post the requisite scrutiny of the documents submitted by the members following due process of law, enrolled the following legal heirs of the deceased members as Legal Heir Members till 8th November, 2024.

Sr. No.	IPI No	Name	Legal Heir Name	AD. Date	Region
1.	00584422930	PRAFULLA KAR	MANORAMA KAR	09/07/24	BHUBANESWAR
2.	00373595819	ABHIJIT BANERJEE	AMIT BANERJEE	16/09/24	KOLKATA
3.	00254246671	ABHIJIT BANERJEE	ABHISHEK BANERJEE	10/10/24	KOLKATA
4.		ABHIJIT BANERJEE	MAHASWETA BANERJEE	17/10/24	KOLKATA
5.	00055148190	AMAL KUMAR GHOSH	SANKHA GHOSH	18/10/24	KOLKATA

B - Public Notice for Tariff Consultation of IPRS

The Indian Performing Right Society Limited **("IPRS")** hereby issues this Public Notice for the urgent attention various user groups who utilize music and are liable to pay royalties to IPRS.

The primary objective of IPRS as a Copyright Society is to grant and issue licenses while collecting royalties. The said royalties are distributed to its members in accordance with provisions of Copyright Act, 1957 **("Copyright Act")** and its appurtenant rules. The IPRS is undertaking a revision of the Tariffs which were last revised in the year 2018 and is voluntarily seeking the inputs of the users of music who are liable to take a license from IPRS under the law. Towards this end IPRS invites the inputs by utilizing the link at **https://www.iprs.org/public-notices/.** The consultation is open for a period of 30 days from February 7, 2025 which can be emailed at tariff.consultation@iprs.org.

For The Indian Performing Right Society Limited
-Signed
208, Golden Chambers, New Andheri Link Road, Andheri (West), Mumbai - 400 053.
Dated this 7th day of February, 2025

a.k.®

জনসাধারণের জন্য সতর্কতামূলক বিজ্ঞপ্তি

সোশ্যাল মিডিয়া এবং অন্যান্য অননুমোদিত চ্যানেলের মাধ্যমে এ.কে. গ্রুপের প্রতারণামূলক উপস্থাপনা

এ.কে. ক্যাপিটাল সার্ভিসেস লিমিটেড এবং এর সহযোগী, সহযোগী এবং গ্রুপ কোম্পানিগুলির (সম্মিলিতভাবে এ.কে. গ্রুপ নামে পরিচিত) নজরে এসেছে যে কিছু অসাধু ব্যক্তি এবং সত্তা প্রতারণামূলকভাবে আমাদের প্রতিনিধি বলে দাবি করছে। এই ছদ্মবেশীরা হলেনঃ

(ক) হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যোগদানের জন্য বিনিয়োগকারীদের প্রলুব্ধ করার জন্য সোশ্যাল মিডিয়ায় বিজ্ঞাপন তৈরি করা এবং নিশ্চিত ও অবাস্তব রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিনিয়োগের টিপস দেওয়া।
(খ) সোশ্যাল মিডিয়া, কল এবং অন্যান্য অননুমোদিত মাধ্যমে যাচাই না করা স্টক সুপারিশ শেয়ার করা।
(গ) আমাদের সাথে যুক্ত থাকার মিথ্যা দাবি করে ভুয়ো মোবাইল অ্যাপ তৈরি এবং পরিচালনা করা।
(ঘ) আমাদের এইবিআই নিবন্ধন নম্বরের অপব্যবহার
(ঙ) সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ('এসইবিআই') এর সাথে নিবন্ধিত হওয়ার **ভুয়ো দাবি** ব্যবহার করে বিনিয়োগকারীদের বিভ্রান্ত করা।
(চ) জনসাধারণকে প্রতারিত করার জন্য আমাদের পরিচালক শ্রী বিকাশ জৈন সহ এ.কে. গ্রুপের **মিথ্যা বিবরণ প্রদর্শন** করা।

এই কার্যকলাপগুলি সম্পূর্ণ অননুমোদিত এবং বিনিয়োগকারীদের বিভ্রান্ত করার লক্ষ্যে, আর্থিক ক্ষতির কারণ হয়।

এ.কে. গ্রুপ স্পষ্ট করেঃ

(ক) **আমরা ইক্যুইটি এবং / অথবা সিদ্ধান্তমূলক পরামর্শমূলক পরিষেবা প্রদান করি না।**
(খ) আমরা **কখনই কোনও আর্থিক সিকিউরিটির জন্য রিটার্নের প্রতিশ্রুতি বা গ্যারান্টি দিই না বা কোনও প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে স্টক স্থির আয়ের সিকিউরিটি টিপস দিই না।**
(গ) আমরা কেবল নিবন্ধিত ক্লায়েন্টদের সাথে লেনদেন করি এবং অফিসিয়াল চ্যানেলের মাধ্যমে যোগাযোগ করি।
(ঘ) আমরা কোনও পাবলিক হোয়াটসঅ্যাপ বা টেলিগ্রাম গ্রুপের সাথে যুক্ত নই, যেমন ''এম২০ এ.কে. ক্যাপিটাল সার্ভিসেস লিমিটেড এক্সচেঞ্জ গ্রুপ, ৫৬-৪ এ.কে সিকিউরিটিজ গ্রুপ ড্রিম সেট সেইল'' ইত্যাদি।

নিজেকে রক্ষা করুনঃ আমরা আপনাকে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করার অনুরোধ করছি এবং জনসাধারণকে অনুরোধ করছিঃ

- বিনিয়োগ পরামর্শ প্রদানকারী অযাচিত কল, বার্তা বা সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট **উপেক্ষা করুন এবং ব্লক** করুন।
- যাচাই না করা অ্যাপ ডাউনলোড করা এড়িয়ে চলুন
- কোনও হোয়াটসঅ্যাপ বা চ্যাট গ্রুপে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানোর জন্য **কোনও লিঙ্কে ক্লিক করবেন না** কারণ এটি আপনাকে ম্যালওয়্যার বা ফিশিং আক্রমণের ঝুঁকিতে ফেলতে পারে।
- অজানা ব্যক্তিদের সাথে কোনও সংবেদনশীল তথ্য, যেমন ব্যাঙ্কের বিবরণ বা লগইন শংসাপত্র **শেয়ার করা এড়িয়ে চলুন**।
- **সর্বদা** আপনাকে বিনিয়োগের সুযোগ প্রদানকারীর পরিচয় এবং নিবন্ধনের স্থিতি যাচাই করুন।
- **ডিএনডি পরিষেবাগুলি** সক্ষম করুন এবং প্রতারণামূলক নম্বরগুলি টেলিকম রেগুলেটরি অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (টিআরএআই) (https://sancharsaathi.gov.in/sfc/) কে রিপোর্ট করুন।
- **এনএসই** (https://www.nseindia.com/regulations/unsolicited-messages-report), অথবা **বিএসই** (https://www.bseindia.com/attention_investors.aspx) অথবা **এসইবিআই**-তে সন্দেহজনক কার্যকলাপের প্রতিবেদন করুন।
- এই ধরণের বিষয়গুলি আপনার নিকটতম **সাইবার ক্রাইম সেলকে** https://cybercrime.gov.in/ ঠিকানায় জানান অথবা যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ১৯৩০ নম্বরে সাইবার সেল হেল্পলাইনে যোগাযোগ করুন।
- আমাদের অফিসিয়াল ডোমেইন, **'akgroup.co.in'** থেকে নয় এমন ইমেল গ্রহণ করবেন না।

এ.কে. গ্রুপের প্রতারণামূলক ছদ্মবেশ ধারণ সম্পর্কিত উদ্বেগের জন্য, আমাদের সাথে যোগাযোগ করুনঃ complianceaakgroup.co.in

অস্বীকৃতিঃ এ.কে. গ্রুপ অননুমোদিত বা প্রতারণামূলক উপস্থাপনা থেকে উদ্ভূত যেকোনো ক্ষতির জন্য সমস্ত দায় অস্বীকার করে। আমাদের প্রতিনিধিত্ব করার দাবি করে এমন যেকোনো যোগাযোগের সত্যতা সর্বদা যাচাই করুন।

জনস্বার্থে জারি করেছেনঃ এ.কে. গ্রুপঃ কর্পোরেট অফিসঃ ৬০১-৬০৪, ৬ষ্ঠ তলা, উইন্ডসর, সিএসটি রোডের বাইরে, কালিনা, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বই-৪০০০৯৮, অফিসিয়াল ওয়েবসাইটঃ https://www.akgroup.co.in/।

বিনিয়োগকারী সচেতনতা সংক্রান্ত উপাদানগুলি এখানে অ্যাক্সেস করা যেতে পারেঃ https://www.akgroup.coin/docs/Cautionary_Notice_to_the_Public_16122024.pdf

দ্য রামেশ্বর জুট মিলস লিমিটেড

সিআইএনঃ এল১৭১১০ডব্লুবি১৯৩৫পিএলসি০৪৬১১১
রেজি. অফিসঃ ৯/১, আর. এন. মুখার্জী রোড, কলকাতা-৭০০০০১
টেলিফোন নং.ঃ ০৩৩-২২৬২ ৪৪১৩ (এক্সটেনশন ৮৬০)
ই-মেলঃ rjm.ho@rjm.co.in, ওয়েবসাইটঃ www.rameshwarajute.com

৩১.১২.২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক / নয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবৃতির উদ্ধৃতি, পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক ০৬.০২.২০২৫ তারিখে অনুমোদিত

(টাকা লক্ষে)

ক্রম. নং.	বিবরণ	তিন মাস সমাপ্তি	আগের তিন মাস সমাপ্তি	অনুরূপ তিন মাস আগের বছরের শেষ হয়েছে	বর্তমান সময়ের জন্য বছর থেকে তারিখ পরিসংখ্যান শেষ	আগের বছরের শেষ নয় মাস হয়েছে	পূর্ববর্তী শেষ সময়ের জন্য বছর থেকে তারিখের পরিসংখ্যান
		৩১.১২.২০২৪	৩০.০৯.২০২৪	৩১.১২.২০২৩	৩১.১২.২০২৪	৩১.১২.২০২৩	৩১.০৩.২০২৪
		(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)
১	অপারেশন থেকে মোট আয় (নেট)	১৩.১৫	১৫.৬০	৩.২৯	৩২.৩৩	২১.১৮	৩২.০৩
২	সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অতি-সাধারণ আইটেমের আগে)	(৪৮.০৫)	(৫০.৮৮)	(৭৭.৩৬)	(১৫৯.০৫)	(২৩৮.৫৮)	(৩০৮.০০)
৩	সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) করের আগে, (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অতি-সাধারণ আইটেমের পরে)	(৪৮.০৫)	(৫০.৮৮)	(৭৭.৩৬)	(১৫৯.০৫)	(২৩৮.৫৮)	(৩০৮.০০)
৪	সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) করের পরে, (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারন আইটেমের পরে)	(৪৮.০৫)	(৫০.৮৮)	(৭৭.৩৬)	(১৫৯.০৫)	(২৩৮.৫৮)	(২৮০.৮৮)
৫	সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয়/(ক্ষতি) {(কর পরে) এবং অন্যান্য সময়ের জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত ব্যাপক আয় (কর পরে)}	(৭৮.৩০)	৫৯.৪৮	(৯ ৮৩)	৩৬৮.০৯	২৩৪.৫৯	(৩৪.৫৭)
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২৬.৬১	২৬.৬১	২৬.৬১	২৬.৬১	২৬.৬১	২৬.৬১
৭	রিজার্ভ (আগের বছরের ব্যালেন্স শীটে দেখানো পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ ব্যতীত)	-	-	-	-	-	
৮	শেয়ার প্রতি আয় (১০ টাকা প্রতিটি) (বার্ষিক নয়) ক) মৌলিক	(১৮.০৬)	(১৯.১২)	(২৯.০৭)	(৫৯.৭৭)	(৮৯.৬৬)	(১০৫.৫৭)
	খ) মিশ্র	(১৮.০৬)	(১৯.১২)	(২৯.০৭)	(৫৯.৭৭)	(৮৯.৬৬)	(১০৫.৫৭)

মন্তব্যঃ

(ক) ক) উপরোক্ত তথ্যটি এসইবিআই (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং রেগুলেশনের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ত্রৈমাসিক অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফর্ম্যাটের একটি অংশ। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাটটি কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.cse-india.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটঃ http//rameshwarajute.com/quartarly_results.php এ পাওয়া যাবে। নীচে প্রদত্ত কিউআর কোড স্ক্যান করেও এটি অ্যাক্সেস করা যেতে পারে।

খ) কোম্পানি (ভারতীয় অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস) নিয়ম, ২০১৫ অনুসারে ৩১.১২.২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবৃতিতে কোনও ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ আইটেম সমন্বয় করা হয়নি।

দ্য রামেশ্বর জুট মিল লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
চেয়ারম্যান
ডিআইএন - ০০৮৬৯২২২

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ০৬.০২.২০২৫

South Dum Dum Municipality
Nager Bazaar, Kolkata - 700 074
Tender Notice No
Tande Notice Date 6/2/2005
NOTICE INVITING E-TENDER

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc, for the work of e-Tender **NIT No. 797/2/2024-2025** dated 06/02/2025 under South Dum Dum Municipality. For details log on to **w.w.w.wbtenders.gov.in**./contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required.
Last date of E-Submission: **18/2/2025**
Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.
Executive Officer
South Dum Dum Municipality

South Dum Dum Municipality
Nager Bazaar, Kolkata - 700 074
Tervder Nottu No 799
Tender Notice Date 6/2/2025
NOTICE INVITING E-TENDER

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of e-Tender NIT No. **799/2/2024 2025 dated 06/02/2025** under South Dum Dum Municipality. For details log on to **w.w.w.wbtenders.gov.in.**/contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required. (Prebid Meeting Held on **10/02/2025.2.00 pm to 3.00 pm**)
Last date of E-Submission: **18/2/2025**
Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.
Executive Officer
South Dum Dum Municipality

বাজাজ অ্যালিয়ানজ লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড
নিবন্ধিত অফিসঃ বাজাজ অ্যালিয়ানজ হাউস, বিমানবন্দর রোড, ইয়েরওয়াড়া, পুনে - ৪১১০০৬
ফোনঃ ০২০ ৬৬০২৬৭৭৭

জনসাধারণের বিজ্ঞপ্তি

১৮ নভেম্বর ২০২৪ তারিখের আমাদের নোটিশের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এতদ্বারা জানাচ্ছি যে, বাজাজ অ্যালিয়ানজ লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের অফিস, যা জে কে মিলেনিয়াম সেন্টার, দ্বিতীয় তলা, নং ৪৬-ডি, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা - ৭০০০১৬-এ অবস্থিত, তার নতুন ঠিকানা বাজাজ অ্যালিয়ানজ লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডে স্থানান্তরিত হবে, যা কনস্ট্যান্টিয়া, প্রথম তলা, ১১, ইউ. এন. ব্রহ্মচারী রোড, কলকাতা ৭০০০১৭-এ অবস্থিত, -২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ থেকে কার্যকর হবে।

বাজাজ অ্যালিয়ানজ লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড
নিবন্ধিত অফিসঃ বাজাজ অ্যালিয়ানজ হাউস, বিমানবন্দর রোড, ইয়েরওয়াড়া, পুনে - ৪১১০০৬
ফোনঃ ০২০ ৬৬০২৬৭৭৭

জনসাধারণের বিজ্ঞপ্তি

১৮ নভেম্বর ২০২৪ তারিখের আমাদের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে আমরা এতদ্বারা জানাচ্ছি যে বাজাজ অ্যালিয়ানজ লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের অফিসটি নর্থ লেক রোড, জেলা বিজ্ঞান কেন্দ্রের কাছে, সারদা পল্লি, ওয়ার্ড নং ১, পুরুলিয়া জেলা, পিন-৭২৩১০১, পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত, যা ১০ মার্চ ২০২৫ থেকে কার্যকর হবে। এটি বাজাজ অ্যালিয়ানজ লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের ৪র্থ তলা, নাইটিংগেল বিল্ডিং, রাঁচি রোড, পোস্ট- পুরুলিয়া, থানা-পুরুলিয়া, জেলা পুরুলিয়া (শহর), পিন-৭২৩১০১, পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e - TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil), Borough-II, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work :
NIT No.: KMC/EE(C)/BR II/012/040/2024-2025
Name of the Work : **Restoration of IP and paver block surface at 21/C, Mohan Lal Street, 28 Radha Kanta Jew Street, 43/2/C, Ultadanga Road and other different places in Ward No-12 (disturbed by different PU agency)**; Estimated Cost (including GST & CESS) : **₹2,99,949.21;** Earnest Money : **₹6,000.00**; Period of Completion : **20 Days**; Last Date and Time of submission of bid : **17.02.2025 up to 11 a.m.**; Bid will be opened on : **19.02.2025 at 11 a.m.**; The bid forms and other details will be available on and from **07.02.2025 at 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil), BR-V, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work :
NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/041/36/2024-2025/BUSTEE
Name of the Work : **Development of bustee passage at Madan Mohan Burman Street with some allied works in Ward No-41**; Estimated Cost (including GST & CESS) : **₹2,49,588.81;** Earnest Money : **₹5,000.00**; Period of Completion : **30 Days**; Last Date and Time of submission of bid : **18/02/2025 - 11 a.m.**; Date and Time of opening of Tender : **20/02/2025 - 11 a.m.**; The bid forms and other details will be available on and from **07/02/2025 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil)/Br.-VIII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work :
NIT No.: KMC/EE(C)/BR-VIII/084/22/2024-2025/D
Name of the Work : **Restoration of paver block and IPS on footpath near 5 Andul Raj Road, 97/4, 109/28 Hazra Road, 6/C M.P. Road etc. in Ward No. 84 disturbed by CESC and natural wear and tear**; Estimated Cost (including GST & CESS) : **₹4,02,047.80;** Earnest Money : **₹8,100.00**; Period of Completion : **120 Days**; Last Date and Time of submission of bid : **19/02/2025 - 12 noon**; Date and Time of opening of Tender : **21/02/2025 - 12 noon**; The bid forms and other details are available on and from **08/02/2025 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil), Borough-X, KMC invites e-tender online percentage rate in two bid system for the following work :
NIT No.: EEC/BX/092/032/2024-2025
Name of the Work : **Restoration of asphaltum road surface and IPS passage disturbed by W.S. Dept. near premises no. 28/1 Jheel Road, 31 R.N. Das Road, Rathin Banerjee Lane etc. in Ward No-92, BR.-X**; Estimated Value (including GST & CESS) : **₹2,42,359.44;** Earnest Money : **₹5,000.00**; Time of Completion : **60 Days**; Last Date and Time of submission of bid : **18.02.2025 - 12 noon**; Date and Time of opening of Bid : **20.02.2025 - 12 noon**; The bid forms and other details are available on and from **07.02.2025 (from 5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil), Borough-XI, KMC invites e-tender percentage rate in two bid system for the following works :
1. NIT No.: KMC/EEC/XI/113/064/24-25/R/BUSTEE
Name of the Work : **Improvement of passage at 210, Bansdroni Govt. Colony and surrounding bustee area in Ward No- 113**; Estimated Value (including GST & CESS) : **₹4,50,279.27;** Earnest Money : **₹9,100.00**; Time of Completion : **30 Days**; Last Date and Time of submission of bid : **19.02.2025 - 12 noon**; Date and Time of opening of Bid : **21.02.2025 - 12 noon**; The bid forms and other details are available on and from **11.02.2025 (from 5 p.m.)**
2. NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XI/110/073/24-25/R
Name of the Work : **Restoration of asphalt road damaged by water supply at Valley Park premises 143 to 3 & premises P-26A to 2A/1 in Ward No. 110, BR-XI**; Estimated Amount (including GST & CESS) : **₹1,94,598.33;** Earnest Money : **₹4,000.00**; Period of Completion : **30 Days**;
3. NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XI/110/064/24-25/R/BUSTEE
Name of the Work : **Construction of R.C.C slab for surface drain at Sardar Para beside of H/O Sikha Sardar to backside of H/O Santosh Sardar (bustee area) in Ward No. 110, BR-XI**; Estimated Amount (including GST & CESS) : **₹1,88,203.61;** Earnest Money : **₹4,000.00**; Period of Completion : **45 Days**;
4. NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XI/110/072/24-25/R
Name of the Work : **Restoration of C.C Road at Sreerampur North 125 to 96 East 26 to 147 & Briji 10 to 93 & surrounding area in Ward No. 110, BR-XI**; Estimated Amount (including GST & CESS) : **₹1,16,012.69;** Earnest Money : **₹2,500.00**; Period of Completion : **30 Days**;
5. NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XI/112/041/2024-25/R (2nd Call)
Name of the Work : **Maintenance of existing park near 10 Sukanta Sarani in Ward No. 112**; Estimated Amount (including GST & CESS) : **₹1,59,983.22;** Earnest Money : **₹3,300.00**; Period of Completion : **40 Days**; Last Date and Time of submission of bid : **17/02/2025 - 12 noon** (for Sl. no. 2 to 5); The tender will opened on : **19/02/2025** (for Sl. no. 2 to 5); The bid forms and other details are available on and from **08/02/2025 (5 p.m.)** (for Sl. no. 2 to 5); The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 1 to 5)

The Executive Engineer (Civil), Br-XV, KMC invites e-tender online percentage rate two bid systems for the following work :
NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/137/020/2024-2025/D/MPLAD
Name of the Work : **Development of drainage system by laying SW pipe, near holding no. R-129, R-35 at Masjid Talab Lane under Ward No. 137**; Estimated Cost (including GST & CESS) : **₹4,99,388.39;** Earnest Money : **₹10,000.00**; Period of Completion : **90 Days**; Last Date and Time of submission of bid : **18/02/2025 - 11 a.m.**; Date of opening of tender : **20/02/2025 - 11 a.m.**; The bid forms and other details are available on and from **07/02/2025 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

1354/24-25

গৃহসজ্জা

ফেসবুকের প্রধান কার্যালয়ের ভেতরটা কেমন

যুক্তরাষ্ট্রের বে এরিয়ার প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান গুলোর ক্যাম্পাস বেশ বিস্তৃত আর কর্মীদের বিভিন্ন সুবিধাও দেয়। ১ হ্যাকার ওয়েতে অবস্থিত ফেসবুকের মেনলো পার্ক ক্যাম্পাস সে রকমই এক জায়গা, এককথায় দারুণ। ভেতরের ব্যবস্থা দেখলে একটা কথাই মনে হবে, এটা যেন একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ ক্ষুদ্র জগৎ। সান ফ্রান্সিসকো উপসাগরের ধারে ২৫০ একরের বেশি জায়গা নিয়ে করা এই ক্যাম্পাসে ৩০টি ভবন। অফিসের চেয়ে একে ছোটখাটো একটা শহর বললেও ভুল হবে না। যদিও ফেসবুক 'শহর' তকমাটি এড়িয়ে চলে। ক্যাম্পাসটি চার ভাগে বিভক্ত এবং এখানে কয়েক হাজার কর্মী কাজ করেন। আজ ফেসবুকের জন্মদিন। ২১ বছরে পা দেওয়া এই প্রতিষ্ঠানটির বেশ কয়েকটি কর্মক্ষেত্র আছে দুনিয়াজুড়ে। তার মধ্যে এই জায়গাটির বেশ সুখ্যাতি। ঢুঁ মারা যাক এর অন্দরে আর জেনে নেওয়া যাক, ঠিক কী কারণে এর এত সুনাম। ক্যাম্পাসের দুটি প্রধান ভবন হলো 'এমপিকে ২০' ও 'এমপিকে ২১'-এর নকশা করেছেন বিখ্যাত কানাডীয়-মার্কিন স্থপতি ও ডিজাইনার ফ্র্যাঙ্ক গেহরি। ফেসবুকের সদর দপ্তরটি স্টার্টআপ সংস্কৃতির সংগঠিত রূপটাকেই যেন তুলে ধরেছে। নির্মাণের সময় এমপিকে ২০ ছিল ৪৩ হাজার বর্গফুট আয়তনের, বলতে গেলে বিশ্বের সবচেয়ে বড় খোলামেলা অফিসই ছিল। ২৪ ফুট উঁচু সিলিংয়ের জায়গাটি ছিল বিশাল গুদামের মতো। ২ হাজার ৮০০ কর্মীর জন্য যথেষ্ট। কনফারেন্স রুম, কাজের জায়গা, রেস্তোরাঁ ও ক্যাফের মতো জায়গাগুলোকে ছোট ছোট কাঠামো দিয়েই বানানো। ফেসবুকের এই জায়গাটিতে এলে আধুনিক গ্রামের একটা অনুভূতি পাওয়া যায়। ২০১৫ সালে মার্ক জাকারবার্গ ফেসবুকে এক পোস্টে জানান, এমপিকে ২০-এর লক্ষ্য ছিল ফেসবুকের প্রকৌশলী দলগুলো যেন একসঙ্গে কাজ করতে পারে এবং একে অপরের সঙ্গে বিভিন্ন ধারণা যেন ভাগাভাগি করে নিতে পারে। এই চিন্তা থেকেই নিখুঁত একটা স্থান তৈরি করতে চেয়েছিলেন। ফেসবুকের ওকুলাস ভিআর টিমের একজন কর্মী যেন হোয়াটসঅ্যাপ টিমের একজনের সঙ্গে সহজেই কাজের জায়গা ভাগ করে নিতে পারেন। অফিসের কর্মীরা যেন চলাফেরা বেশি করেন, ডিজাইনে সে বিষয়টিও প্রাধান্য পেয়েছে। কারণ, এক জায়গায় বসে বসে কাজ করলে ভিন্ন ধারা বা বিপ্লবী ধারণার জন্ম হয় না। কর্মীরা চাইলে তাঁদের ডেস্ক রং করে বা আসবাব এদিকওদিক সরাতেও পারেন। এমনকি একটি পুরোনো আলমারিও আছে, যেটাকে একটা আর্কেডে রূপান্তরিত করা হয়েছে, যেখানে ভিআর গেম, ড্যান্স ড্যান্স রেভল্যুশনের মতো ক্ল্যাসিক গেম খেলার ব্যবস্থা আছে। মোটকথা, ভবনটির নকশা সহজ ও সাধারণ। স্থপতি চেষ্টা করেছেন ভবনটিতে যেন শুধু মৌলিক ও অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যগুলো থাকে। এ কারণে নকশা থেকে শুরু করে ভবনের নির্মাণকাজ শেষ করতে তিন বছরের বেশি সময় লাগেনি। স্থাপত্য সমালোচক ক্রিস্টোফার হার্থন অবশ্য খুব একটা ইতিবাচক ব্যাখ্যা দেননি। তিনি বলেছিলেন, রংহীন ইস্পাতের বিম, ঝুলে থাকা নানা ধরনের তারের মধ্যে কর্মচারীদের আধা লুকানো মাথা বের হয়ে আছে বড় বড় মনিটরের পেছন থেকে। জাকারবার্গ অবশ্য এই নকশার পেছনের তত্ত্ব তুলে ধরে বলেছেন, 'ভবনটির নকশা বেশ সহজ। অভিনব নয়, তবে এর নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য আছে। আমরা চেয়েছিলাম, আমাদের স্থানটি যেন চলমান কাজের মতো মনে হয়। কর্মীরা যখন আমাদের ভবনে ঢুকবেন, আমরা চাই তিনি যেন অনুভব করেন যে বিশ্বকে সংযুক্ত করার জন্য আমাদের কতটা কাজ বাকি আছে এখনো।' এমপিকে ২০ ও এমপিকে ২১ ভবন দুটিকে যুক্ত করা হয়েছে ছাদে বসার একটি জায়গার মাধ্যমে। অ্যাম্ফিথিয়েটার ধাঁচে বানানো জায়গাটি 'দ্য বোল' নামে পরিচিত। তুলনামূলক নিচু বা বলা যায়, ডোবানো বসার জায়গাটির চারপাশে ঘিরে আছে গাছ। পাশাপাশি প্রতিটি বসার জায়গার কেন্দ্রে আছে গ্যাসের অগ্নিকুণ্ড, যেখানে আগুনের শিখা ইচ্ছেমতো জ্বালানো ও নেভানো যায়। ক্যাম্পাসের সবচেয়ে সুন্দর জায়গা নিঃসন্দেহে ছাদের গাছঘেরা জায়গাটি। ছাদের ৯ একর জায়গাজুড়ে করা বাগানটি ক্যাম্পাসের ওপরে। সাজানো ঝোপঝাড় ও পরিপক্ব গাছপালা ঘিরে রেখেছে ভবনটিকে। বাগানটি প্রাকৃতিকভাবে এলইইডি (লিডারশিপ ইন এনার্জি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল ডিজাইন) গোল্ড সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত। ভবনের ভেতরটা ঠান্ডা রাখার জন্য এটা বেশ কার্যকর। ছাদটিতে আছে করাতের দাঁতের মতো দেখতে প্রচুর কাচের প্যানেল। এই প্যানেলগুলো সূর্যের আলো গ্রহণ করে। পুরো ভবনটির চারপাশ, ওপর ও নিচের অংশ এমনভাবে বানানো হয়েছে যে তা কর্মীদের ভেতরে ও বাইরে হাঁটাহাঁটির জন্য আদর্শ। ফেসবুকের মতে, পুনর্ব্যবহার করার কারণে বছরে ১৭ মিলিয়ন গ্যালন জল সাশ্রয় করা সম্ভব হচ্ছে। ছাদে ১. ৪ মেগাওয়াট ফটোভোলটাইক প্যানেল আছে, যা বার্ষিক ২ মিলিয়ন কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করে।

এ ছাড়া জানালাগুলোয় আছে পাখিবান্ধব গ্লেজিং, যা বাইরের দৃশ্য পরিষ্কারভাবে দেখতে সহায়তা করে এবং দিনের আলো ভবনের ভেতর আসতে সহায়তা করে। এমপিকে ২১ মার্কিন গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিল কর্তৃক এলইইডি প্ল্যাটিনাম সার্টিফিকেট পেয়েছে। ভবনটি ৮৮১১০ পয়েন্ট অর্জন করায় ফেসবুকের যে কয়েকটি ভবন আছে দুনিয়াজুড়ে, তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হিসেবে খ্যাতি পেয়েছে। 'টাউন স্কয়ার' থেকে ক্যাম্পাসের ভেতর দিয়ে একটা উঠানের মতো আছে। যেটার চারপাশে আছে রেস্তোরাঁ, বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ও ৪০ ফুট লম্বা রেডউড গাছ। টাউন স্কয়ারটিকে হ্যাকার স্কয়ারও বলা হয়, যেখানে 'হ্যাক' শব্দটি এত বড় পাথরে লেখা আছে যে তা মহাকাশ থেকেও দেখা যায়। ক্যাম্পাসটিতে আছে অ্যানালগ রিসার্চ ল্যাব নামের একটি আর্ট স্টুডিও। ২০১০ সালে দুই ফেসবুককর্মী নিজের মনে করেই অব্যবহৃত গুদামঘর দখল করে স্টুডিও বানিয়ে নেন। পরবর্তী সময়ে এখানেই ফেসবুকের কর্মীরা স্ক্রিন প্রিন্টেড পোস্টার তৈরি করেন। যাতে লেখা আছে 'আপনি যদি ভয় না পেতেন, তবে কী করতেন?' ও 'দ্রুত ছুটুন এবং ভেঙে ফেলুন'-এর মতো স্লোগান। ক্যাম্পাসটির কেন্দ্রস্থলে ২০ হাজার বর্গফুটের একটা ইভেন্ট সেন্টার আছে, যেখানে পাতা আছে দুই হাজার আসন। কর্মীরা একে 'দ্য মিউজিয়াম' নামে ডাকেন। কারণ, প্রতিটি কক্ষের নামকরণ করা হয়েছে কোনো না কোনো বিখ্যাত জাদুঘরের নামে। মেইন স্ট্রিটে ফেসবুকের কর্মীদের জন্য আছে অনেক সুযোগ-সুবিধা। খাবারের দোকান ছাড়া আছে ড্রাই ক্লিনিংয়ের সেবা, বাইক মেরামতের দোকান এবং মেডিকেল ও দাঁত দেখভালের স্বাস্থ্যকেন্দ্র। কর্মীরা বার্ষিকভাবে শারীরিক পরীক্ষা, দাঁতের যত্ন, এমনকি ছোটখাটো অস্ত্রোপচারের জন্যও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যেতে পারেন। বিনা পয়সার খাবারের থেকে ভালো আর কী হতে পারে! ফেসবুকের প্রধান ক্যাফেটেরিয়া হলো 'এপিক ক্যাফে', সপ্তাহে পাঁচ দিন তিনবেলা বিনা মূল্যে খাওয়া যায় এখানে। পরিবেশন করা হয় ভূমধ্যসাগরীয়, ভারতীয়, ভিয়েতনামিসহ নানা দেশের খাবার।

চলতি ধারার সঙ্গে নিজের ভাবনার মিশেলে সাজিয়ে তুলুন আপনার বাড়ির অন্দর

শুরুর দিকের দিনগুলোর অনেকটা সময় শোবার ঘরেই নিভৃতে কাটান নবদম্পতিরা। কত কথা, কত ভাবনা। কত হাসি, কত কান্নার স্মৃতির আলোড়ন। কখনো চলে পুরোনো বইয়ের পাতা ওলটানো। এই ঘরের বারান্দায়ই নতুন একেকটা ভোরের সূচনা, বিকেল বা সন্ধ্যার আয়েশি সময়যাপন। সেই ঘরের দেয়ালের জন্য কোমল রংই ভালো। চলতি ধারাতেও শোবার ঘরের জন্য কোমল ধাঁচের রংই এখন জনপ্রিয়। ব্লাশ কিংবা আইভরি রং আধুনিক অন্দরে মানানসই। প্রশান্তি আর প্রেমের অনুভূতির জন্ম দেয় এমন রং। নিজস্ব এই পরিসরে লাক্সারি ম্যাট বা লাক্সারি সিল্কের রঙের ধারা ব্যবহার করতে পারেন। বসার ঘরের জন্যও লাক্সারি সিল্ক দারুণ। পরিবারের সবার সঙ্গে একটা লম্বা সময় কাটানো হয় এ ঘরে। সমুদ্রের নীলের মতো উজ্জ্বল,

প্রাণবন্ত রং বেছে নিতে পারেন বসার ঘরের দেওয়ালের জন্য। এ ঘরের ছাদে থাকতে পারে ধূসর রঙের ছোঁয়া। অতিথিদের থাকার ঘরের জন্য বেছে নিন কোমল ধাঁচের রং। খাবার ঘরে একটু হালকা, নিরপেক্ষ ধরনের রং ব্যবহার করতে পারেন। তবে আপনার সংসারের বয়স যাই হোক, বাড়িতে রং করাতে চাইলে কিছু বিষয় খেয়াল রাখুন ঘরের আকার, জানালার অবস্থান এবং আলোর উৎসের দিকে খেয়াল রেখে দেয়ালের রং বাছাই করুন, না হলে রং বাছাইয়ের ভুলে ঘরটা অন্ধকার দেখাবে। যেমন জানালার উল্টো পাশের দেয়ালে চকচকে ধরনের রং (গ্লসি ফিনিশ) ব্যবহার করতে পারেন। তাহলে জানালা দিয়ে আসা আলো দেয়ালে প্রতিফলিত হওয়ার সুযোগ থাকবে। ফলে ঘরটা আলোঝলমলে দেখাবে। ছোট মনে হবে না। ছোট আকারের ঘরের দেয়ালের জন্য গাঢ় শেডের রং উপযোগী না। বরং হালকা শেডের রং বেছে নেওয়া প্রয়োজন। তাতে ঘরটা বড় দেখায়।

বড় আকারের ঘরের দেওয়ালে বা বড় করিডরে গাঢ় শেডের রং ব্যবহার করুন। আরামদায়ক ও সুখকর অনুভূতি দেবে। রান্নাঘর ও বাথরুমের জন্য অবশ্যই ড্যাম্প প্রতিরোধী রং বেছে নিন। দেয়ালে এ ধরনের রং করানো হলে হুট করে লেগে যাওয়া দাগছোপ মুছে ফেলাও সহজ হবে। ড্যাম্পের ঝুঁকি থাকলে বাড়ির অন্যান্য ঘরের দেওয়ালের জন্যও এ ধরনের রং ব্যবহার করা ভালো। যে ঘরে শিশুরা থাকবে, সেই ঘরের জন্য এমন রং বেছে নিন, যাতে চোখ জ্বালা না করে এবং উৎকট গন্ধেরও সৃষ্টি না হয়। অর্থাৎ শিশুর সংবেদনশীল দেহে কোনো নেতিবাচক প্রভাব না পড়ে। বার্জারের ব্রিদ ইজি পেইন্টের রংগুলো থেকে প্যাস্টেল শেডের যেকোনো রং বেছে নিতে পারেন। তাতে শিশুর ঘরটা প্রাণবন্ত দেখাবে। আর শেষ কথা হলো, অন্দর আপনার রুচিশীলতার পরিচায়ক। নিজস্বতার পরিচয় রাখার এমন স্বাধীনতা আর কোথায়ই বা পাবেন! তাই নিজের মনের কথা শুনুন। চলতি ধারার সঙ্গে নিজের ভাবনার মিশেলে সাজিয়ে তুলুন আপনার বাড়ির অন্দর। আর অবশ্যই আপনার জীবনসঙ্গীর ভালো লাগার দিকেও খেয়াল রাখুন। দুজনে মিলে তবেই না সংসার! দুজনের একই সঙ্গে পথচলার জন্যই না এত আয়োজন।

সিআইএর সব কর্মীকে সরাতে চায় ট্রাম্প

যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার (সিআইএ) সব কর্মীকে আট মাসের বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিয়ে পদত্যাগ করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। দেশটির কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কর্মী কমিয়ে আনা এবং নিজের এজেন্ডা বাস্তবায়নের পদক্ষেপের অংশ হিসেবে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সিআইএর মুখপাত্র এবং এ প্রস্তাব সম্পর্কে অবগত দুটি সূত্র এসব তথ্য জানিয়েছে। তবে স্থানীয় সময় মঙ্গলবার পর্যন্ত জাতীয় নিরাপত্তা বিভাগের অধিকাংশ কর্মীর ক্ষেত্রে পদত্যাগের প্রস্তাব কার্যকর হয়নি। জাতীয় নিরাপত্তার কাজে তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা বিবেচনা করে এমনটি করা হয়নি বলে ধারণা করা হচ্ছে। সিআইএর পরিচালক জন র‍্যাটক্লিফ ব্যক্তিগতভাবে এ সিদ্ধান্তের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলে জানিয়েছে একটি সূত্র। জন র‍্যাটক্লিফ এর আগে যুক্তরাষ্ট্রের পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য ছিলেন এবং ট্রাম্পের প্রথম আমলে দেশটির জাতীয় গোয়েন্দা পরিচালকের (ডিএনআই) দায়িত্ব পালন করেছেন। ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতা গ্রহণের পর গত সপ্তাহে সিআইএর পরিচালক হিসেবে তাঁর নিয়োগ করেছে দেশটির পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ সিনেট। র‍্যাটক্লিফের এক সহযোগী বলেছেন, ট্রাম্প প্রশাসনের সিআইএ পশ্চিম গোলার্ধে বেশি মনোযোগ দিতে চাই। ঐতিহ্যগতভাবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিপক্ষ হিসেবে বিবেচিত হয়নি, এমন দেশগুলোকে তারা লক্ষ্যবস্তু করতে চায়। পদত্যাগের প্রস্তাবটি সিআইএর সব কর্মীর কাছে পাঠানো হলে সবাই তা গ্রহণ করতে পারবেন কি না, তা তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি। তবে কিছু নির্দিষ্ট পেশা এবং বিশেষায়িত জ্ঞানের দরকার আছে, এমন কিছু খাতের কর্মীদের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ থাকবে বলে জানিয়েছে একটি সূত্র। ধারণা করা হচ্ছে, কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যান্য বিভাগে যেভাবে একচেটিয়া কর্মী ছাঁটাই করা হয়েছে, সিআইএর ক্ষেত্রে তেমনটি হবে না। অন্য দুটি সূত্র বলেছে, যুক্তরাষ্ট্রের কর্মী ব্যবস্থাপনা অফিস (ওপিএম) গত সপ্তাহে জাতীয় গোয়েন্দা পরিচালকের কার্যালয়ের (ওডিএনআই) কিছু কর্মকর্তার পদত্যাগের বিষয়ে অভ্যন্তরীণ নির্দেশনা জারি করেছিল। সিআইএর কর্মীদের পদত্যাগের সিদ্ধান্তটি সাম্প্রতিক। গত সপ্তাহেও সংস্থাটির কর্মীরা ওই পদত্যাগ কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত হবেন কি না, সে বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত

হয়নি। তখন পর্যন্ত সংস্থাটির কর্মীরা কর্মসূচিভুক্ত হবেন কি না, তা নিয়ে আলোচনা চলছিল বলে জানিয়েছে একটি সূত্র। সিআইএর কর্মীদেরও ছাঁটাই কর্মসূচির আওতায় আনার বিষয়ে প্রথম খবর প্রকাশ করেছিল ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল। ট্রাম্প ও তাঁর মিত্ররা বিভিন্ন সময়ে দাবি করেছেন, সিআইএর গোয়েন্দা কর্মকর্তারা ডিপ স্টেটের অংশ। তাঁরা তাকে দুর্বল করতে বদ্ধপরিকর। যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের সর্বত্র কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মী ছাঁটাইয়ে ট্রাম্পের উদ্যোগ নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা হচ্ছে। মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মীদের প্রতিনিধিত্বকারী কয়েকটি সংগঠন ট্রাম্পের কর্মী ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে একটি মামলা করেছে। কর্মকর্তারা বলেছেন, ট্রাম্পের কর্মী ছাঁটাইয়ের পদক্ষেপটি প্রশাসনের ভেতরে 'কর্মশক্তি হ্রাস' করবে। ওপিএমের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবারের পরপরই কর্মী ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্ত কার্যকর হতে যাচ্ছে বলে ধারণা করা হচ্ছ

যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) সংস্কারের কথা ভাবছে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন। ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে সংস্থাটি পরিচালনার পরিকল্পনাও করছে তারা। এর বিনিময়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা থেকে বেরিয়ে যাবে না যুক্তরাষ্ট্র। সংশ্লিষ্ট সূত্র এবং রয়টার্সের হাতে আসা এ-সংক্রান্ত প্রস্তাবের নথিপত্র থেকে বিষয়টি জানা গেছে। ২০ জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট হিসেবে অভিষেকের আগেই ট্রাম্পের কাছে ওই নথি দেওয়া হয়েছিল। তাতে সুপারিশ করা হয়েছে, দ্রুত ডব্লিউএইচও থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নাম প্রত্যাহারের ঘোষণা করতে হবে। এ ছাড়া ২০২৭ সালে সংস্থাটির বর্তমান প্রধান তেদরোস আধানোম গেব্রেয়াসুসের মেয়াদ শেষের পর নতুন প্রধান হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের একজন কর্মকর্তার নাম ঘোষণার জন্য চাপ দিতে হবে। দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় বসার পরপরই ডব্লিউএইচও থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সদস্যপদ প্রত্যাহারের জন্য নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেন ট্রাম্প। এর জেরে ২০২৬ সালের জানুয়ারি নাগাদ সবচেয়ে বড় অর্থদাতাকে হারাতে যাচ্ছে সংস্থাটি। করোনা মহামারিকে ডব্লিউএইচও ভুলভাবে ব্যবস্থাপনা করেছে বলে অভিযোগ আনা হয় ট্রাম্পের নির্বাহী আদেশে। তবে এ অভিযোগ অস্বীকার করেছে সংস্থাটি। তখন থেকে ট্রাম্প বলে আসছেন, ডব্লিউএইচওকে 'পরিষ্কার' করা হলে, যুক্তরাষ্ট্র আবার সংস্থাটিতে ফিরে আসবে। তবে এর জন্য ডব্লিউএইচওকে কী করতে হবে, তা খোলাসা করে বলেননি তিনি। সূত্রের তথ্য অনুযায়ী, ট্রাম্প ক্ষমতায় বসার পর থেকে ডব্লিউএইচও সংস্কার প্রস্তাবটি আলোচনাধীন। তবে এই প্রস্তাবের অন্য সুপারিশগুলো ট্রাম্প আমলে নেবেন কি না, তা এখনো স্পষ্ট নয়। দিকে যুক্তরাষ্ট্রের পর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সদস্যপদ প্রত্যাহারের ঘোষণা করেছে আর্জেন্টিনাও। বুধবার দেশটির প্রেসিডেন্টের মুখপাত্র ম্যানুয়েল অ্যাদরনি বলেন, আর্জেন্টিনাকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা থেকে প্রত্যাহারের আদেশ দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট হাভিয়ার মিলে। স্বাস্থ্যবিষয়ক, বিশেষ করে কোভিড-১৯ সংক্রান্ত বিষয়গুলো সামলাতে ডব্লিউএইচওর ভূমিকা নিয়ে গভীর মতভিন্নতাগুলোকে কেন্দ্র করে এই আদেশ দেওয়া হয়েছে।

শিশু সারমেয় উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, হুগলী, ৬ ফেব্রুয়ারিঃ ডানকুনি থানার সাউথ স্টেশন পল্লির একটি বাড়িতে একটি মাস চারেক বয়সের শিশু সারমেয়কে আটকে রেখে নির্যাতনের অভিযোগ ওঠে। সমাজ মাধ্যমে পশুপ্রেমীদের একটি গ্রুপে ঘটনার কথা জানতে পেরে আশ্রয় হোম এন্ড হসপিটাল ফর এ্যানিম্যাল ওয়েলফেয়ার এ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা সক্রিয় হন। এলাকায় আশ্রয়ের প্রতিনিধিরা যান। স্থানীয় বাসিন্দা কৃষ্ণা মুখার্জি, সন্ধ্যা দে, সুবীর রায়, অভিজিৎ মুখার্জিরা আশ্রয়ের প্রতিনিধিদের জানান, প্রতিদিন নিয়ম করে দুবেলা লাঠি দিয়ে শিশুটিকে পেটানো হয়। শিশুটির আর্তনাদে বাতাস ভারি হয়ে ওঠে। আশ্রয়ের পক্ষ থেকে ডানকুনি থানায় যোগাযোগ করা হয়। ডানকুনি থানার পুলিশ গত ৩ ফেব্রুয়ারী ২০২৫ সরস্বতী পুজোর দিন আশ্রয় হোম এন্ড হসপিটাল ফর এ্যানিম্যাল ওয়েলফেয়ার এ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে শিশু সারমেয়টিকে উদ্ধার করে।

বিজ্ঞপ্তি

আমি প্রেমাঙ্কর ঘোষ, পিতা-শঙ্করনাথ ঘোষ, সাং 18B Raja Lane, P.S- Amherst St. kol-9, আমার নিকট হইতে 25/01/2025 এ দুইটি original দলিল খোয়া গিয়াছে, দানপত্র দলিল নং 03393 /2019, registered at A.R.A.-I. kolkata, মনিকা চৌধুরী, স্বামী- অমিতাভ চৌধুরী নামীয়, এক সাফ কোবালা দলিল নং- 02882/2019, registered at D.S.R-II, Alipore South 24 PGS, অমিতাভ চৌধুরী, পিতা - পি.বি. চৌধুরী নামীয় উভয়ের সাং- Flat No. 2A, Senjuti Apartt. P.S- Purba Jadavpur, Dist- South 24 PGS, আমি উপরোক্ত মর্মে হরিদেবপুর থানায় G.D. দায়ের করিয়াছি যাহার নং 2132 dt. 25/01/2025, কোন ব্যক্তি উক্ত দুইটি দলিল এর কোনরূপ সন্ধান পাইলে নিম্ন লিখিত ফোন নম্বরে -9831043147 যোগাযোগ করিবেন।

Name Change

I , A K Nath @ Amal Krishan Nath S/O- Subal Chandra Nath resident of Renaissance, P.O.- Natunganj, P.S.- Burdwan, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713102, have changed my name and shall henceforth be known as 'AMAL KRISHNA NATH' vide an affidavit before the Notary public at Purba Bardhaman on 04/02/2025. That A K Nath @ Amal Krishan Nath and Amal Krishna Nath both are same and one identical person.

Name Change

I , Parul Mondal D/O- Bipin Bihari Debnath resident of 23, Biswas Para Road, P.O.- Nabadwip, P.S.- Nabadwip, Dist- Nadia, West Bengal, PIN-741302, have changed my name and shall henceforth be known as 'PARUL DEBNATH' vide an affidavit before the Notary public at Purba Bardhaman on 04/02/2025. That Parul Mondal and Parul Debnath both are same and one identical person.

Name Change

I, ARIF BILLAH MIA and MOHAMMAD ARIF BILLAH MIYA (Old Name) S/O HAZI ABDUR RAHIM MIYA Residing at Maliadanga, P.O.-Fatepur, P.S.-Haringhata, District - Nadia, Pin - 741249, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as ARIF BILLAH MIYA (New Name) as declared before the Notary Public govt of India vide affidavit Dated 06-02-2025. ARIF BILLAH MIA and MOHAMMAD ARIF BILLAH MIYA (Old Name) and ARIF BILLAH MIYA (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, ACHIYA BIBI (Old Name) W/O ARIF BILLAH MIYA Residing at Maliadanga, P.O.-Fatepur, P.S.-Haringhata, District - Nadia, Pin - 741249, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as ACHIYA KHATUN BIBI (New Name) as declared before the Notary Public govt of India vide affidavit Dated 06-02-2025. ACHIYA BIBI (Old Name) and ACHIYA KHATUN BIBI (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, KOJAGARI SEN (Old Name) D/O SHATABDI DAS Residing at Vill-Jalalkhanbar, P.O.-Contai, District - East Medinipur, Pin - 721401, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as KOJAGORI SEN (New Name) as declared before the Notary Public govt of India vide affidavit Dated 06-02-2025. KOJAGARI SEN (Old Name) and KOJAGORI SEN (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Bisakha Saha (Old Name) W/o Kinkar Saha Residing at 166, Banku Behari Chatterjee Road,Vtc + P.o - Kasba, District - Kolkata, Pin - 700042 India have Changed my name and shall henceforth be known as Bishakha Saha (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 007/2025 Dated 06-02-2025. Bisakha Saha (Old Name) and Bishakha Saha (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Mustakur Rahaman alias Sk Mustakur Rahaman (Old Name) S/o Nashiruddin Sek Residing at Vill - Gobardhanpur, P.o - Kharuigarh, P.s - Patashpur, District - Purba Medinipur, Pin - 721429 West Bengal India have changed my name and shall henceforth be known as Mustakur Rahaman Sek (New Name) as declared before the Notary Public, Kolkata vide affidavit Dated 06-02-2025. Mustakur Rahaman, Sk Mustakur Rahaman (Old Name) and Mustakur Rahaman Sek (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I,Md Giasuddin S/o Mojammel Mondal Pandey Residing at Vill - Swarupnagar, P.o - Kachua Swarupnagar, P.s - Matia, District - 24 Pgs(N), Pin- 743293 West Bengal India shall henceforth be known as Giyasuddin Mondal. I declare that Md Giasuddin and Giyasuddin Mondal is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 06-02-2025.

Name Change

I, Md Mustaque Ahamed (Old Name) son of Late Md Nasiruddin, residing at Vill.- Furfura, P.O.- Furfura, P.S.- Jangipara, pin- 712706, W.B, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Md Mushtaque Ahmed (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 06/02/2025. Md Mushtaque Ahmed (New Name) and Md Mustaque Ahamed (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Farzana Khurshida (Old Name) wife of Sk Kamaruddin and daughter of Md Mushtaque Ahmed, residing at Vill.- Furfura, P.O.- Furfura, P.S.- Jangipara, pin- 712706, W.B, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Farzana Khursida (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 06/02/2025. Farzana Khursida (New Name) and Farzana Khurshida (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Hossain Shaikh Mozaffar (Old Name) son of Shaikh Atuar Hossain, residing at Vill.- Paschim Bhagabatipur, P.O.- Bhagabatipur Bazar, P.S.- Chanditala, Hooghly, pin- 712701, W.B, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Shaikh Mozaffar Hossain (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 06/02/2025. Shaikh Mozaffar Hossain (New Name) and Hossain Shaikh Mozaffar (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Md Raza Hussain (Old Name) son of Sk Anwar, residing at F-20 Shahi Astabal Lane, Garden Reach, Kolkata- 700024, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Md Sk Raza (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 06/02/2025. Md Sk Raza (New Name) and Md Raza Hussain (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Md Anwar (Old Name) son of Sk Ismail, residing at F-20 Shahi Astabal Lane, Garden Reach, Kolkata- 700024, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Sk Anwar (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 06/02/2025. Sk Anwar (New Name) and Md Anwar (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Mohammed Sameer Shamsi (Old Name) son of Md Shakil Shamsi, residing at 63, B.R.B.B. Road, Canning Street, 3rd Floor, P.O.- G.P.O.,P.S. - Burrabazar, Kolkata- 700001, W.B, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Md Sameer Shamsi (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 06/02/2025. Md Sameer Shamsi (New Name) and Mohammed Sameer Shamsi (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Monju Rani Sarker (Old Name) wife of Samir Sarker, residing at L.P. 12/16/11, Alipore Main Road, Nimta, Barrackpore, Pin- 700049, W.B, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Manju Rani Sarkar (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 06/02/2025. Manju Rani Sarkar (New Name) and Monju Rani Sarker (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I,Jadab Chandra Maity (Old Name) son of Late Basanta Maity, residing at Vill.- Lachhindrapur, East Medinipur, Pin- 721455, P.S.- Mandarmani Coastal, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Jadab Maity (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 31/01/2025. Jadab Chandra Maity (New Name) and Jadab Chandra Maity (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I RAHIMA KHATUN MONDAL W/O SARIFUL MANDAL MY NAME HAS BEEN WRONGLY WRITTEN AS ARJINA MONDAL WHICH IS WRITTEN IN MY HUSBAND'S PASSPORT AFFIDAVIT BY NOTARY AT RANAGHAT ON 22/1/25. I RAHIMA KHATUN MONDAL AND ARJINA MONDAL IS SAME PERSON. R/O DANAGARPAR P.O. BETNA P.S.- HANSKHALI, DIST NADIA.

Name Change

I, Imteyaz Akhtar S/o Shamsul Haque Residing at Naim Nagar D Block Old Court Durgapur, P.s - Durgapur, District - Paschim Bardhaman, Pin- 713203 West Bengal India shall henceforth be known as Saiyad Imteyaz Akhtar. I declare that Imteyaz Akhtar and Saiyad Imteyaz Akhtar is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 06-02-2025.

Name Change

I, Sahala Parvin W/o Saiyad Imteyaz Akhtar Residing at Naim Nagar D Block Old Court Durgapur, P.s - Durgapur, District - Paschim Bardhaman, Pin- 713203 West Bengal India shall henceforth be known as Shahla Perween. I declare that Sahala Parvin and Shahla Perween is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 06-02-2025.

Name Change

I, Md Shahanwaj Ansari S/o Md Kasim Ansari Pandey Residing at 43/E/4, Narayan Roy Road, Barisha Silpara, P.o - Barisha Sakher Bazar, P.s - Thakurpukur, District - Kolkata, Pin-700008 West Bengal India shall henceforth be known as Md Shahnawaz Ansari. I declare that Md Shahanwaj Ansari and Shahnawaz Ansari is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 06-02-2025.

Name Change

I, Md Mustaque Ahamed (Old Name) son of Late Md Nasiruddin, residing at Vill.- Furfura, P.O.- Furfura, P.S.- Jangipara, pin- 712706, W.B, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Md Mushtaque Ahmed (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 06/02/2025. Md Mushtaque Ahmed (New Name) and Md Mustaque Ahamed (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, KHALID EQBAL (OLD NAME), SON OF ABDUL JABBAR MANDAL, RESIDING AT NABA JIBAN PARA, PO - BHAGABATIPUR, PS - CHANDITALA, HOOGHLY - 712701, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KHALID IKBAL(NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC KOLKATA ON 27/01/2025, THAT KHALID EQBAL AND KHALID IKBAL BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Maya Rani Dey W/o Late Gouranga Ch. Dey D/O Late Pulin Behari Dey residing at Vill.-Paruldanga, P.O.- Nasaratpur, P.S.-Nadanghat, Dist-Purba Bardhaman, W B, India do hereby solemnly affirm & declaring my actual name MAYA RANI DEY instead of MAYA DEY, vide an affidavit sworn before the Executive Magistrate at Kalna on 06/01/2025. MAYA RANI DEY and MAYA DEY both are same and one identical person.

Name Change

I Sk Ziaur Rahman S/O Sk Abul Kalam (original school certificate name) R/o Vill-Mulgram, PO-Ranir Bazar Simulia, PS-Ghatal West Medinipur, West Bengal. Unfortunately in my lost passport surname given SHEIKH instead of SK. I Declared before the notary public at kolkata on dated 06/02/2025. That SK Ziaur Rahaman (New name) and Sheikh Ziaur Rahaman (old name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Pampa Khatun (Old Name) wife of Md Faruk Mandal, residing at Baikara, P.O.- Haripukuria, Ranaghat, P.S.- Haringhata, Pin-741257, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Pampa Mandal (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 06/02/2025. Pampa Mandal (New Name) and Pampa Khatun (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Sushila (Old Name) wife of Late Hargian Sharma, residing at P-2, Bharat Nagar Rohtak Road, Bhiwani, Haryana, Pin-127021, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Sushila Sharma (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 06/02/2025. Sushila Sharma (New Name) and Sushila (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, De Rosario Felicity Xavier (old name) daughter of Xavier De Rosario, residing at Eastern High Apartment, Tower-4, 12 floor, Flat-C1, Street No.70, Newtown, North 24 Pgs, Pin- 700156, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Felicity De Rosario (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 06/02/2025. Felicity De Rosario (new name) and De Rosario Felicity Xavier (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Muhammed Osman (old name) son of Md Kausar, residing at 2 Jannagar Road, P.S.- Beniapukur, P.O.- Circus Avenue, Kolkata- 700017, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Md Osman (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 06/02/2025. Md Osman (new name) and Muhammed Osman (old name) both are same and identical person.

Name Change

I,SK SHAMIM (OLD NAME),SON OF LATE M ALAM,RESIDING AT 33/H/5, DENT MISSION ROAD,PS-EKBALPORE, KOLKATA-700023, WEST BENGAL. HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD. SHAMIM (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD.1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE ON 13/01/2025 VIDE AFFIDAVIT NO.3539.THAT SK SHAMIM (OLD NAME) AND MD.SHAMIM (NEW NAME) BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I,HAZRA KHATUN (OLD NAME)WIFE OF MD.SHAMIM,RESIDING AT 33/H/5,DENT MISSION ROAD, PS-EKBALPORE, KOLKATA-700023, WEST BENGAL.HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS HAZRA BEGUM (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD.1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE ON 13/01/2025 VIDE AFFIDAVIT NO.3539.THAT HAZRA KHATUN (OLD NAME) AND HAZRA BEGUM (NEW NAME) BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I,ANJUBEN GATTANI (OLD NAME) W/O PURUSHOTTAM GATTANI AND D/O LATE JAWALIMAL NAGOURI, RESIDING AT 1/3,D.J.LANE, PS-UTTARPARA,PO-BHADRAKALI, DIST-HOOGHLY,PIN-712232,WEST BENGAL.HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ANJU GATTANI (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/02/2025 .THAT ANJUBEN GATTANI(OLD NAME) AND ANJU GATTANI (NEW NAME) BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Habeba Khatun (Old Name) W/O-Md Golam Mostofa residing at Vill-Bakharpur, Po-Kholabona, Ps-Lalgola, Dist-Murshidabad West Bengal, Pin-742148 do hereby decrale that I have changed my name from Habeba Khatun to Mst Habiba Khatun hencefort I shall be known as Mst Habiba Khatun (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 06/02/2025 . My name Mst Habiba Khatun & Habeba Khatun both are same and one identical person.

আবার সামনে এলো চিটফান্ড কেলেঙ্কারি, অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর পুলিশের জালে মূলপান্ডা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ আবার সামনে এলো চিটফান্ড কেলেঙ্কারি। দীর্ঘদিন ধরে চিটফান্ড কোম্পানির নাম করে প্রতারণার ব্যবসা।এলাকা থেকে সাধারণ খেটে খাওয়া গরিব মানুষের লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ। অভিযোগ দায়ের হতেই তদন্ত শুরু করার পর সাফল্য পুলিশের। পুলিশের জালে ওই ভুয়ো বেসরকারি সংস্থার মূল পান্ডা। এই চক্রে আর কারা জড়িত তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে আদালতে পেশ। ঘটনা সামনে আসতেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। জেলা বিজেপি কমিটির সদস্য কিষান কেডিয়ার অভিযোগ সারদা রোজভ্যালি থেকে শুরু করে এই ধরনের প্রতারণা হচ্ছে তৃণমূলের মদতে। টাকা যাচ্ছে তৃণমূল পার্টি অফিসে। যদিও বিজেপির অভিযোগ কে ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছে তৃণমূল। রাজ্যের শাসক দলের ব্লক তৃণমূল আইএনটিটিইউসি সভাপতি সাহেব দাসের পাল্টা দাবি তৃণমূল আমলে পুলিশ প্রশাসন সক্রিয় তাই কোন প্রতারক ছাড় পাচ্ছে না। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার কুশিদা এলাকায় বেসরকারি ওই ভুয়ো সংস্থা চিটফান্ডের নামে দীর্ঘদিন ধরে ঘাঁটি গেড়ে ব্যবসা চালাচ্ছিল।

এলাকার বহু মানুষ এখানে অর্থ লগ্নি করে। কিন্তু কেউ আর তাদের অর্থ ফেরত পায়নি। উধাও হয়ে যায় কোম্পানি। হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়। ঘটনার তদন্তে নেমে গাজোল থেকে মূল পান্ডাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতের নাম রমেন্দ্র সরকার (৩০)। বাড়ি পার্শ্ববর্তী জেলা উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ এলাকায়। যদিও ধৃতের কাছ থেকে ওই সংস্থার কোন নথিপত্র, ল্যাপটপ কিছুই উদ্ধার হয়নি। তাই তদন্তের অগ্রগতির জন্য ধৃতকে সাত দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে চাঁচল মহকুমা আদালতে পেশ করেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। পুলিশের অনুমান জিজ্ঞাসাবাদ করলেই এই চক্রে আর কারা জড়িত। কি ভাবে চলত ব্যবসা। সমস্তটা সামনে আসবে। অন্যদিকে এই রাজ্যে চিটফান্ড কেলেঙ্কারির ফলে বহু সাধারণ মানুষ সর্বশান্ত হয়েছে। সারদা সহ এরকম একাধিক কোম্পানি প্রতারণা করেছে মানুষের টাকা। যদিও বিগত কয়েক বছর তেমন ভাবে আর সামনে আসেনি চিটফান্ড কেলেঙ্কারি। তবে এই ঘটনা সামনে আসতেই স্বাভাবিক ভাবে ফের শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। বিরোধীরা নিশানা করেছে তৃণমূলকে।

খড়িবাড়িতে বিধায়ক সময় কাটালেন বাচ্চাদের সাথে

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ খড়িবাড়ির বাচ্চাদের সাথে, আজ সময় কাটালেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ। তাদের হাতে তুলে দিলেন যাবতীয় সামগ্রী। তিনি জানালেন লেখাপড়ার দরকার সবার, বিশেষ করে এই ছোট ছোট শিশুদের পড়াশোনা করাটা অত্যন্ত জরুরী। কারণ এদের বাবা- মায়েদের একই আশা, তাদের সন্তানেরা যেন লেখাপড়া শিখে মানুষের মত মানুষ হয়। বিধায়ক আরো জানালেন, শিক্ষা অত্যন্ত জরুরি মানুষের জন্য। বিশেষ করে যাদের কিছুই নেই তাদের তো আরও বেশি দরকার। আমাদের হাতে ওদের সাহায্য করার মত আর কিছু না থাকলেও, এইটুকু তো করতে পারি আমরা জানালেন বিধায়ক শংকর ঘোষ। তিনি আরো জানালেন, এইসব জায়গায় বিশেষ করা গ্রামীন এলাকা জুড়ে, সাধারণ মানুষের একটাই শক্তি সেটা হচ্ছে লেখাপড়া। সবাই চায় তাদের সন্তানেরা লেখাপড়া শিখে মানুষের মত মানুষ হোক। আমরাও চাই সেটা, একবার দিয়ে গেলে হবে না, বাচ্চাদের বাবা - মায়েদের বলবো ওরা যেন ঠিকমতো দেখে তাদের সন্তানদের। আর আমি তো আছি জানালেন বিধায়ক শংকর ঘোষ।

আন্তর্জাতিক মাদক পাচার চক্রের মূল পান্ডা গ্রেপ্তার

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ আন্তর্জাতিক মাদক পাচার চক্রের মূল পান্ডাকে ভিন রাজ্যে অভিযান চালিয়ে গ্রেপ্তার করল রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স । বুধবার তাকে হরিয়ানার গুরগাঁও থেকে গ্রেপ্তার করে ট্রানজিট রিমান্ডে নিয়ে আসা হয়। বৃহস্পতিবার তাকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক জামিনের আবেদন খারিজ করে দশ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। ধৃতের আসল নাম এন্ড্রিউ লিও ওবি ওরফে গুডলাক চিমেনজি মোয়াকাম্মা। সে আবার জিয়াদ আববাস নামেও পরিচিত। সে নাইজেরিয়ার বাসিন্দা হলেও ২০১২ সাল থেকে ভারতে গা ঢাকা দিয়েছিল। ধৃতের কাছ থেকে দুটা মোবাইল ও তিনটে পাসপোর্ট উদ্ধার হয়। তিনটে পাসপোর্টের মধ্যে দুটা জাল পাসপোর্ট বলে তদন্তে জানতে পেরেছে পুলিশ। কিন্তু তার আসল পাসপোর্টটিরও মেয়াদ কয়েক বছর আগেই শেষ হয়েছে। গা ঢাকা দেওয়ার পর হরিয়ানার গুরুগ্রামের সানসিটি এভিনিউয়ের এক ফ্ল্যাটে গা ঢাকা দিয়েছিল। এই বিষয়ে সরকারি আইনজীবী নিলয় রায় বলেন, এই এন্ড্রিউ মাদক পাচার চক্রর সঙ্গে জড়িত। বিচারক দশ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

সাধারন বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকল কে জানানো যাইতেছে যে আমার মক্কেল শ্রী রঞ্জন চক্রবর্তী পিতা স্বর্গীয় নারায়ন চক্রবর্তী, সাকিন ২৭, হরি চরণ চ্যাটার্জ্জী স্ট্রীট, কোলকাতা ৭০০ ০৫৭। তাহার ও তাহার শরিক গনের ওয়ারিশন সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি তথা জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, থানা বেলঘরিয়া, মৌজা আড়িয়াদহ কামারহাটি, তৌজী নং- ১৭৩, জে এল নং ১, আর এস নং ১২, আর এস খতিয়ান নং ১৫০৪, ১৫০৫, আর এস ২৪৪০, ২৪৪১ নং দাগে লিপিবদ্ধ, কামারহাটি মিউনিসিপ্যালিটির ১০ নং ওয়ার্ডের ২৭, হরি চরণ চ্যাটার্জ্জী স্ট্রীট, কোলকাতা ৭০০ ০৫৭ প্রেমিসেস স্থিত কমবেশী ০৩ কাঠা ০২ ছটাক ১৯ কর্গফুট বাস্তু জমি সম্পত্তির একটি (লিঙ্ক ডিড) সাফ কোবালা দলিল যাহার দলিল নং ২৪৩১ / ১৯৫১। উক্ত দলিল টি হারাইয়া গিয়াছে। সে সম্পর্কে দক্ষিণেশ্বর থানায় জেনারেল ডাইরি করা হইয়াছে যাহার নম্বর ৩১৬ তারিখ ০৬।০৩।২০২৪। উপরিউল্লেখিত আসল দলিল ও সম্পত্তি বিষয়ে যদি কোনো ব্যক্তি, ব্যাঙ্ক, আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কোনো বক্তব্য, দাবী দাওয়া, আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পনেরো দিনের মধ্যে তথ্য প্রমান সহ লিখিত ভাবে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট জানাইতে হইবে অন্যথায় উক্ত সময়ের পর কাহারো কোনো বক্তব্য দাবী দাওয়া আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

শ্রীমতী মান্ত মুখার্জ্জী
এ্যাডভোকেট,
১২ / ৩, শ্রী গোপাল মল্লিক রোড
কোলকাতা ৭০০ ০৫৭
বারাসত জজ কোর্ট
উত্তর ২৪ পরগণা

পূর্বাশা রিসোর্স লিমিটেড

রেজি. অফিস ঃ পূর্বাশা হাউস, ২৫, পার্ক লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৬, ভারত,
ফোনঃ ২২২৯-২৮৮১, ২২৪৯-৫৫২৪,
ই- মেলঃ corporate@purbasharesources.in,
ওয়েব সাইট ঃ www.purbasharesources.in
CIN - L65993WB1980PLC032908

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক ও নয় মাসের জন্য স্বতন্ত্র অননুমোদিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণীর সংক্ষেপণ

(লক্ষ টাকা)

ক্রম নং	বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩১।১২।২৪ অনিরীক্ষিত	৯ মাস শেষে বর্ষ থেকে তারিখ ৩১।১২।২৪ পরীক্ষিত	সমতুল্য ৩ মাস পূর্ব বর্ষ শেষে ৩১।১২।২৩ অনিরীক্ষিত
১.	কারবার থেকে মোট আয়	৬৯.৪৬	৩৭৯.৯৮	৩৪৯.৭৭
২.	সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম)	৫৫.৪৮	২৯৫.২৫	৩৯.১৮
৩.	সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমগুলির পরে)	৫৫.৪৮	২৯৫.২৫	৩৯.১৮
৪.	সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (কর পরে, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমগুলির পরে)	৪০.৮৯	২৩৭.৫৩	২৯.১৭
৫.	সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় লাভ / (ক্ষতি) সমন্বিত সময়ের জন্য (করের পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)	(২৮২.৩৫)	৩৮৯.৪৯	৩৪৮.১২
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৩০০.১০	৩০০.১০	৩০০.১০
৭.	পুনর্মূল্যায়ন ব্যতীত সংরক্ষিত সংরক্ষণ	২,৯৫৫.৪১	২,৯৫৫.৪১	২,৬২১.৩৩
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০ /- টাকা) (বার্ষিক নয় অন্তর্বর্তী সময়ের জন্য) (চলবে এবং কার্যক্রম বন্ধ করা হচ্ছে) (প্রতিটি ১০ /- টাকার F.V) মূল এবং মিশ্র	১.৩৬	৭.৯২	০.৯৭

দ্রষ্টব্যঃ
১. ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য উপরোক্ত অ-নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় পরিচালনা পর্ষদের দ্বারা অনুমোদিত সুপারিশের ভিত্তিতে এর সংবিধিবদ্ধ অডিটরদের দ্বারা সীমিত পর্যালোচনা সাপেক্ষে কোম্পানি, SEBI (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ অনুযায়ী (সংশোধিত হিসাবে)।
২. উপরোক্তটি SEBI (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের জন্য কোম্পানির অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। (সংশোধিত হিসাবে)।
৩ ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস কোম্পানির ওয়েবসাইটে যেমন পাওয়া যায়। www.purbasharesources.in.
৪. পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক / কাল/ বছরের পরিসংখ্যানগুলিকে পুনরায় গোষ্ঠীভুক্ত করা হয়েছে, পুনঃ শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে এবং / অথবা বর্তমান সময়ের শ্রেণীবিভাগপ্রকাশের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করার জন্য যেখানেই প্রয়োজন সেখানে পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে।

নির্দেশক বোর্ডের আদেশ দ্বারা
বিকাশ আগরওয়াল বিঞ্জরাজকা
চেয়ারম্যান
DIN:00012978

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ০৬.০২.২০২৫

HDFC BANK

আমরা বুঝতে পারি আপনার পৃথিবী

রেজিস্টার্ড অফিসঃ এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক হাউস, সেনাপতি বাপত মার্গ, লোয়ার পার্ল (পশ্চিম), মুম্বই- ৪০০০১৩ এবং এটির একটি অফিস হিসাবে রয়েছে খুচরা পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা, এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেড, ১ম তলা, আই-থিঙ্ক টেকনো ক্যাম্পাসে, কাঞ্জুরমার্গ (পূর্ব), মুম্বাই - ৪০০০৪২

বিক্রয়ের তথ্য এবং বিক্রয়ের জন্য পাবলিক নোটিশ এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেডের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সিকিউরিটিজ

এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেডের (''ব্যাঙ্ক'') নীচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতাদের এতদ্বারা সিকিউরিটিজের বিরুদ্ধে ঋণ / ওভারড্রাফ্টের প্রকৃতিতে ক্রেডিট সুবিধা নেওয়ার জন্য ব্যাঙ্কের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সিকিউরিটিজ বিক্রির বিষয়ে অবহিত করা হল।
সম্মত ঋণ / সুবিধার শর্তাবলী অনুসারে বকেয়া পাওনা পরিশোধে ঋণগ্রহীতাদের ক্রমাগত খেলাপি হওয়ার কারণে, নীচের ঋণ অ্যাকাউন্টগুলিকে NPA (নন-পারফর্মিং অ্যাসেট) হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। ব্যাঙ্ক এই ঋণগ্রহীতাদের ঋণ প্রত্যাহারের নোটিশ জারি করেছে, যার মধ্যে নিম্নলিখিত তারিখে চূড়ান্ত বিক্রয় নোটিশ রয়েছে যার মাধ্যমে, ব্যাঙ্ক অঙ্গীকার আহ্বান করেছিল এবং ঋণগ্রহীতাকে নীচের অ্যাকাউন্টে সমস্ত বকেয়া পাওনা পরিশোধ করতে ৭ দিনের সময় দিয়েছে, ব্যর্থ হয়েছে যা, ব্যাঙ্ক এই বিষয়ে পরবর্তী নোটিশ জারি না করে বন্ধক রাখা সিকিউরিটিজ বিক্রি করতে স্বাধীন থাকবে।
ঋণগ্রহীতারা অবহেলা করেছে এবং বকেয়া পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছে, তাই, ঋণগ্রহীতা হিসাবে ব্যাংক তার অধিকার প্রয়োগে ঋণগ্রহীতাদের পাওনা আদায়ের জন্য **১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫** তারিখে বা তার পরে সিকিউরিটিজ বিক্রি / নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ব্যাংকের কাছে। ভারতীয় চুক্তি আইন, ১৮৭২-এর ধারা ১৭৬ মেনে এটিকে বিক্রয়ের নোটিশ হিসাবে বিবেচনা করার জন্য ঋণগ্রহীতাদের এতদ্বারা অবহিত করা হয়েছে। ঋণগ্রহীতাদেরকেও অবহিত করা হয়েছে যে, যদি কোনো সময়ে, বন্ধক রাখা সিকিউরিটিজের মূল্য আরও কমে যায় স্টক মার্কেটে অস্থিরতা যাতে মার্জিনের প্রয়োজনে আরও ঘাটতি সৃষ্টি করে তাহলে ব্যাঙ্ক তার বিবেচনার ভিত্তিতে এক (১) ক্যালেন্ডার দিনের মধ্যে অঙ্গীকারকৃত জামানত বিক্রি করবে, এই বিষয়ে আর কোন নোটিশ ছাড়াই। ঋণগ্রহীতা(রা) যে কোনো অবশিষ্ট বকেয়া অর্থ পরিশোধের জন্য ব্যাঙ্কের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সিকিউরিটিজ বিক্রি থেকে আয়ের সমন্বয়ের পরে।

ক্রম নং	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহীতাদের নাম	বকেয়া পরিমাণ ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত (ভারতীয় টাকা)	বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি তারিখ
১	xxxx5038	মহেন্দ্র দুবে	৮,৬৬,২৭৬.৫৫	০৪।০১।২০২৫
২	xxxx3613	সর্বানী গুহ	১,৪৬,৬৮৬.০১	০৩।০২।২০২৫
৩	xxxx9399	অমিত কুমার ঝা	১,৫৪,৬২৯.১৮	০৩।০২।২০২৫
৪	xxxx5721	কাঞ্চন বসু	৫,২৪,০১৩.৬৯	০৫।০২।২০২৫
৫	xxxx3834	সোমা ন্যান্সি সেভেল	৬৬,৫১০.৪৮	২৯।০১।২০২৫
৬	xxxx2911	মিতা গুহ	৭,২২,৯৫০.৮১	১৮।০১।২০২৫
৭	xxxx6257	বরুন সিং	৯২,০১৬২.১১	০৫।০২।২০২৫
৮	xxxx1732	অঞ্জনা সিনহা	৪,৫১,৩৭৩.১০	১৮।০১।২০২৫
৯	xxxx9792	স্বপন কুমার চ্যাটার্জ্জী	১,৪২,৫৬০.৮৭	২৯।০১।২০২৫
১০	xxxx8352	শুভম জৈন	১,৬১,৬৯৫.০০	০৮।০১।২০২৫
১১	xxxx0381	পামেলা ঘোষদস্তিদার	৪১,৭৮৩.৭২	১৮।০১।২০২৫
১২	xxxx7246	বিদ্যুৎ চ্যাটার্জ্জী	৫০,৩৬৭.০৯	০৫।০২।২০২৫
১৩	xxxx4559	জন এ ইউ বেক	৫৪,৭৮,৯৭৪.৪১	২৯।০১।২০২৫
১৪	xxxx4213	মহঃ নৌসাদ আলম	৫৫,৬০০.৯০	০৩।০২।২০২৫
১৫	xxxx7906	মেহেদি হাসান	৫৩,৮৮৭.৪৮	০৫।০২।২০২৫
১৬	xxxx5010	দেবদ্যুতি মুখার্জ্জী	২,৯৩,৮৩২.৮২	০৮।০১।২০২৫
১৭	xxxx6955	দেবব্রত মুখার্জ্জী	২,৯৫,৪৯৪.৫১	২৯।০১।২০২৫

তারিখ- ০৭।০২।২০২৫
স্থান- পশ্চিমবঙ্গ
স্বা /-
এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড

গ্রেফতার ভুয়ো নথি তৈরি চক্রের পান্ডা

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ দক্ষিণ দিনাজপুরে পুলিশের হাতে গ্রেফতার ভুয়ো নথি তৈরি চক্রের পান্ডা। ধৃতের নাম কাজল দাস (৩০)। সে হিলি থানার ধলপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের লালপুরের বাসিন্দা। কাজল পেশায় একজন স্কুল শিক্ষক। বৃহস্পতিবার দুপুরে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছে। অভিযোগ, বাংলাদেশ থেকে বেআইনিভাবে অনুপ্রবেশকারীদের সে ভুয়ো নথি তৈরি করে দিত। ভুয়ো আধার কার্ডের পাশাপাশি একাধিক জাল নথি তৈরির করার অভিযোগ উঠেছে তার বিরুদ্ধে।

বিজ্ঞপ্তি

বোলপুর সিভিল জজ (জুনিয়ার বিভাগ) প্রথম আদালত, বীরভূম।
(ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, বোলপুর)।
১৪ নং মিস প্রবেট মোকদ্দমা ২০২৪ সাল।
দরখাস্তকারী ঃ- শ্রী তুহিন কান্তি চৌধুরী

এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, সরোজ কান্তি চৌধুরী, পিতা- মৃত হেমচন্দ্র চৌধুরী, সাকিম- ভকত-ভাই রোড, বোলপুর, পোষ্ট ও থানা- বোলপুর, জেলা- বীরভূম, পিন- ৭৩১২০৪ মহাশয় ইংরাজী ১৪।০৮।২০০০ তারিখে সম্পাদিত তপশীল লিখিত সম্পত্তি সম্বন্ধে একটি স্বহস্তে উইল সম্পাদন করিয়া গত ইংরাজী ২১।১১।২০১৪ তারিখে পরলোক গমন করিয়াছেন। উক্ত সরোজ কান্তি চৌধুরী মহাশয়ের সম্পাদিত উইলখানি প্রবেট হইয়া পাইবার জন্য বোলপুর সিভিল জজ (জুনিয়ার বিভাগ) প্রথম (ডিসট্রিক ডেলিগেট) আদালতে ২০২৪ সালের ১৪ নং প্রবেট মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন। উক্ত উইল প্রবেট মোকদ্দমায় কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের এক মাস মধ্যে মাননীয় আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি জানাইতে হইবে। অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের এক মাস অতিবাহিত হইয়া যাইলে অত্র মোকদ্দমাটি এক তরফা শুনানী হইবে।

Schedule- A
Immovable Properties

জেলা- বীরভূম, থানা- বোলপুর, মৌজা- বোলপুর, জে. এল নম্বর- ৯৯, এলআর, খতিয়ান নম্বর- ৯৬৩২. দাগ নম্বর- ৩৪৮৬, শ্রেণী- দালান (দ্বিতল বিল্ডিং), পরিমাণ- ০৪ শতক, মূল্য- ৩০,০০,০০০- টাকা।

অনুমত্যানুসারে
বিশ্বরঞ্জন রায়
সেরেস্তাদার
সিভিল জজ (জুনিয়র ডিভিশন). ১ কোর্ট
বোলপুর, বীরভূম

Government of West Bengal
N.I.Q. NO :- 04/AE/BNWSD-III/PWDte. of 2024-2025
AE, PWDte, Bidhannagar West Sub Division - III. Purta Bhavan, invites quotation. D.O.P : **06.02.25**, Last date of Application: **13.02.25 upto 12 P.M**. and Date of Quotation Submission: **17.02.25 at 2 P.M**.
Sd/-
AE/Bidhannagar West Sub Division-III, P.W.Dte

Office of the Pradhan
GARAFUSRA GRAM PANCHAYAT
Vill-Sindri, PO-Sindri Chasmore, Dist:-Purulia
Notice Inviting e-Tender No: WBPUR/GGP/NIET-02/24-25, Date: 31/01/2025
E-tender is invited by the Pradhan, Garafusra Gram Panchayat for 22 (Twenty two)Nos. different works. Last date of submission of Bid (online) **17.02.2025 at 5.00 P.M**. Bid opening date(online): **20.02.2025 at 11.00 A.M**. For details please visit office of the undersigned on any working days.
Sd/- Pradhan
Garafusra Gram Panchayat

Office of the Prodhan
Nahazari Gram Panchayat
NOTICE INVITING E-TENDER No. (1)NAH/197/2025, (2) NAH/198/2025
Online/E-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for works of Road with pilling, construction of concrete road and Installation of solar light at 7 (Seven) different places. Source of Fund: 5th SFC (Tied) & 5th SFC(Untied). Bid submission closing date(online) **18.02.2025 at 12.00 Noon**. Bid Opening Date for Technical Proposal(Online) **20.02.2025 at 11.00 Hrs**. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Nahazari Gram Panchayat

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রীমতি প্রিয়াঙ্কা পাল, স্বামী শ্রী মিঠুন পাল, সাং-কমলাপুর, পোঃ- বড়গাছিয়া, থানা- জগৎবল্লভপুর, জেলা হাওড়া, পিন ৭১১৪০৪। ১) নমিতা ঘোষ, স্বামী-সুহাষ ওরফ সুহাষ কুমার ঘোষ, ইহার পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার ১) ঝন্টু দীর্ঘাঙ্গী, পিতা- বিশ্বনাথ দীর্ঘাঙ্গি, ADSR বড়গাছিয়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ০৫০৮০০০০ ১/ ২০২৪ আমমোক্তার নামা দলিল দ্বারা থানা-জগৎবল্লভপুর, মৌজা- পাতিহাল, হাল খতিয়ান ৬৭২২ নং সাবেক ও হাল ৩০৭৭ নং দাগে ০৩.৫৩ শতক সম্পত্তি ০৫০৮০০৫৬৫ / ২০২৪ নং দলিল মূলে ক্রয় করে নাম পত্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে কারো কোন আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ (এক) মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L.&.L.R.O জগৎবল্লভপুর অফিসের নিকট আপীল করতে পারেন। অন্যথায় আইননুগ কার্য্য হবে।

স্বা /-
কৌশিক পকড়া
(অ্যাডভোকেট)
হাওড়া জজ কোর্ট

OFFICE OF THE PRADHAN
JABARRAH-JHAPRA 1NO GRAM PANCHAYAT
Under Para Panchayat Samity
Vill + PO: Jhapra, Dist: Purulia
e-TENDER NOTICE
Memo No: 28/JJ-IGP/2025 Date: 04/02/2025
NIeT No. WB/PUR/PARA/PRADHAN/JJ-I/ NIT(e)-08/2024-25
Encrypted electronic bids are hereby invited by the Pradhan, Jabarrah-Jhapra 1 No GP under Para Panchayat Samity through a single stage two part e-procurement system (Part I Techno-commercial Bid, Part II: Financial Bid) using website **https://wbtenders.gov.in/**. 1. Date and Time of Download/Sale: from **07/02/2025 6:30 pm** to **14/02/2025 2:30 pm**. 2. Date and time of Bid Submission: from **07/02/2025 6:30 pm** to **14/02/2025 02:30 pm**. 3. Date and time of Bid Opening: **17/02/2025 at 02:30 PM**. The list of schemes & other details will be available in the office notice board of the undersigned as well as above mentioned website.
Sd/-
Pradhan
Jabarrah-Jhapra 1 no Gram Panchayat
Para Panchayat Samity
Vill + PO- Jhapra, Dist - Purulia

eTENDER NOTICE

1. Tender notice **21 & 22/SGP/15THCFC/2024-25** Dated:27/01/25 Tender ID **(2025_ZPHD_808924_1 to 5 & 2025_ZPHD_811749_1 to 4)**. Last Date of Bid Submission as on **13/02/25 upto 2.00 PM**
Sd/-Prodhan
Srirampur Gram Panchayat

Office of The Pradhan
Lakhanpur Gram Panchayat
Hura Panchayat Samity
Vill-Layakdih, P.O-Lakhanpur, Dist-Purulia, Pin-723104
Notice Inviting Tender No: 03(2024-25)/LKGP
Sealed tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of 3(Three) Nos. different works. Date of sale of tender form on any working day from **07.02.2025 to 13.02.2025** (**11.30 am to 3.30 pm**). Last date of dropping of sealed tender form on or before **14.02.2025 up to 12.00 noon.** Date of Tender Opening: **14.02.2025 at 12.30 pm**. For details please visit office of the undersigned on any working days.
Sd/- Pradhan
Lakhanpur Gram Panchayat

টোঙ্গানি টি কোম্পানি লিমিটেড

CIN : L01132WB1893PLC000742
নিবন্ধিত অফিসঃ ১৫বি, হেমন্ত বসু সরণী, ৩ তল, কলকাতা- ৭০০০০১
ফোনঃ ২২৪৮-৭৬৮৫, ২২১০-০৫৪০, ফ্যাক্সঃ ৯১-৩৩-২২১০-০৫৪১
ই-মেইলঃ info@tonganitea.com ওয়েবসাইটঃ : www.tonganitea.com

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক ও নয় মাসের জন্য স্বতন্ত্র অননুমোদিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণীর সংক্ষেপণ

(লক্ষ টাকা)

ক্রম নং	বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩১.১২.২৪ অনিরীক্ষিত	বছর থেকে তারিখ পরিসংখ্যান ৩১.১২.২৪ অনিরীক্ষিত	অনুরূপ ৩ মাস আগের বছর শেষ হয়েছে ৩১.১২.২৩ অনিরীক্ষিত
১.	কারবার থেকে মোট আয়	২৪৫.০২	৮৬৫.৮২	২২৬.৭৮
২.	নিট লাভ / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম)	৭৮.২৪	২৪৮.৫৯	০.৮৯
৩.	নিট লাভ /(ক্ষতি) ট্যাক্সের আগে সময়ের জন্য (অসাধারণ এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমগুলির পরে)	৭৮.২৪	২৪৮.৫৯	০.৮৯
৪.	নিট লাভ / (ক্ষতি) ট্যাক্সের পরে (অসাধারণ এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেমগুলির পরে)	৭৮.২৪	২৪৮.৫৯	০.৮৯
৫.	সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় [সম্মিলিত লাভ / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)]	৭৮.২৪	২৪৮.৫৯	০.৮৯
৬.	ইকুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০ টাকা প্রতি)	১৮.৫৮	১৮.৫৮	১৮.৫৮
৭.	অন্যান্য মূলধন (Ind AS অনুযায়ী)	১১৯১.৫১ হিসাবে ৩১.০৩.২৪	১১৯১.৫১ হিসাবে ৩১.০৩.২৪	১১৮৫.১০ হিসাবে ৩১.০৩.২৩
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (ভারি) (প্রতি ১০ /- টাকা) ক) মূল	৪২.১১	১৩৩.৭৯	০.৪৮
	খ) মিশ্র	৪২.১১	১৩৩.৭৯	০.৪৮

দ্রষ্টব্যঃ
ক) উপরোক্তটি SEBI (তালিকাকরণ এবং অন্যান্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস স্টকে উপলব্ধ। এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইটঃ www.cse-india.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে http://tonganitea.com/pdf/sqfr_sep_2024.pdf
খ) উপরোক্ত অনিরীক্ষিত ফলাফলগুলি নিরীক্ষা কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫-এ অনুষ্ঠিত তাদের সভায় পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে। ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের জন্য সীমিত পর্যালোচনা সংবিধিবদ্ধ অডিটরদের দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে।

তারিখ ঃ ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
স্থানঃ কলকাতা

স্বাক্ষর /-,
(মনোজ কুমার দাগা)
চেয়ারম্যান
DIN:00123386

ডায়না টি কোম্পানি লিমিটেড

AARES GROUP
CIN: L15495WB1911PLC002275
রেজিস্টার্ড অফিসঃ ৩বি, লাল বাজার স্ট্রিট, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০ ০০১
ফোনঃ (০৩৩) ২২৪৮-৮৬৭২, ৪০৬৬ ১৫৯০/৯৩, ফ্যাক্সঃ (০৩৩) ২২৪৮-৭৫৭১
ই-মেলঃ contactus@dianatea.in, ওয়েবসাইটঃ www.dianatea.in

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক / নয় মাসের জন্য অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবৃতি

(টাকা লক্ষে)

ক্রম. নং.	বিবরণ (নীচের নোটগুলি দেখুন)	স্বতন্ত্র: ত্রৈমাসিক শেষে ৩১.১২.২৪ অনিরীক্ষিত	ত্রৈমাসিক শেষে ৩০.০৯.২৪ অনিরীক্ষিত	ত্রৈমাসিক শেষে ৩১.১২.২৩ অনিরীক্ষিত	নয় মাস শেষে ৩১.১২.২৪ অনিরীক্ষিত	নয় মাস শেষে ৩১.১২.২৩ অনিরীক্ষিত	বর্ষ শেষে ৩১.০৩.২০২৪ পরীক্ষিত
১.	অপারেশন থেকে আয় (নিট)	২,৪৭৯.৮১	২,১৭১.২৬	২,৪৭০.৫৯	৬,১২৬.৪৪	৬,৬১৪.৮৫	৭,৩০৫.১৫
২.	সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অতি-সাধারণ আইটেমের আগে)	১০৯.৭৪	৪৩৩.২৭	৩১.৫৫	৪৩২.০২	৮৪৬.৭৩	৫৪.৯২
৩.	সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) করের আগে (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অতি-সাধারণ আইটেমের পরে)	১০৯.৭৪	৪৩৩.২৭	৩১.৫৫	৪৩২.০২	৮৪৬.৭৩	৫৪.৯২
৪.	সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) করের পরে, (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারন আইটেমের পরে)	১০৮.৫৪	৪৩৩.২৭	৩১.৫৫	৪৩০.৮২	৮৪৬.৭৩	২৩.৯৬
৫.	সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয়/(ক্ষতি) {(কর পরে) এবং অন্যান্য সময়ের জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত ব্যাপক আয় (কর পরে)}	৩১.৪৪	৫১৫.৯৬	৯১.৫৪	৪৮০.৬৮	৯৫৪.৭৮	১২৩.৩০
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (৫ টাকা পেড-আপ)	৭৪৯.৫৫	৭৪৯.৫৫	৭৪৯.৫৫	৭৪৯.৫৫	৭৪৯.৫৫	৭৪৯.৫৫
৭.	পূর্ববর্তী হিসাব বছরের ব্যালেন্স শীট অনুযায়ী পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষিত বাদ দিয়ে সংরক্ষণ						
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (ফেস ভ্যালু ৫ টাকা প্রতি) ক) মৌলিক	০.৭২	২.৮৯	০.২১	২.৮৭	৫.৬৫	০.১৬
	খ) মিশ্র	২.৮৯	(০.৭৪)	৩.৯২	২.১৫	৫.৪৪	০.১৬

মন্তব্যঃ
১ উপরোক্ত ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের নিজ নিজ সভায় পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে। ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক/ নয় বছরের ফলাফলগুলি সংবিধিবদ্ধ দ্বারা সীমিত পর্যালোচনা সাপেক্ষে নিরীক্ষক।
২ চা শিল্প মৌসুমি প্রকৃতির হওয়ায়, কোম্পানির ফলাফল ত্রৈমাসিক থেকে ত্রৈমাসিকের মধ্যে পরিবর্তিত হয়.এবং ত্রৈমাসিকের ফলাফল কোম্পানির বার্ষিক ফলাফলের প্রতিনিধিত্ব করে না।
৩ কোম্পানির নিজস্ব চা এস্টেট থেকে সবুজ পাতার উৎপাদন (চা তৈরির জন্য কোম্পানির দ্বারা গৃহীত কাঁচামাল) বিভিন্ন পর্যায়ে যেমন নার্সারি, রোপণ, চাষ ইত্যাদি সহ সমন্বিত প্রক্রিয়া জড়িত, মধ্যবর্তী পর্যায়ে তাদের মান নিশ্চিত করা যায়নি। ক্ষয়প্রাপ্ত উপাদানের খরচ সবুজ পাতার ক্রয়ের প্রতিনিধিত্ব করে।
৪ কোম্পানিটি মূলত চায়ের ক্রমবর্ধমান ও উৎপাদনের ব্যবসায় নিয়োজত এবং সে অনুযায়ী সেগমেন্ট রিপোর্টিং নিয়ে কাজ করার জন্য Ind AS-১০৮ অনুযায়ী আলাদা রিপোর্টযোগ্য সেগমেন্ট নেই।
৫ কোম্পানিটি চায়ের চাষ, উৎপাদন এবং বিক্রয়ের ব্যবসায় নিয়োজত, যা প্রকৃতিতে ঋতুভিত্তিক এবং কর্মক্ষমতা আবহাওয়া পরিস্থিতি এবং ফসলের ধরণ দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে, এবং এইভাবে পূর্বোক্ত ফলাফলগুলিকে সম্ভাব্য ফলাফলের প্রতিনিধি হিসাবে বোঝানো উচিত নয়। ৩১শে মার্চ, ২০২৫-এ সমাপ্ত বছরের জন্য। তাই করের বিধান (বর্তমান এবং স্থগিত উভয়) বিবেচনা করা হয়নি কারণ বছরের শেষে গণনা করা হয়।
৬ ... পরিসংখ্যানের সাথে তুলনীয় করার জন্য পূর্ববর্তী বছরকালের পরিসংখ্যানগুলি যেখানে প্রয়োজন সেখানে পুনর্বিন্যাস/পুনঃগোষ্ঠীবদ্ধ করা
৭ ...নির ওয়েবসাইট www.dianatea.in এবং বিএসই লিমিটেডের স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে www.bseindia.com-এ পাওয়া

ডায়না টি কোম্পানি লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
সন্দীপ সিঙ্ঘানিয়া
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডিআইএন-০০৩৪৩৮৩৭

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ০৫.০২.২০২৫

Hooghly- Chinsurah Municipality

Mahendra Mitra Road,Pipulpati,PO & Dist.-Hooghly
Tel.:2680-2899/2319, Telefax.:2680-6092

Notice for invitation e-Tender

e-Tender Notice No- **WBMAD/C/HCM/ENG/NIT3/2e/25**
Memo No-: **3492** /Eng/S.D Dated : 06.02.2025
e-Tenders are invited from the experience and reliable contractors for civil works under this Municipality. **Vide e-Tender ID No. 2025_MAD_811917_01-14**
Closing date of Bid submission is **07.03 .2025 up to 15.00 hours**.
Detailed information will be available from PWD Dept. of this Municipality & visit website-**https:// wbtenders.gov.in**
Chairman/Executive Officer
Hooghly Chinsurah Municipality

DURBACHATI GRAM PANCHAYAT
P.O-PASCHIM SURENDRA NAGAR , BLOCK-PATHAR PRATIMA
DIST- SOUTH 24 PARGANAS, PIN-743347
Email ID: pradhandurbachatigrampanchayat@gmail.com
ABRIDGED NIT
On behalf of Durbachati Gram Panchayat of Patharpratima Block under south 24 parganas dist. invites Tender process for 6 nos. NIT, Plastic Management System :- **NIT Memo no-289/DGP/CFC/ 2024** ; Road:- **NIT Memo no-290, 291,292 & 293/DGP/CFC/2024** ; Community Hall :- **NIT Memo no-295/DGP/5 th SFC/2024**. the last Date of submission of application is **11/02/2025 up to 2.00 PM**. For details please visit **www.e-tender.gov.in**.
S/d-
Pradhan, Durbachati GP

HIRBANDH GRAM PANCHAYAT
Vill.-Tilabani, PO-Bauridiha, Dist-Bankura, Pin-722121
NIeT No.-09/Hir GP/2024-25(2 nd Call), Date-06/02/2025
e-Tender are hereby invited by this office from the bonafied, reliable, resourceful and experienced contractors for the different works. Fund: 15 th FC. Last date of submission of Technical Bid & Financial Bid(online) on **14.02.2025 up to 12.00 hrs**. Date of Opening of Bid at office of the Hirbandh Gram Panchayat on **17.02.2025 at 12.00 hrs**. For details visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Hirbandh Gram Panchayat

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **C.M.E. (SWM), KMC** invites e-tender percentage rate two bid systems for following work :
NIT No. : SWM-I/HQ/24-25/C-01
Name of work : **Modification of officers sitting arrangement by providing panel partition with necessary ancillary works at the South West Portion of SWM Headquarter 1st Floor under SWM Department**. Estimated Amount (Including GST & CESS) : **Rs. 4,84,443.49**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **21 Days**. Price of Tender : **NIL**. Bid submission start (online) date: **08.02.2025 (2 p.m.)**. Bid submission closing (online) date: **18.02.2025 (2 p.m.)**. Bid opening for technical proposal (online) date: **20.02.2025 (2 p.m.).** The tender documents will be available on and from **07.02.2025 (1 p.m.)** from the website **https://wbtenders.gov.in** and **www.kmcgov.in**

The **Dy. Ch. Engineer/SWM-II, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work :
NIT No. : KMC/SWM-II/E/24-25/17
Name of work : **Procurement of new 72V 10A Auto-Cut Battery Charges for Borough IV under SWM Deptt. KMC**. Estimated Amount : **Rs. 4,71,476.00**. Earnest Money: **Rs. 9,500.00**. Period of Completion: **5 Days**. Last date and time of submission of bid: **15.02.2025 (5 p.m.)**. The bid forms and other details are available on and from **07.02.2025 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Director General (Mechanical)/Roads, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid systems for following works :
1. NIT No. : KMC/ASPH/PB/SJ.M-09/24-25 (1st call)
Name of works : **Improvement of N. Purbachal E. Canal Rd by lowering bed, providing kerb & channels & other allied civil works from Purchachal Bridge near 26 Pally Park to 575, P. Majumder Rd in Ward No.-106, Br-XII under Roads (M) Deptt.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **Rs. 4,88,679.08**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **18 Days**.
2. NIT No. : KMC/ASPH/PB/SJ.M-07/24-25 (1st call)
Name of works : **Improvement of road surface by lowering bed & other allied civil works from 25 to 8/1A, Gurupada Halder Rd in Ward No.-083, Br-VIII under Roads (M) Deptt.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **Rs. 4,94,950.59**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **20 Days**. Last date and time of submission of bid: **22.02.2025** up to **11 a.m**. (for sl. no. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **11.02.2025** after **5 p.m.** (for sl. no. 1 & 2). The website **https://wbtenders.gov.in** (for sl. no. 1 & 2).

The **Executive Engineer (Civil/H.Q.), KMC** invites online percentage rate e-tender in two bid system for following works :
1. NIT No. : KMC/DG(C)/EE(C/HQ)/100/2024-25, Dated : 06.02.2025
Name of the work : **Renovation of Dy. Chief Engineer's Chamber at CME(C) Department, of Room no 139 at 1st floor of CMO Buildings.** Estimated Cost (Including G.S.T & L.W.C): **Rs. 2,98,123.00**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **15 Days**.
2. NIT No. : KMC/DG(C)/EE(C/HQ)/101/2024-25, Dated : 06.02.2025
Name of the work : **Taking out of existing false ceilling with ancillary works including strengthening of 1st floor roof (as necessary) of Conference-1 at 1st floor of CMO Buildings.** Estimated Cost (Including G.S.T & L.W.C): **Rs. 4,97,256.00**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **15 Days**. Last date and time of submission of bid: **15.02.2025** at **11 a.m**. (for sl. no. 1 & 2). The bid form and other details are available on and from **07.02.2025 (5 p.m.)** (for sl. no. 1 & 2). From the website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 & 2).

The **Executive Engineer (Roads), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :
1. NIT No. : KMC/ROADS/2024-2025/740 (1st call)
Name of the work : **Repairing of road surface and other ancillary works in front of Kalighat Sky Walk on S. P. Mukherjee Road under Br-VIII.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS): **Rs. 4,94,679.41** (Excl. Contingency Amt). Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **30 Days**. Last date and time of submission of all bids: **18.02.2025** at **12 noon**.
2. NIT No. : KMC/ROADS/2024-2025/624 (1st call)
Name of the work : **Laying of seal coat at Dr. A.K. Road from Rajabagan P.S. More to Metiaburj College under Br-XV.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **Rs. 3,50,625.62** (Excl. Contingency Amt). Earnest Money: **Rs. 8,000.00**. Period of Completion: **07 Days**.
3. NIT No. : KMC/ROADS/2024-2025/709 (1st call)
Name of the work : **Laying of seal coat at Dr. A.K. Road from Metiaburj College to Metiaburj P. S. under Br-XV.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **Rs. 3,45,554.56** (Excl. Contingency Amt). Earnest Money: **Rs. 7,000.00**. Period of Completion: **10 Days**.
4. NIT No. : KMC/ROADS/2024-2025/757 (1st call)
Name of work : **Repairing of damaged road due to construction of drain from Y-2/16 to Y-2/44/1 at Rail Line Road under Br-XV.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **Rs. 1,95,101.26** (Excl. Contingency Amt). Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **15 Days**.
5. NIT No. : KMC/ROADS/2024-2025/759 (1st call)
Name of work : **Repairing of damaged road surface due to surface drain at Slaughter House Road from Jakaria Molla Crossing to IDGA Maidan under Br-XV.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **Rs. 3,76,693.83** (Excl. Contingency Amt). Earnest Money: **Rs. 8,000.00**. Period of Completion: **30 Days**. Last date and time of submission of all bids: **19.02.2025** - **12 noon** (for sl. no. 2 to 5). The bid forms and other details are available on and from **08.02.2025** at **12 noon** (for sl. no. 1 to 5). The website **https://wbtenders.gov.in** (for sl. no. 1 to 5).
1352/24-25

খোঁড়া পায়েই খেলা হবে, কার্যত একাই ভারতকে জেতালেন শুভমান

নাগপুর, ৬ ফেব্রুয়ারিঃ ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে এক দিনের সিরিজ দুই দলের কাছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির প্রস্তুতি। সেই সিরিজের প্রথম ম্যাচ সহজেই জিতল ভারত। টস জিতে ইংল্যান্ডের অধিনায়ক জস বাটলার ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু ভারতীয় বোলারদের বিরুদ্ধে ব্যর্থ হলেন ইংরেজ ব্যাটারেরা। ২৪৮ রানে শেষ হয়ে যায় তাদের ইনিংস। দলকে জেতাতে পারলেন না বোলারেরাও। ভারত ৪ উইকেটে জিতলেও চিন্তা রয়ে গেল অধিনায়ক রোহিত শর্মাকে নিয়ে। নাগপুরে প্রথম এক দিনের ম্যাচ খেলতে নেমেছিল ভারত-ইংল্যান্ড। নতুন পিচে প্রথম বার খেলা হল। পিচ প্রস্তুতকারক জানিয়েছিলেন, ৩০০ রানের পিচ তৈরি করা হয়েছে। তবে ইংল্যান্ড শুরুটা যে ভাবে করেছিল, তাতে অনেকেই মনে করছিলেন তাদের রান ৩৫০ পার করে যাবে। ইংরেজ ওপেনার ফিল সল্ট (২৬ বলে ৪৩ রান) আগ্রাসী ব্যাটিং করছিলেন। অভিষেক ম্যাচ খেলতে নামা পেসার হর্ষিত রানার এক ওভারে ২৬ রান নিয়েছিলেন তিনি। অন্য ওপেনার বেন ডাকেটও (২৯ বলে ৩২ রান) দ্রুত রান করছিলেন। তবে শুরুর দিকে হর্ষিতই বেশি রান দিচ্ছিলেন। মহম্মদ শামি খুব বেশি রান দেননি। কিন্তু সল্টদের আক্রমণে বেশ চাপেই পড়ে গিয়েছিল ভারত। ম্যাচের ভাগ্য ঘুরে যায় একটি রান আউটে। তিন রান নিতে গিয়ে নিজেদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝিতে আউট হয়ে যান সল্ট। ওপেনিং জুটি ভাঙতেই ভারতীয় বোলারেরা চাপে ফেলে দেন ইংল্যান্ডকে। প্রথম ৮ ওভারে কোনও উইকেট না হারানো দল, আট বলের ব্যবধানে তিন উইকেট হারায়। দুই ওপেনার এবং হ্যারি ব্রুককে (০) দ্রুত সাজঘরে ফেরায় ভারত। দ্রুত উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যাওয়া ইংল্যান্ডকে বাঁচাতে ইনিংস ধরার কাজটা শুরু করেন জো রুট এবং জস বাটলার। তাঁরা ৩৪ রানের জুটি গড়তে ৫১ বল নেন। যেখানে প্রথম ৭৭ রান উঠেছিল ৬০ বলে। রুটদের মন্থর ইনিংসটা ওই সময় প্রয়োজন ছিল। কারণ ৫০ ওভারের ক্রিকেটে যদি তাঁরা অন্তত ২০-২৫ ওভার খেলে দিতে পারতেন, তা হলে শেষ দিকে ইংল্যান্ড আবার আগ্রাসী ব্যাটিং করে রান তুলে নিতে পারত। কিন্তু ভারত সেই জুটিটা বেশি ক্ষণ

টিকতে দেয়নি। রবীন্দ্র জাডেজার বলে এলবিডব্লিউ হন রুট (১৯)। ২০২৩ সালের এক দিনের বিশ্বকাপের পর প্রথম বার খেলতে নেমে খুব বেশি রান করতে পারলেন না তিনি। ইংল্যান্ডের হয়ে সবচেয়ে বেশি রানের জুটিটি গড়েন বাটলার (৫২) এবং জেকব বেথেল (৫১)। তাঁরা ৫৯ রানের জুটি গড়েন। সেই জুটি ভেঙেছিলেন অক্ষর পটেল। দ্বিতীয় স্পেলে বল করতে এসে বাটলারকে আউট করেন তিনি। পাওয়ার প্লে-তে অক্ষর একটি ওভার করেছিলেন। তখন ১৫ রান দেওয়ায় আর বল করানো হয়নি। দ্বিতীয় স্পেলে বল করতে এসে যদিও অধিনায়ককে হতাশ করেননি তিনি। ম্যাচের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জুটিটি ভেঙে দেন। ভারতের হয়ে তিনটি করে উইকেট নেন হর্ষিত রানা এবং রবীন্দ্র জাডেজা। একটি করে উইকেট নেন কুলদীপ যাদব, মহম্মদ শামি, অক্ষর পটেল। হার্দিক পান্ডিয়া উইকেট না পেলেও ৭ ওভারে ৩৭ রানের বেশি দেননি। একটি ওভার মেডেনও দেন তিনি। ভারতের সব বোলারই বৃহস্পতিবার সফল। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে যা স্বস্তি দেবে রোহিতকে। নাগপুরে বিরাট কোহলি খেলেননি। তাঁর হাঁটুতে চোট। সেই কারণে খেলতে পারেননি তিনি। যে কারণে যশস্বী জয়সওয়ালকে দলে নেয় ভারত। তরুণ ওপেনার টেস্ট এবং টি-টোয়েন্টিতে আগে খেললেও বৃহস্পতিবার এক দিনের ক্রিকেটে অভিষেক হল তাঁর। রোহিতের সঙ্গে ওপেন করতে নামেন তিনিই। কিন্তু ১৫ রানের বেশি করতে পারেননি। অফ স্টাম্পের বাইরের বলে খোঁচা দিয়ে আউট হয়ে যান যশস্বী। ২ রানের বেশি করতে পারেননি রোহিতও। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে রোহিতের সাদা বলের ক্রিকেটেও রান না পাওয়া চিন্তা ভারতীয় দলের কাছে। বড় প্রতিযোগিতায় অধিনায়ক এবং ওপেন করতে নামা রোহিতের ব্যাট না চললে সমস্যায় পড়বে ভারত। স্বস্তির জয়ের মাঝে যা কাঁটা কোচ গৌতম গম্ভীরের কাছে। ভারতের দুই ওপেনার রান না পেলেও তিন নম্বরে নামা শুভমন গিল এবং চার নম্বরে নামা শ্রেয়স আয়ার দলকে জয়ের পথ দেখালেন। তাঁদের ৯২ রানের জুটিই স্বস্তির জয় এনে দিল। শ্রেয়স যদিও ৫৯ রান করে আউট হয়ে যান। বাকি কাজটা করেন শুভমন (৮৭) এবং অক্ষর (৫২)। তবে শ্রেয়স ৩৬ বলে ৫৯ রান না করলে এত সহজে জিততে পারত না ভারত। বার্ষিক চুক্তি থেকে বাদ পড়েছিলেন শ্রেয়স। ঘরোয়া ক্রিকেট খেলে রানে ফিরেছেন। সাদা বলের ক্রিকেটে ভারতের জার্সিতে খেলতে নেমে তাঁর ৫৯ রানের এই ইনিংস সত্যিই স্বস্তি দেবে দলকে। ভারতের মিডল অর্ডারে বড় ভরসা শ্রেয়স। শুভমন শেষ দিকে শতরানের জন্য খেলতে গেলেন। দ্রুত রান নেওয়া ছেড়ে ইনিংস মন্থর করলেন। উল্টো দিক থেকে সেই সময় অক্ষর এবং লোকেশ রাহুল (২) আউট হয়ে যান। হার্দিক পান্ডিয়া যদিও নেমেই ছক্কা মারেন। তাতেই দ্রুত রান তোলার চেষ্টা করেন শুভমন। কিন্তু বড় শট খেলতে গিয়ে উইকেট দিয়ে বসেন তিনি। ফলে আর শতরান করা হয়নি। জায়গা ছেড়ে খেলতে গিয়ে মিড অনে ক্যাচ দিলেন শুভমন। ম্যাচ শেষ করেন হার্দিক (৯ রানে অপরাজিত) এবং জাডেজা (১২ রানে অপরাজিত)। ইংল্যান্ডের স্পিনারেরা ভারতীয় ব্যাটারদের কিছুটা বিপদে ফেলেছিল। সেটা সামলে ১১.২ ওভার বাকি থাকতেই ম্যাচ জিতে নিল ভারত। পরের ম্যাচ কটকে। রবিবার আবার মুখোমুখি ভারত-ইংল্যান্ড। সেই ম্যাচ জিতলে সিরিজ জিতে নেবে ভারত। রোহিত সেই ম্যাচে শুধু জয় নয়, রানেও ফিরতে চাইবেন।

একদিনের ক্রিকেট থেকে হঠাৎই অবসরগ্রহন স্টোইনিসের

মেলবোর্ন, ৬ ফেব্রুয়ারিঃ অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপজয়ী দলের ক্রিকেটার মার্কাস স্টোইনিস হঠাৎ করেই একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। তবে তিনি টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে খেলা চালিয়ে যাবেন এবং অস্ট্রেলিয়া দলের হয়ে সংক্ষিপ্ত সংস্করণে খেলতে আগ্রহী। স্টোইনিসকে আসন্ন ২০২৫ আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য অস্ট্রেলিয়ার প্রাথমিক ১৫ সদস্যের দলে রাখা হয়েছিল। তবে এবার তাকে চূড়ান্ত স্কোয়াড থেকে বাদ দেওয়া হবে যা আনুষ্ঠানিকভাবে ১২ ফেব্রুয়ারি ঘোষিত হবে। বর্তমানে ৩৫ বছর বয়সী এই অলরাউন্ডার দক্ষিণ আফ্রিকার ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-টোয়েন্টি লিগে ডারবান সুপার জায়ান্টসের হয়ে খেলছেন। সেখানেই সম্প্রতি বোলিং করার সময় তিনি হালকা হ্যামস্ট্রিং চোট পেয়েছেন। যদিও এই চোট তার অবসরের কারণ নয়, বরং ক্যারিয়ারের পরবর্তী ধাপে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে আরও বেশি মনোযোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। স্টোইনিস বলেন, ''অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ওয়ানডে ক্রিকেট খেলা আমার জন্য অসাধারণ একটি অভিজ্ঞতা ছিল। আমি প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করেছি এবং এটি আমার কাছে আজীবন স্মরণীয় হয়ে থাকবে।'' তিনি আরও বলেন, ''এই সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ ছিল না, তবে আমি বিশ্বাস করি, এখনই সঠিক সময় ওয়ানডে ক্রিকেট থেকে সরে দাঁড়ানোর। আমি আমার ক্যারিয়ারের পরবর্তী অধ্যায়ে পুরোপুরি ফোকাস করতে চাই।' অস্ট্রেলিয়ার প্রধান কোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ড স্টোইনিসের অবসরের বিষয়ে বলেন, ''গত এক দশক ধরে আমাদের ওয়ানডে দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন স্টোইনিস। শুধু দুর্দান্ত একজন খেলোয়াড়ই নন, দলের ভেতরেও তিনি একজন দারুণ ব্যক্তিত্ব।'' স্টোইনিস ২০১৯ সালের অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট অ্যাওয়ার্ডসে 'ওয়ানে প্লেয়ার অব দ্য ইয়ার' নির্বাচিত হয়েছিলেন। স্টোইনিস ২০১৭ সালে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ইডেন পার্কে ১৪৬ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে আলোচনায় আসেন। সেই ম্যাচে ১১৭ বলে ১৪৬ রান করার পাশাপাশি ১০ ওভার বল করে ৪৯ রানে ৩ উইকেট নিয়েছিলেন। যদিও অস্ট্রেলিয়া ৬ রানে ম্যাচটি হেরেছিল, তবে স্টোইনিসের অলরাউন্ড পারফরম্যান্স ছিল দারুণ প্রশংসনীয়। স্টোইনিস ২০১৯ সালের ইংল্যান্ড বিশ্বকাপে এবং ২০২৩ সালের ভারতের মাটিতে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপজয়ী অস্ট্রেলিয়া দলের অংশ ছিলেন। তার অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা দলকে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে সাহায্য করেছে।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে বুমরাহের পরিবর্তে 'ডিএসপি'!

মুম্বই, ৬ ফেব্রুয়ারিঃ আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ২০২৫ টুর্নামেন্টে ভারতের সাফল্য অনেকটাই নির্ভর করছে তারকা পেসার জসপ্রীত বুমরাহর পারফরম্যান্সের উপর। তবে, অস্ট্রেলিয়া সফরে চোট পেয়ে কিছুটা শঙ্কায় পড়েছিলেন বুমরাহ। বর্তমানে তিনি ন্যাশনাল ক্রিকেট একাডেমিতে চোটের চিকিৎসা করাচ্ছেন। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি শুরুর আগে তার সুস্থতা নিয়ে রয়েছে সংশয়। যদি বুমরাহ এই টুর্নামেন্টের জন্য ফিট না হন, তবে মহম্মদ সিরাজের মতো অভিজ্ঞ পেসার হতে পারেন তার বদলি। বুমরাহর চোটের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। গত রবিবার বুমরাহ ব্যাঙ্গালুরুতে গিয়ে সেখানে দুই-তিন দিন থাকার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি স্ক্যান ও চিকিৎসকদের পরামর্শ গ্রহণ করছেন এবং সেখান থেকে পাওয়া রিপোর্ট অনুযায়ী নির্ধারিত হবে তার ভবিষ্যৎ। যদি চিকিৎসকরা মনে করেন যে বুমরাহের অস্ত্রোপচার প্রয়োজন নেই, তাহলে তার মাঠে ফেরার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে, অস্ত্রোপচার লাগলে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে বুমরাহের খেলা নিশ্চিত নয়। এই পরিস্থিতিতে, যদি বুমরাহ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য ফিট না হন। সেক্ষেত্রে বিসিসিআই মহম্মদ সিরাজকে টুর্নামেন্টের জন্য ছাত্রপত্র দিতে পারে

বলে জানা গিয়েছে। সিরাজ ইতিমধ্যে জাতীয় দলে সুযোগ পেয়েছেন এবং তাঁর অভিজ্ঞতা দলকে শক্তি যোগাতে সহায়ক হতে পারে। যদিও অস্ট্রেলিয়া সফরে সিরাজের পারফরম্যান্স নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, তবে তার অভিজ্ঞতা টিম ম্যানেজমেন্টের জন্য এক বড় সুবিধা। তবে সিরাজকে প্রথমে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির প্রাথমিক দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। রোহিত শর্মা সম্প্রতি বলেছিলেন, সিরাজের পারফরম্যান্স পুরনো বল দিয়ে খেলার ক্ষেত্রে কিছুটা হতাশাজনক হতে পারে। এই কারণেই তাকে প্রাথমিক দলে রাখা হয়নি। কিন্তু সিরাজের কাছ থেকে এই টুর্নামেন্টে বড় অবদান আশা করা হচ্ছে। বিশেষ করে, সিরাজের অভিজ্ঞতা এবং গতিপথ বুঝে বোলিং করার ক্ষমতা তাকে দলে গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে তৈরি করেছে। এখনই চূড়ান্তভাবে বলা সম্ভব নয় যে বুমরাহ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলার জন্য ফিট হবেন কি না। তবে, সিরাজের দলে অন্তর্ভুক্তি এখন অনেকটাই নিশ্চিত হতে পারে যদি বুমরাহের অবস্থার উন্নতি না ঘটে। সিরাজের অভিজ্ঞতা এবং সাম্প্রতিক পারফরম্যান্সের ওপর নির্ভর করে ভারতীয় দলের বোলিং আক্রমণ আরও শক্তিশালী হতে পারে। এখন অপেক্ষা শুধু চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য।

ভারতে টি২০ বিশ্বকাপের জন্য দিন বদল পাকিস্তান-সহ চার দেশের লিগের

মুম্বই, ৬ ফেব্রুয়ারিঃ আবার বিশ্ব ক্রিকেটে দাপট দেখাচ্ছে ভারতীয় বোর্ড। ২০২৬ সালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ হবে ভারতে। সেই প্রতিযোগিতার জন্য চারটি দেশকে তাদের লিগের দিন বদলাতে হবে। তালিকায় রয়েছে পাকিস্তান, বাংলাদেশ। তবে আইপিএল নির্দিষ্ট সময়েই হবে। জানা গিয়েছে, ২০২৬ সালে ১০ ফেব্রুয়ারি শুরু হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। চলবে ৮ মার্চ পর্যন্ত। এই বিষয়ে সরকারি ঘোষণা না হলেও সেই সময়ই বিশ্বকাপ হওয়ার কথা। সেই সময় চারটি দেশে টি-টোয়েন্টি লিগ চলে। দক্ষিণ আফ্রিকা, দুবাই, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ। সেই চারটি লিগকে তাদের সময় বদলাতে হবে বলে জানা গিয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকা ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছে যে তাদের লিগ আগামী মরসুমে ২৬ ডিসেম্বর থেকে ২৬ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে। দুবাইয়ে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি শুরু হতে পারে ৪ জানুয়ারি। ১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলতে পারে সেই প্রতিযোগিতা। ফলে দু'টি লিগের ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা নেই।

aims ADVANCED INFORMATION AND MANAGEMENT STUDIES
(A unit of Swawlamban Foundation)
(Affiliated to MAKAUT, WB & Approved by AICTE)

RECRUITMENT NOTICE.

Required
- PROFESSOR
- ASSOCIATE PROFESSOR
- ASST. PROFESSOR
- ADMISSION COUNSELOR

- DEPTT OF BBA
- DEPTT. OF BCA
- DEPTT. OF HOSPITAL MANAGEMENT
- DEPTT. OF HOSPITALITY & HOTEL ADMINISTRATION

Eligibility: As per MAKAUT Norms

Apply within 10 days with all testimonials to the mentioned address.
E-mail: career.aimscollege@gmail.com Mobile No.: 9091999704
J.P. Avenue, Zonal Centre, Sagarbhanga, Durgapur -713211, West Bengal

আর্সেনালকে ফের হারিয়ে ফাইনালে নিউক্যাসল

লন্ডন, ৬ ফেব্রুয়ারিঃ সেন্ট জেমস পার্কে বুধবার রাতে ২-০ গোলে জিতে, দুই লেগ মিলিয়ে ৪-০ ব্যবধানের অগ্রগামিতায় ফাইনালে উঠল নিউক্যাসল। প্রথম লেগেও ২-০ গোলে জিতেছিল তারা। তিন দিন আগে ম্যানচেস্টার সিটিকে গোলবন্যায় ভাসিয়ে যে বার্তা দিয়েছিল মিকেল আর্তেতার দল, তার ছিটেফোঁটা এদিন দেখা গেল না। জ্যাকব মার্ফি নিউক্যাসলকে এগিয়ে নেওয়ার পর ব্যবধান বাড়ান অ্যান্থনি গর্ডন। মাসখানেক আগে ঘরের মাঠের ওই হারে এমনিতেই লড়াইয়ে পিছিয়ে ছিল আর্সেনাল। ঘুরে দাঁড়ানোর মিশনে নেমে উল্টো শুরুতেই গোল খেতে বসেছিল তারা। প্রথম দেখায় নিউক্যাসলকে এগিয়ে নেওয়া আলেকজান্দার ইসাক দারুণ এক প্রতি-

আক্রমণে চতুর্থ মিনিটে জালে বল পাঠান। তবে সুইডিশ ফরোয়ার্ড নিজেই অফসাইডে থাকায় ভিএআরে মেলেনি গোল। বেশিরভাগ সময় পজেশন ধরে খেলা আর্সেনাল ১৯তম মিনিটে গোলের জন্য প্রথম শট নিতে পারে মার্টিন ওডেগোরের জোরাল শটটি গোলরক্ষককে ফাঁকি দিলেও পোস্টে বাধা পায়। ওখান থেকেই শাণানো পাল্টা-আক্রমণে এগিয়ে যায় নিউক্যাসল। গর্ডনের জোরের ওপর বাড়ানো বল দারুণ এক স্পর্শে ধরে বক্সের বাইরে থেকে জোরাল শট নেন ইসাক, বল বাঁ পোস্টের ওপরের দিকে লেগে চলে যায় ডান দিকে। সেখানে ছুঁটে আসা ইংলিশ মিডফিল্ডার মার্ফির শট পোস্টের ভেতরের দিকে লেগে জালে জড়ায়। দুই লেগ মিলিয়ে ৩-০ গোলে পিছিয়ে পড়ে আর্সেনালের সম্ভাবনা আরও ফিকে হয়ে যায়। প্রথমার্ধে গোলের জন্য প্রতিপক্ষের দ্বিগুণ ছয়টি শট নিয়ে একটির বেশি যদিও লক্ষ্যে রাখতে পারেনি তারা। দ্বিতীয়ার্ধে চতুর্থ মিনিটে ব্যবধান হতে পারত আরও বড়। আর্সেনালের গোলরক্ষক দাভিদ রায়া পোস্ট ছেড়ে ডি-বক্সে বাঁ দিকে অনেক এগিয়ে ছিলেন। সেই সময় তারা নিজেদের সীমানায় পজেশনও হারিয়ে বসে, বল পেয়ে যান গর্ডন তবে ৩৫ গজ দূর থেকে তার শট একটুর জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। তিন মিনিট পর অবশ্য আর ভুল করেননি গর্ডন। বক্সে ফাঁকায় বল পেয়ে প্রথম ছোঁয়ায় প্লেসিং শটে গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন এই ইংলিশ ফরোয়ার্ড। এতে ফাইনালের টিকেটও প্রায় নিশ্চিত হয়ে যায় নিউক্যাসলের। বাকি সময়েও আর্সেনাল পারেনি তাদের ভাবনায় ফেলতে। দলটির বিপক্ষে এবারের প্রিমিয়ার লিগে প্রথম দেখায়ও হেরেছিল আর্সেনাল। নিজেদের আঙিনায় গত নভেম্বরে আলেকজান্দার ইসাকের একমাত্র গোলে ম্যাচটি জিতেছিল নিউক্যাসল। চলতি মরসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে এই নিয়ে মোট পাঁচটি ম্যাচে হারল আর্সেনাল, এর তিনটিই নিউক্যাসলের বিপক্ষে! এফএ কাপ থেকে আগেই ছিটকে গেছে আর্সেনাল। এবার শেষ হলো লিগ কাপের পথচলাও। তবে প্রিমিয়ার লিগ ও চ্যাম্পিয়ন্স লিগের লড়াইয়ে আছে দলটি। ২০২২-২৩ আসরের ফাইনালেও উঠেছিল নিউক্যাসল। সেবার ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের বিপক্ষে শিরোপা স্বপ্ন ভেঙেছিল তাদের। এক মরসুম বাদে আরেকটি ফাইনালে ল া বে দলটি, লিভারপুল অথবা টটেনহ্যাম হটস্পারের বিপক্ষে।

শেষ মিনিটের গোলে সেমি-ফাইনালে রিয়াল মাদ্রিদ

প্রতিপক্ষের মাঠে বুধবার রাতে স্পেনের দ্বিতীয় সেরা প্রতিযোগিতাটির কোয়ার্টার-ফাইনালে ৩-২ গোলে জিতেছে রিয়াল। লুকা মদ্রিচ ও এন্দ্রিকের লক্ষ্যভেদে রিয়াল এগিয়ে যাওয়ার পর লেগানেসের হয়ে দুই অর্ধে দুটি গোল করেন হুয়ান ক্রুস। ৯৩তম মিনিটে রিয়ালের জার্সিতে নিজের প্রথম গোলে দলকে উল্লাসে ভাসান ২০ বছর বয়সী স্প্যানিশ ফরোয়ার্ড গার্সিয়া। হালকা চোটের কারণে এই ম্যাচে ছিলেন না রিয়ালের দুই তারকা কিলিয়ান এমবাপে ও জুড বেলিংহ্যাম। চোটের ছোবলে তাদের আরও কয়েক জন খেলোয়াড় আছেন বাইরে। প্রথমার্ধে ভিনিসিউস জুনিয়রকেও রাখা হয় বেঞ্চে। লা লিগায় ১৬তম স্থানে থাকা লেগানেস প্রথম আট মিনিটে কয়েক দফায় ভীতি

ছড়ায় রিয়ালের রক্ষণে। এই সময়ের মধ্যে গোলের জন্য চারটি শট নিয়ে একটি লক্ষ্যে রাখতে পারে তারা। অস্কার রদ্রিগেসের ওই শট ঠেকান গোলরক্ষক আন্দ্রি লুনিন। রিয়াল প্রথম ভালো সুযোগ পায় ত্রয়োদশ মিনিটে। ব্রাহিম দিয়াসের পাসে ভালো পজিশনে বল পান এন্দ্রিক, কিন্তু তার দুর্বল শট ঠেকিয়ে দেন লেগানেস গোলরক্ষক। অষ্টাদশ মিনিটে মদ্রিচের গোলে এগিয়ে যায় রিয়াল। বাঁ দিক থেকে রদ্রিগোর পাস বক্সে প্রথম দফায় নিয়ন্ত্রণে নিয়ে ডান পায়ের শটে জালে পাঠান ক্রোয়াট মিডফিল্ডার। এই মরসুমের আগে কোপা দেল'রেতে কোনো গোল ছিল না মদ্রিচের। সেখানে এবার তিন ম্যাচে ২টি গোল করলেন ৩৯ বছর বয়সী তারকা। ২৫তম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন এন্দ্রিক। সতীর্থের পাসে বক্সে প্রতিপক্ষের পা ছুঁয়ে বল পান ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকার। ছয় গজ বক্সের বাইরে থেকে বাকিটা সারেন এই তরুণ। আসরে ৩ ম্যাচে ৩ গোল করলেন ১৮ বছর বয়সী এই ফুটবলার। ৩৯তম মিনিটে সফল স্পট-কিকে ব্যবধান কমান হুয়ান ক্রুস। তারই শট বক্সে রেয়ালের তরুণ ডিফেন্ডার ইয়াকোবো রামনের হাতে লাগলে পেনাল্টি দিয়েছিলেন রেফারি। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে রদ্রিগোর বদলি নামেন ভিনিসিউস। ৫০তম মিনিটে গোল পেতে পারতেন তিনি। তার কোনাকুনি শট পা দিয়ে ঠেকান গোলরক্ষক। খানিক পর অল্প সময়ের ব্যবধানে দুটি সুযোগ পেলেও কাজে লাগাতে পারেননি এন্দ্রিক। ৫৯তম মিনিটে ক্রুসের দ্বিতীয় গোলে সমতায় ফেরে লেগানেস। এক সতীর্থকে বক্সে পাস দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়েন তিনি। ফিরতি পাস পেয়ে এই স্প্যানিশ উইঙ্গারের শট রেয়ালের ডিফেন্ডার ফেরলদ মর্দির পায়ে লেগে দিক পাল্টে জালে জড়ায়। দাঁড়িয়ে দেখা ছাড়া কিছুই করার ছিল না লুনিনের। পাঁচ মিনিট পর আরেকটি সুযোগ পান ভিনিসিউস। বাঁ দিক দিয়ে বক্সে ঢুকে কাছ থেকে তার প্রচেষ্টা গোলরক্ষককে ছুঁয়ে পোস্টে লাগে। ৭৫তম মিনিটে আগুয়ান গোলরক্ষকের মাথার ওপর দিয়ে ব্রাহিম দিয়াসের চিপ শট বাধা পায় ক্রসবারে। ৮৪তম মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে লেগানেসের দানি রাবার জোরাল নিচু শট ঝাঁপিয়ে ব্যর্থ করে দেন লুনিন। নির্ধারিত সময়ের শেষ মিনিটে কর্নারে গোলরক্ষক বরাবর হেড করেন রেয়ালের অহেলিয়া চুয়ামেনি। তিন মিনিট যোগ করা সময়ের প্রথম মিনিটে ফেদেরিকো ভালভের্দের শট গোলরক্ষক ঠেকানোর পর উড়িয়ে মারেন দানি সেবাইয়োস। এরপর শেষ মুহূর্তে গার্সিয়ার ওই গোলে রিয়ালের জয়োল্লাস।

সান্তোসে প্রত্যাবর্তনেই ম্যাচসেরা নেইমার

ঠাসা গ্যালারির হাজার বিশেক দর্শক অপেক্ষায় ছিলেন রাজপুত্রের মাঠে নামার। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে সেই মুহূর্তটি এলো। ১০ নম্বর জার্সি গায়ে মাঠে নামলেন নেইমার। স্টেডিয়ামের ঘোষকের কণ্ঠ হয়ে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল মাঠময়। গান আর স্লোগানে মুখরিত চারপাশ। অধিনায়ক আর্মব্যান্ড পরিয়ে দেওয়া হলো তাকে। হাজার হাজার ফোনে ছবি আর ভিডিওতে স্থায়ী হয়ে থাকল সময়টুকু। কারও মুখে হাসি, কারও চোখে জল। গ্যালারিময় আবেগের স্রোতে ঘরের ছেলেকে স্বাগত জানালেন সমর্থকেরা।

সান্তোস, ৬ ফেব্রুয়ারিঃ সাও পাউলোর ফুটবলপাগল প্রতিভাবান ছেলেটি যে আঙিনা থেকে যাত্রা শুরু করেছিলেন বিশ্ব ফুটবলের মহাতারকা হওয়ার, ইউরোপিয়ান ফুটবল মাতিয়ে প্রায় এক যুগ পর সেখানেই তার প্রত্যাবর্তন হলো ৩৩তম জন্মদিনে। ফেরার ম্যাচটি অবশ্য চমকপ্রদ কোনো পারফরম্যান্সে রাঙাতে পারেননি নেইমার। দু-একটি ঝলক দেখালেও খেলায় ছিল না ধার। তার পরও অবশ্য ম্যাচের সেরা খেলোয়াড়ের স্বীকৃতি তিনিই পেয়েছেন। ব্রাজিলিয়ান পাউলিস্তা চ্যাম্পিয়নশিপের ম্যাচটিতে বতাফোগোর সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করে সান্তোস। নেইমারের ফেরার ম্যাচের স্বাক্ষী হতেই সান্তোসের গ্যালারি ভরে ওঠে খেলা শুরুর বেশ আগেই। তবে চোট কাটিয়ে ছন্দে ফেরার অপেক্ষায় থাকা তারকাকে দেখতে ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হয় ভক্তদের। অবশেষে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুর দিকে বদলি হিসেবে তাকে মাঠে নামানো হয়। সান্তোসে একসময় তিনি পরেছেন ১৮, ৭ ও ১১ নম্বর জার্সি। এবার তাকে ১০ নম্বর জার্সি দেওয়ার ঘোষণা করা হয়েছিল আগেই। কিংবদন্তি পেলের প্রতীক হয়ে ওঠা সেই জার্সি গায়ে তিনি নামেন। দুহাত তুলে আকাশের

দিকে তাকিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন স্রষ্টার প্রতি। চোটের কারণে দীর্ঘদিন মাঠের বাইরে থাকার অস্বস্তি আর জড়তা ছিল তার শরীরে ও পারফরম্যান্সে। দু-একবার অবশ্য জাদু দেখানোর চেষ্টা করেছেন। একবার গোল করার সম্ভাবনাও জাগিয়েছিলেন বেশ। দুই ডিফেন্ডারকে এড়িয়ে শট নিয়েছিলেন গোলে। কিন্তু গোলকিপার তা আটকে দেন দারুণ দক্ষতায়। আরও দুই দফায় তার পাস থেকে গোলের সুযোগ তৈরি হয়েছিল। তবে কোনোটিই কার্যকর হয়নি। প্রথমার্ধে পেনাল্টি গোলে এগিয়ে ছিল সান্তোস। পরে ৬৭তম মিনিটে গোল শোধ করে দেয় বতফোগো। ম্যাচের শেষ বাঁশি বাজতেই প্রতিপক্ষের ফুটবলাররা একের পর এক নেইমারের সঙ্গে কথা বলা, ছবি তোলার প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েন। পারফরম্যান্স যেমনই হোক, সান্তোসের হয়ে ফেরার মুহূর্তটিই তার হৃদয়ে বিশেষ জায়গা পেয়ে গেছে। ''ভালোবাসার কোনো কিছু করতে পারারার যে অনুভূতি, এটা প্রকাশ করার ভাষা জানা নেই আমার। সান্তোসকে প্রচণ্ড ভালোবাসি আমি এবং আজকে যখন মাঠে নেমেছি, ওই সময়ের অনুভূতি কোনোভাবেই বোঝাতে পারব না কাউকে।'' আরও কয়েকটি ম্যাচ খেললে সময়ের সঙ্গে পারফরম্যান্সও ভালো হবে বলে বিশ্বাস নেইমারের। ''ম্যাচটি খুব কঠিন ছিল। আমার বাবা ছিলেন মাঠে। তাকে আগেই বলেছিলাম, কঠিন ম্যাচ হবে। রক্ষণ ওরা অনেক ভালো দল, অনেকটা নিচে নেমে খেলে। আমাকে ধৈর্য ধরতে হবে এবং আরও অনুশীলন করে যেতে হবে। মাঠে আরও সময় কাটাতে হবে আমাকে, ম্যাচ খেলতে হবে। এখনও শতভাগ নই। আজকে রাতে খুব বেশি দৌড়ানো ও ড্রিবল করার আশা নিজেরও ছিল না। আমার মনে হয়, চার-পাঁচটি ম্যাচ খেললে আরও ভালো অনুভব করব।''

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com